প্রেম ও পূজা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শ্রীকালী প্রকাশালয়
১৪ বি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা

....

....

....

'কল্যানী' আনুক ভরে কল্যান
বরন ঢালায় যাঁহার জীবনে
'প্রেম ও পূজা' বাতি জ্বলে যেন
আজীবন তরে 'শরৎ' প্রানে।

শ্রান্ত ভবতোষ ফাউনণ্টেন পেনটা বইয়ের উপর রাখিয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন। দুই একবার আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া আলস্যবিজড়িতকণ্ঠে ডাক দিলেন, বেণু!

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, আসছি কাকামণি, এই যে হ'য়ে এলো—

ভবতোষ মুদ্রিত চোখ মেলিলেন। অনুভবে স্পষ্ট বুঝা গেল, রান্নাঘরে বেণুর কর্ম্মব্যস্ততা অসম্ভবরকমে বাড়িয়া গিয়াছে। একটু হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, রান্নার কতদূর তা জিজ্ঞেস ক'রছিনে—তোকেই একবার চাই, এদিকে একটু আয় দেখি। আমার যাওয়ার এখনও দেরী আছে, সবে ন'টা বাজলো।

তিন মিনিটের মধ্যেই বেণুর আবির্ভাব হইল।

সতেরো আঠারো বৎসরের একটি তরুণী। অনুপম সুন্দরী; পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কোথাও তাহার এতটুকু খুঁত নাই। স্নানান্তে ভিজা চুলগুলি গরমে অসহ্য বোধে মাথার উপর দিকে জড়াইয়া রাখিয়াছে; পরণে আধময়লা সেমিজ ও শাড়ি; দুই হাতে দুইগাছি সরু সোনার বালা ও দুই কানে দুইটি ছোট ইয়ারিং। দুইটি করতল হলুদ ও কালির দাগে পূর্ণ; মনে

হয়, তাড়াতাড়িতে হাত ধুইয়া আসিবার অবকাশও তাহার হয় নাই।

—বল, বল কাকামণি, যা তোমার কথা আছে তাড়াতাড়ি ক'রে ব'লে ফেল, বাপু, আমার ওদিকে এখনও রান্না পড়ে' আছে, রান্না হবে তবে তো খেয়ে স্কুলে যাবে ?

ভবতোষ হাসিলেন ; উঃ, ভারী গিন্নী হ'য়ে পড়েছিস যে দেখতে পাই ! অনুষ্ঠানের এতটুকু ত্রুটি হওয়ার যো নেই—একেবারে কড়ায় গণ্ডায় সব চাই। বার বার বলি—ওরে ছোট-মা, এত রান্নার দরকার নেই, যা-হয়-একটা তরকারী ক'রলেই—

সবেগে মুখ ঘুরাইয়া ভবতোষের ছোট্ট মা-টি বলিল, আমার যা ভাল লাগবে আমি তাই ক'রব। মাছ খেতে, বুঝ্‌তাম একখানা তরকারী ক'রে দিলেই হ'ত ; খাবে তো নিরিমিষ—দু'খানা তরকারী না হ'লে খাবে কি দিয়ে ? না, না, আমার কাজ নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না, কাকামণি। তুমি কি এই ব'লতেই ডেকেছ ?

ভবতোষ বলিলেন, কতকটা। সেই রাত থাকতে উঠে এই যে খাটছিস—; গরীবের সংসার, ঝি নেই—চাকর নেই—

বেণু রাগ করিল : নিতা তোমার এক কথা শুনতে চাইনে, কাকামণি। গরীবের সংসারটা কিসে হ'ল ? দুটি তো মানুষ, তুমি আর আমি,—যা আনছ তাতে আমাদের রাজার হালে

কেটে যায়। বলিতে বলিতে সে ঘড়ির পানে তাকাইল : ওমা! সওয়া ন'টা বেজে গেছে যে! আমি যাই, তরকারীটা আগে চড়িয়ে তো দিয়ে আসি—

অপর পক্ষ হইতে কিছু বলিবার আগেই সে অন্তর্হিত হইল।

কিছুক্ষণ তাহার গমনের পথে তাকাইয়া থাকিয়া ভবতোষ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তাহার পর টেবিলের উপর হইতে একখানা পত্র তুলিয়া লইলেন।

পত্র দিয়াছেন প্রিয়নাথ গোস্বামী; বেণুর দাদামহাশয়।

একে একে অতীতের সব চিত্রগুলি ভবতোষের মনে জাগিয়া উঠে।

ভবতোষের জ্যেষ্ঠ ছিলেন দেবতোষ সান্যাল।

ধনী প্রিয়নাথ গোস্বামীর একমাত্র কন্যার সহিত গৃহজামাতা থাকিবার অঙ্গীকারে তাঁহার বিবাহ হয়। এই পরিবার বরাবর বর্ম্মা প্রবাসী। ভবতোষের পিতা চাকরী উপলক্ষে বর্ম্মায় আসেন এবং এখানেই থাকিয়া যান। যখন দেবতোষের বিবাহ হয় এবং তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান তখন ভবতোষের বয়স বেশী নয়; গৃহজামাতা থাকার ফল ভাল কি মন্দ সে ধারণা তখন তাঁহার ছিল না।

একবার মাত্র ভবতোষ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন

দেবতোষের শ্বশুরালয়ে তিনি দুইদিন ছিলেন। দাদার শ্বশুরালয়ের প্রাচুর্য্য দেখিয়া দরিদ্র সন্তান ভবতোষ চমৎকৃত হইয়া যান।

প্রিয়নাথ গোস্বামী শুধু ব্যবসায়ী নন, এই ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে তিনি বিপুল জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং একটি মাত্র কন্যা ছাড়া তাঁহার আর কেহই ছিল না। সেই জন্যই তিনি কন্যার জন্য এমন একটি সুশ্রী সদ্বংশজাত ছেলে খুঁজিতেছিলেন, যাহাকে তিনি গৃহজামাতা-রূপে রাখিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান থাকিলে পিতা হয় তো গৃহজামাতারূপে পুত্রকে দিতে সম্মত হইতেন না ; বিধবা মা, পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সহজেই এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন। নিজের সুখ সুবিধার দিকে তিনি চাহেন নাই। পুত্র সুখী হইবে, ভবিষ্যতে সে-ই শ্বশুরের বিরাট সম্পত্তির মালিক হইবে—মা সেই দিক দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহের পর দেবতোষ দুই একবার বর্ষায় মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন। পুত্রবধূকে না দেখিলেও মা বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন না। তাঁহার পুত্র অসীম সম্পত্তির অধীশ্বর—এই সান্ত্বনাই তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল।

সাধারণতঃ যেরূপ হয়, এ বিবাহে দেবতোষ মোটেই সুখী হইতে পারেন নাই। পত্নীকে তিনি নিজের মত করিয়া পান

নাই এবং গৃহজামাতারূপে শ্বশুরালয়ে তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় নাই—এই অপমানটাও তাঁহার মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল।

ভবতোষ তখন কেবলমাত্র বি-এ পাশ করিয়াছেন। সেই সময় দেবতোষের পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন এবং এই সময়েই শ্বশুর-জামাতার মনান্তর প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করে এবং মাত্র পাঁচ বৎসরের কন্যা বেণুকে লইয়া দেবতোষ শ্বশুরের সম্পত্তি লইতে অস্বীকার করিয়া বর্ম্মায় চলিয়া যান।

এই ঘটনার বৎসর দুই পর কন্যাটিকে ভবতোষ ও জননীর হাতে অর্পণ করিয়া দেবতোষও মারা যান।

কন্যার মৃত্যুর কিছুকাল পর প্রিয়নাথ ব্যবসায় উপলক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। আজ বারো তেরো বৎসরের মধ্যে তিনি দৌহিত্রী কিম্বা জামাতার কোন খোঁজ নেন নাই। দীর্ঘকাল পর, এই প্রথম তাঁহার পত্র আসিয়াছে।

পত্র আসিয়াছে দেবতোষের নামে এবং সে পত্রের কভার ছিঁড়িয়াছেন ভবতোষ নিজে।

প্রিয়নাথ স্বহস্তে এখানে পত্র না দিলেও তাঁহার অনুমত্যানু-সারে দশ বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সেক্রেটারী দেবতোষের নামে একখানা পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে জানাইয়াছিলেন: গোস্বামী মহাশয়ের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী বেণুকে যেন উপযুক্ত

শিক্ষা দেওয়া হয়, কোনরকমে বড় করিয়া তোলায়ই যেন কর্ত্তব্য শেষ না হয়। বেণুর বিবাহের জন্য তাহার পিতা বা পিতার আত্মীয়স্বজনের কোন দায়িত্ব নাই। সে দায়িত্ব প্রিয়নাথের। লেখাপড়া সেইরূপই আছে—এ কথা যেন দেবতোষ ও তাঁহার আত্মীয়েরা স্মরণ রাখেন।

ভবতোষ একখানা পত্রে জানাইয়াছিলেন ঃ দেবতোষ ইহজগতে নাই। কিন্তু সে পত্র প্রিয়নাথ পান নাই। পত্র কলিকাতায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সেক্রেটারী ও বন্ধু রাজেন্দ্র মিত্রের সহিত ইউরোপ অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন।

বেণুর শিক্ষার ভার ভবতোষ নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবতোষ নিজে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী, বেণুর শিক্ষাও তাই হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গীন।

ভবতোষ তাহাকে বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী রক্ষার রীতি-নীতিও শিক্ষা দিতেছিলেন। বেণু হাসিয়া বলিত, উঃ, কাকার মস্ত জমিদারী! আর সেই সব ভবিষ্যতে আমাকেই দেখা শুনা ক'রতে হবে কিনা, তাই কাকামণি আমায় জমিদারীর রীতিনীতি শিখাচ্ছেন।

একটু হাসিয়া ভবতোষ বলিতেন, শিখে রাখতে দোষ নেইরে, ভবিষ্যতে কোন দিন যদি ঘাড়ে এসে পড়েই, বোঝা ব'লে যেন না ঠেকে; তাই শিখিয়ে রাখছি, মা।

দুই

বর্ম্মার কথা বেণুর প্রায় মনেই পড়ে না—পিতার কথা সম্পূর্ণ তাহার মনে জাগিয়া আছে বটে কিন্তু মায়ের কথা তাহার মোটেও মনে পড়ে না, দাদামণির কথাও নয়। শুধু আবছাভাবে মনে পড়েঃ সে কোথায় যেন ছিল, পিতা তাহাকে জাহাজে করিয়া রেঙ্গুনে আনিয়াছেন।

গৃহস্থালীর কাজে বেণুর ছিল অসাধারণ পটুতা; ঠাকুরমা বাঁচিয়া থাকিতে সে-ই ছিল সহকারিণী; তাই ঠাকুরমার পরলোকান্তে তাঁহার ত্যক্ত কাজের বোঝা সে অক্লেশে বহিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভবতোষ ছিলেন নিরামিষাশী। বিধবা মায়ের রন্ধনের মধ্যে আমিষের ফ্যাঁসাদ বাধাইতে পুত্রেরা রাজী ছিলেন না; তাই তখনকার অভ্যাস আজও রহিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, আর কাহারও হাতে খাওয়াটা তিনি পছন্দও করিতেন না। ফলে, কোনকালেই এ বাড়ীতে রাঁধুণীর প্রবেশাধিকার হয় নাই।... তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং সেজন্যই এযাবৎ বিবাহ ব্যাপারটাকে একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। কোনদিনই কেহ তাঁহাকে বিবাহের মতাবলম্বী করিতে পারে নাই।

সামান্য স্কুল মাষ্টার, বেতন মাত্র চল্লিশ টাকা—তবু ইহাতেই স্বচ্ছন্দে দুইটী লোকের ভরণ পোষণ চলে। মা এতদিন ছিলেন,

মাত্র ছয়মাস আগে তিনি মারা গিয়াছেন। বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ভবতোষ কিছুতেই বিবাহ করেন নাই।

বেণু মাঝে মাঝে আবদার করেঃ তুমি আমায় একটি কাকামা এনে দাও, একা খেটে খেটে আর পারিনে, কাকামণি, —বাড়ীতেও কথা ব'লবার দ্বিতীয় লোক নেই।

কাকামণি ব্যস্ত হইয়া বলেন, কেন, আমাদের আ-পান আছে, ওর সঙ্গে তো কথাবার্ত্তা বলা চলে—

বেণু হাসিয়া বলে, রামচন্দ্র, ও যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। কোথায় আমি চাইছি এমন একটি মেয়ে যে বাংলায় কথা ব'লবে, তা নয়,—তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ ওই বর্ম্মী ঝি আ-পানকে—

ভবতোষ অসহায়ভাবে মাথায় হাত বুলান এবং স্মিতহাস্যে বলেন, কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হওয়ার যে কোন উপায়ই দেখছিনে, মা। গোড়াতেই যে গলদ কিনা? যাক, এ জন্মে তো তোমার কোন আশাই পূর্ণ হ'ল না, আসছে জন্মে আমার মা হ'য়ে এসো, একটা কেন—দশটা বিয়ে ক'রে দশটা বউ এনে দেব।

রাগ করিয়া বেণু বলে, থাক, একটা বউই এল না, আবার দশটা! আর আসছে জন্মের কথা? ও তুমি মানো না; মেনে নিয়েছ কেবল ইহকালকেই; পরজন্ম

মানোও না, বিশ্বাসও করো না; বড়ই গরমিল হ'য়ে গেল, কাকামণি।

কাকামণি করুণ হাসি হাসেন।

বেণু এক-একদিন নিতান্ত খাপছাড়া প্রশ্ন করে: আচ্ছা, সত্যি বল তো, কাকামণি, আমি কোথায় জন্মেছি—কোথায় ছিলাম—কি ক'রেই বা এখানে এলাম। আমার যেন স্বপ্নের মত মনে হয়, বাবা আমায় জাহাজে ক'রে এখানে এনেছিলেন—না?

ভবতোষ গম্ভীরমুখে বলেন, কল্পনাপ্রবণামাশাম্।

সে প্রশ্ন মিলাইয়া যায়—

বেণু জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা কাকামণি, আমার মা কে ছিলেন, কবে মারা গেছেন—?

ভবতোষ বলেন: তিনি আমাদেরই ঘরের বউ ছিলেন, গো। তুমি ছোট থাকতেই তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন; কঠিন অসুখ হ'য়েছিল কিনা।

এবার বেণুর আর সকল প্রশ্নই এলোমেলো হইয়া যায়।

পরিষ্কার ঝরঝরে বাড়ীখানি।

চারিদিকে বাগান; সাময়িক ফুলগুলি যখন ফোটে তখন চারিদিক আলো করিয়া রাখে।

ছোটবেলা হইতে রেঙ্গুনে থাকিয়া বেণু রেঙ্গুনকে ভালবাসিয়া

ফেলিয়াছে ; এখানকার আলো, বাতাস, ফুল, ফল, লতা, পাখী, এমন কি, এখানকার মানুষও সে ভালবাসে। বাংলার গল্প সে শুধু কাকামণির কাছে শুনিয়াছে, বাংলার সহিত তাহার পরিচয় খুব বেশী নয়।

ঠাকুরমা না থাকিলে হয় তো তাহার বাংলাভাষাই শেখা হইত না। ভবতোষ তাহাকে অন্য যে কোন ভাষা শিখাইতেন। তিনি স্পষ্টই সে কথা বলেন: নেহাৎ মা'র জন্যই বাংলাটা শিখলি, বেণু, না হ'লে আমি তোকে মনে-প্রাণে মেমসাহেব ক'রে তুলতাম।

মেমসাহেব—

বেণু হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে—

কি যে বল কাকামণি, আকৃতি প্রকৃতিতে একেবারে খাঁটি মেমসাহেব, কেবল ভাষায় নয়,—কেমন ?

গম্ভীরমুখে ভবতোষ বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলেন, নিশ্চয়ই আকৃতিটাই বা মেমসাহেবদের চেয়ে কোন্ অংশে খারাপ হ'তো ?

বেণু তাহার মেঘের মত কালো চুলগুলি এলাইয়া দেয়, সেগুলি নামিয়া আসিয়া তাহার জানু স্পর্শ করে। একগুচ্ছ চুল হাতে তুলিয়া বেণু বলে, ঠিক ওদের মত চুল, আর চোখও ওদের মত কটা ? মাগো !

ভবতোষ বইখানা বন্ধ করেন, বলেন, আমি তাই ব'লছি

বুঝি ? আমি ব'লছি—তোর মত মেয়ে একটা ওরা নিজেদের মধ্যে বার করুক দেখি ?

বেণু হাসে, সকৌতুকে বলে, ও, তুমি যে সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব, কোনদিন কোন মেয়ের দিকে চাও না, নইলে আমার চেয়ে সুন্দর মেয়ে আছে কিনা দেখতে পেতে, আমি তাদের পায়েরও যুগ্যি নই। ওদের ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের দেখেছ—

বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ভবতোষ বলেন, থাম থাম, ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের আবার সৌন্দর্য্য ! যত সব রাবিশ ! যাদের নাম ক'রলে দিন ভাল যায় না, তাদের সঙ্গে করিস্ তুই তোর তুলনা ?

পরক্ষণেই কথার গতি ফিরাইয়া বলেন, আমি তোকে কি ক'রতাম জানিস ? গাউন পরিয়ে রাখতাম, শাড়ী চোখে দেখতে পেতিসনি, আর মাতৃভাষার মত অনর্গল কথা ব'লতিস ইংরাজীতে, ওই চুলগুলো কেটে বব্‌ড্‌ করে দিতাম, আর ভ্রূ চেঁচে ফেলে তুলি দিয়ে সুন্দর ক'রে—

ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া বেণু বলিয়া উঠেঃ মাগো, কি লজ্জা, কি ঘৃণা অ্যাঁ, দুষ্ট ছেলে, তোমার মা-মণিকে তুমি মুখপোড়া বাঁদর সাজাবে ঠিক ক'রেছিলে, কেবল বুড়ির জন্যে পার নি ? আচ্ছা, অমনি ক'রে মুখে গালে রং মাখিয়ে, গাউন পরিয়ে আর ইংরাজীকে মাতৃভাষা করিয়ে তুমি কি ক'রতে, কাকা ?

ভবতোষ আবার বইখানা টানিয়া নেন, আবার পাতা উল্টান, কি যে করিতেন তাহা বলিতে তাঁহার মুখে বাধিয়া যায়; অকস্মাৎ বলেন, যা, আর বিরক্ত করিস নে, এবার পড়তে দে।

বেণু কিন্তু যায় না—

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া ভবতোষের কাঁচাপাকা চুল-ভরা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে, বড্ড বেশী পড়ছ, কাকা, ছেড়ে দিয়ে চারদণ্ড গল্প করো না—।

গল্প—

ভবতোষের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সশব্দে হাসিয়া বলেন, দূর পাগলি, মিথ্যে গল্পে সময় কাটিয়ে কি হবে? হাতে তোর অন্য কাজ না থাকে তো বই নিয়ে ব'স; দেখ, কাল অনেক বই এসেছে প্যারিস থেকে, ফ্রেঞ্চ বই—।

হাই তুলিয়া বেণু বলে, খানিকটা বাগান ঘুরে আসি, কাকা, কেমন যেন ঘুম আসছে, একটু বেড়িয়ে এলে বেশ তাজা হ'য়ে উঠব।

কাকা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর কথাবার্ত্তা এইভাবেই চলে। ভবতোষ যখন স্কুলে যান, বেণু তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া নেয়, সারাদিন অখণ্ড মনোযোগের সহিত ভবতোষের লাইব্রেরী হইতে

নূতন-আনা বই পড়িয়া শেষ করে এবং যে কোন সময় বইয়ের গল্প বলিয়া ভবতোষকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

মুস্কিল বাধাইল সেদিনকার সংবাদপত্রের একটি সংবাদ—ভবতোষ অকস্মাৎ অতি গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। বেণু অসংখ্য কথা বলে, অবিশ্রান্ত গল্প করে, কিন্তু ভবতোষ অন্যমনস্ক হইয়া শুনিয়া যান মাত্র।

বেণু রাগ করিয়া বলে, যাও কাকা, তুমি দিন দিন বড় অন্যমনস্ক হ'চ্ছ। দিনরাত কি ভাব বল দেখি? এবার কি লোটা কমণ্ডলু নিয়ে বার হওয়ার মতলব ক'রছ নাকি?

লোটা কমণ্ডলু—

ভবতোষ টানিয়া টানিয়া হাসেন: সে হ'লেও যে ভাল হ'ত মা-মণি। একবার ভাবছি শেষটায় তাই করা যাবে, লোটা কমণ্ডলু নিয়ে ফিরব। নাম নেওয়া যাবে বজ্রানন্দ কি চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী—তিনি চ'লবেন হিমালয় পাহাড়ের দিকে তপস্যায় ব'সতে।

কথাটা পরিহাসের হইলেও এই মানুষটি যে সে কাজ অনায়াসে এবং নির্ভাবনায় করিতে পারে সে সম্বন্ধে বেণুর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সে তাই বিস্ফারিত চোখে বলে, আর আমি? আমি বুঝি তোমার ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চ'লব?

ভবতোষ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠেন, বালকের

মতই উচ্ছ্বসিত সে হাসি। বেণুর পিঠে হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বলেন, তা পারলে তো ভালই হ'ত মা, আমাকে আর রান্নাবান্না কি খাওয়ার হ্যাঙ্গাম পোয়াতে হ'ত না; যেখানেই হোক মা-মণি আমার ব্যবস্থাটা ঠিক ক'রে দিত।

উৎকণ্ঠিত হইয়া বেণু বলে, দিত, ক'রত, হ'ত—এসব 'তো' দিয়ে ব'লছ যে, কাকা, আমি তো তোমার কথা কিছু বুঝতে প্যারছি নে।

ভবতোষ বলেন, বোঝার দরকারও হবে না, যেহেতু সন্ন্যাসী কোনদিন হব না, লোটা কম্বল নিয়েও পথে পথে বেড়াব না কাজেই অনিশ্চিতকে নিয়ে আলোচনা করারও দরকার নেই, বেণু।

সংবাদপত্রখানা সেদিন বেণুর হাতে তুলিয়া দিয়া ভবতোষ বলিলেন, লাল দাগ দে'য়া খবরটা পড়ে' দেখ, বেণু, নতুন একটা খবর জানতে পারবে।

উৎসাহিতা বেণু তাড়াতাড়ি স্থানটা বাহির করিয়া পড়িল—

ওমা, দাদু তা'হলে অনেককাল পরে দেশে ফিরছেন। সঙ্গে ক'রে কি আনছেন একটা আন্দাজ কর তো, কাকা?

আন্দাজ—আমি আন্দাজ ক'রব?

ভবতোষ হাসিতে যান, হাসি ফোটে না।

বেণু মহোৎসাহে বলিল, আমি ব'লব কি আনছেন? আনছেন একটি মেম-বউ, যে হবে আমার দিদিমা—

বলিতে বলিতে সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

গম্ভীর হইয়া ভবতোষ বলিলেন, আমি ব'লব সঙ্গে ক'রে আনছেন তাঁর ব্যবসার জ্ঞান, মেমও নয়, কিছুই নয়। মেম আনবার বয়স তাঁর নেই—সে বয়স তাঁর এখন কেটে গেছে। আর মেম যদি আনেনও তাতে তোরই তো ভালো হবে, কথা ব'লবার মত একজন লোক পাবি।

বেণু অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, তার মানে? আমি তোমার এ কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে, কাকামণি। দাদু বিলেত থেকে বারো বছর পর ফিরছেন—তিনি জ্ঞানই আনুন আর স্ত্রী-ই আনুন, তাতে আমার কি যায় আসে?

ভবতোষ তাহার মাথায় হাতখানা রাখিয়া শুষ্কহাস্যে বলিলেন, যায় আসে বই কি, মা—যথেষ্ট যায় আসে। তবে শোন্, বেণু, তুই আমাদের মেয়ে হ'লেও তোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক তোর দাদুর—যাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী তুই।

বেণু বুঝিতে পারে না, ব্যাকুলভাবে কাকার দিকে তাকাইয়া থাকে।

ভবতোষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমার কথা তুই বুঝতে পারছিসনে, তা আমি বুঝেছি।

তুই ছোটবেলা থেকে কেবল শুনে আসছিস ঃ তোর এক দাদু আছেন ; তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী ; আর এই ব্যবসায় সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যেই তিনি দীর্ঘ বারো বৎসর ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ঘুরে' বেড়াচ্ছেন। এও তোকে ব'লেছি—তাঁর কেউ না থাকায় হয়তো তাঁর সম্পত্তি তোকেই তিনি দিয়ে যাবেন। কোনদিন তোকে আমি বা মা কোন কথা বলিনি। আজ সেই সব কথা বলার দিন এসেছে, তাই ব'লছি।

বেণু সবেগে মাথা নাড়িল, বলিল, না, থাক, আমি ওসব কথা শুনতে চাইনে, কাকামণি—

ভবতোষ শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, সে কথা ব'ললে কি চলে, মা—তোমায় যে সবই শোনা চাই ; তোমার এসব জানাবার হুকুম এসেছে যে।

বেণু আরক্ত মুখে বলিল, হুকুম এসেছে ?

ভবতোষ বলিলেন, হ্যাঁ, হুকুম,—এই পত্রখানা নাও, পড়ে' দেখ।

টেবিলের উপর হইতে একখানা পত্র লইয়া ভবতোষ বেণুর হাতে দিলেন।

তিন

বেণু যখন মুখ তুলিল তাহার মুখখানা তখন সাদা হইয়া গিয়াছে।

শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, পত্রে দাদু লিখেছেনঃ তিনি দু'চার দিনের মধ্যেই ক'লকাতায় আসছেন, এসেই লোক পাঠাবেন, আমায় সেই লোকের সঙ্গেই ক'লকাতায় যেতে হবে। এর মানে কিছু বুঝছি নে, কাকাবাবু। আমি কি তবে তোমাদের কেউ নই, আমি তা'হলে দাদুরই একার ?

তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল—

ভবতোষ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, এ বোকামি যে গোড়াতেই হ'য়ে গেছে, মা। তোমার মায়ের সঙ্গে দাদার যখন বিয়ে হয় তখনই যে পাকা বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে। তোমার 'পরে আমাদের কোন অধিকার নেই, মা—তোমায় শুধু লালনপালনই ক'রেছি, তোমার দাদুর আদেশানুসারে তোমায় শিক্ষা দিয়েছি। কথা আছে, তুমি সাবালিকা হ'লে তিনি যেখানেই থাকুন ফিরে আসবেন এবং তোমায় নিয়ে যাবেন। সেই কথানুসারেই তিনি ফিরছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তোমায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রেছেন।

বেণু চোখ মুছিল, বলিল, বাবা যখন বিয়ে ক'রেছিলেন তখন—

বাধা দিয়া ভবতোষ বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার বাবা ছিলেন ঘরজামাই এবং এ বিয়ে এমনভাবে লেখাপড়া ক'রে হ'য়েছিল —যাতে স্থির হয়—ছেলে মেয়ে কাউকেই তোমার দাদু ছাড়বেন না, তাদের উপর সম্পূর্ণ অধিকার তাঁরই থাকবে। কিন্তু এতে তো তোমার কষ্ট পাওয়ার কোনও হেতু নেই, মা। তোমার দাদু মস্ত ধনী, দেশ বিদেশে তাঁর নাম—খবরের কাগজওয়ালারা তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে পেলে ধন্য হ'য়ে যায়। তাঁরই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তুমি, এতে তোমার আনন্দিত হওয়ারই কথা।

বেণু মুখ ফিরাইয়া নীরবে গোপনে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

তাহার মাথায় হাতখানা রাখিয়া ভবতোষ স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, আমার এখানে দাদা তোমায় যখন নিয়ে আসেন তখন তুমি ছিলে এই এতটুকু, বছর পাঁচেকের হবে। তোমার মা সেই সময় মারা যান এবং তোমার বাবার সঙ্গে দাদুর কি একটা কথা নিয়ে মতান্তর সঙ্গে সঙ্গে মনান্তর হয়। এরপরই তোমার বাবা তোমায় নিয়ে এখানে চ'লে আসেন, তোমার দাদুও তার কিছুদিন পর বিদেশ যান। যাওয়ার আগে তোমার বাবাকে যে পত্র দিয়ে যান, সে পত্র আজও আমার কাছে আছে। এতকাল তাঁর পত্র আর পাইনি, এই পত্রখানা আজ এসেছে—এই দীর্ঘ বারো বছর পর।

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তুমি এখনই একখানা পত্র লিখে দাও, কাকামণি, আমি যাব না—কিছুতেই যাব না! এখানে তুমি একা থাকবে, কে তোমায় দেখবে-শুনবে তার ঠিক নেই—আমার অমনি যাওয়া ব'ললেই যাওয়া হয় কি না?

ভবতোষ হাসিয়া বলিলেন, পাগলি কোথাকার! সত্যি বল্ দেখি, এতদিন যদি তোকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হ'ত, তখন আমায় দেখত কে? এ অজুহাত চ'লবে না, মা-মণি, ও যুক্তি তোমার নিষ্ফল।

বেণু তথাপি নিজের সঙ্কল্পে অবিচল, মাথা নাড়িয়া তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তবু আমি যাব না, কাকামণি—যাদের আমি কখনো দেখিনি, যে দেশের সঙ্গে জীবনে কোন দিন আমার পরিচয় নেই, সেখানে তাদের কাছে আমি কিছুতেই যাব না।

সে উঠিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা কোন কাজে বা পড়াশুনায় মন নিবিষ্ট করিতে পারিল না, থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে হ'চ্ছিল—এখানকার সব ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

দুপুরে সে কাকামণির প্রত্যাশায় না থাকিয়া নিজেই অপরিচিত দাদুকে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিল এবং কাকা-মণির ফিরিবার আগেই সেখানা পোষ্ট করিয়া দিল; ঠিকানার গরমিল যে রহিয়া গেল তাহা খেয়ালে আসিল না।

ইহারই কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে মিঃ প্রিয়নাথ গোস্বামীর সেক্রেটারী রাজেন মিত্র রেঙ্গুণের বাড়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেণু সব কাজ ছাড়িয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

ভবতোষ সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ছি মা, তুমি এত বড় হ'য়েও যদি এরকম অবুঝের মত কর, ওরা যে আমাকেই দুষ্‌বেন, নিন্দে ক'রবেন, ব'লবেন ঃ তোমায় আমি মানুষ করার মত শিক্ষা দিই নি। আমায় অতখানি অপদস্থ ক'রো না, মা-লক্ষ্মী, ওদের কাছে একটুক্ষণের জন্যও আমায় অহঙ্কার ক'রতে দিও।

বেণু উঠিয়া বসিল; রাশিকৃত খোলাচুলগুলি দুই হাতে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, তবে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, কাকামণি—তোমায় আমি এখানে একা রেখে কিছুতেই যাব না এ কথা কিন্তু ব'লে রাখছি।

বিব্রত হইয়া ভবতোষ বলিলেন, সে কি কথা, আমি গেলে চ'লবে কি ক'রে? তোমার বাবা যদি থাকতেন, বাধ্য হয়ে তাঁকেই যেতে হ'ত, কিন্তু আমি—

বেণু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, তুমিই বা বাবার চেয়ে কিসে কম, কাকামণি—বরং আমার মনে হয়, বাবার চেয়ে তুমি অনেক বেশী ক'রেছ, বাবা থাকলেও এভাবে আমায় গড়তে পারতেন না। তোমায় যেতেই হবে, কাকামণি, নইলে আমি যাব না— স্পষ্ট ব'লে রাখছি।

ভবতোষ বলিলেন, কিন্তু আমার যে স্কুল আছে সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ বুঝি ?

বেণু অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, ছুটি নাও—

ভবতোষ বলিলেন, সামনে একজামিন আছে, এখনই ছুটি দেবে কেন ?

বেণু বলিল, তবে একেবারেই রিজাইন দাও।

অবুঝ মেয়েটিকে বুঝাইতে না পারিয়া ভবতোষ রাজেন মিত্রের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন ঃ

দেখুন তো ব্যাপারখানা, বেণু আমায় না নিয়ে কিছুতেই যাবে না, আমি এখন কি করি ?

রাজেন মিত্র বলিলেন, বেশ তো, আপনিও চলুন—

যাওয়া হ'তে পারে না, মিঃ মিত্র—অনেক কারণে আমায় এখানেই থাকতে হবে।

রাজেন মিত্র বলিলেন, শুনেছি আপনি এখানে কম বেতন পান, বাসা ভাড়া ক'রে থাকতে হয়। কাজেই এখানে না থেকে ক'লকাতায় যদি এর চেয়ে ভাল কোন কাজ পান, আপনার ভাইঝিও কাছে থাকে—আপনি তাই করুন না ?

ভবতোষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তা নয়। আমি যাব, কিন্তু কিছুদিন পরে—আপনি এই কথাটাই গোস্বামী মশাইকে বুঝিয়ে ব'লবেন।

তিনি যখন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, বেণু তখন দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

তাহার পাশে বসিয়া সান্ত্বনার সুরে ভবতোষ বলিলেন, আমি সত্রাজিতকে খবর পাঠিয়েছি, মা সে আসতে পারে। যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে তোমাদের ব্যবস্থাটা যদি তোমরাই ক'রে নিতে, আমি নিশ্চিন্ত হ'তাম। আমাকে এ নিদারুণ কর্ত্তব্য থেকে ছুটি দাও, আমি কেবল তোমাদের দু'জনের কাছে এই কথাটাই ব'লতে চেয়েছিলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোমার বাবা যে ভুল ক'রে গেছেন সে ভুলের জের টেনে চ'লতে হ'ল আমাকেই—আমার সব চেয়ে কষ্টের কথা এইটিই। ভগবান জানেন, আমি যথাসম্ভব আমার কর্ত্তব্য পালন ক'রে গেছি, তবু যদি কিছু ত্রুটি থাকে আমাকে তোমরা ক্ষমা ক'রো।

তিনি থামিয়া গেলেন।

চার

মিঃ প্রিয়নাথ গোস্বামী। বেণুর দাদামহাশয়।

অত্যন্ত রাশভারি, অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। খুব সামান্য কথা বলেন; ভিতর বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে।

বেণু এক পলকের দৃষ্টিপাতে তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। মিঃ মিত্র পরিচয় করাইয়া দিলেন: ইনিই তোমার দাদু, মিঃ প্রিয়নাথ গোস্বামী, ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ব্যবসায়ী আর—

মিঃ গোস্বামী একখানা হাত তুলিলেন, আঃ থাক রাজেন্দ্র, আমারই নাতনীর কাছে আমাকে জাহির করার কোন দরকার দেখছি নে।

সুদীর্ঘ ও সুগঠিত মূর্ত্তি; বার্দ্ধক্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। গৌর গাত্রবর্ণ বার্দ্ধক্যে আরও যেন উজ্জ্বল হইয়াছে; মাথায় সামনের দিকটায় চুল নাই, আশপাশের চুলগুলি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল শুভ্র। প্রথম দৃষ্টিতেই বেণুর মনে হইল: সে একখানা ইংরাজী বইয়ে যে শুভ্রমূর্ত্তি এঞ্জেলের গল্প পড়িয়াছে ইনি ঠিক তাঁহারই প্রতিকৃতি।

সে নত হইয়া পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছিল, প্রিয়নাথ বাধা দিলেন, বলিলেন, থাক পায়ের ধূলো নেয়াটাকে আমি

অতিরিক্ত বিনয়ের চিহ্ন ব'লে মেনে নিই নে,—প্রথাটাকে পছন্দও করি নে। হাত তুলে নমস্কার ক'রে যাও, সেটা বরং সইব।

বাধা পাইয়া বিবর্ণমুখে বেণু এক পা পিছনে সরিয়া গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে সে এই মানুষটির বাহিরটা দেখিতে পাইয়াছিল, এইবার যেন ভিতরটাও স্পষ্ট ধরা পড়িয়া গেল। ভবতোষের কাছে সে প্রিয়নাথের সামান্য মাত্র পরিচয় পাইয়াছিল; কারণ ভবতোষের সহিত প্রিয়নাথের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এইটুকু মাত্র সে শুনিয়াছিল যে, প্রিয়নাথ অত্যন্ত রাশভারি লোক, স্বীয় মতটাই তাঁহার কাছে যথেষ্ট, কাহারও পরামর্শ বা মত লইয়া চলিবার পাত্র তিনি নন।

দুই এক দিন যাইতেই বেণু প্রিয়নাথের আরও বেশী পরিচয় পাইল।

প্রকাণ্ড বাড়ী, দাসদাসী, কর্ম্মচারীতে ভর্তি। ভিতর বাড়ীতে বেণু একা—আত্মীয় হিসাবে কেহই নাই।

হয়তো বেণুর একাকীত্বের কষ্টটা প্রিয়নাথ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এ বাড়ীতে কাহাকে আনিয়া রাখা যায় সেই চিন্তা অশেষ কাজের মধ্যেও তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল। সেক্রেটারী রাজেন মিত্রকে এ কথাটা বলিতে তিনি কেবল মাথা চুলকাইলেন: তাই তো, এতদিন আত্মীয়-স্বজনরূপ কোন বালাই ছিল না, এখন খুঁজিয়া কাহাকে আনা যায়?

অভিন্ন হৃদয় দুইটি বন্ধু—

বাল্য হইতে একই গ্রামের বিদ্যালয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে দেখা হইল কোর্টে। হাজার তিনেক টাকা দেনার জন্য যখন রাজেন মিত্রকে জেলে যাইবার জন্য পা বাড়াইতে হইয়াছিল, সেই টাকাটা দিয়া প্রিয়নাথ রাজেন মিত্রকে মুক্ত করিয়া নিজের কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজেন মিত্রের একটি মাত্র পুত্র—সে সস্ত্রীক পাটনায় থাকে, পিতার সহিত তাহার কোন সংস্রবই ছিল না। তিনি স্বয়ং মৃতদার—সুতরাং সংসারের বালাই তাঁহার ছিল না। এদিক দিয়া প্রিয়নাথের সহিত তাঁহার সাংসারিক জীবন কতকটা মিল হইয়াছিল—

কিন্তু একদিক দিয়া মিলিলেও অন্যদিক দিয়া মিল হয় নাই। প্রিয়নাথ সাংসারিক জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, সে জীবনের সহিত রাজেন মিত্রের মিল ছিল না।

একটি মাত্র কন্যা এবং সংসার উপলক্ষ করিয়াই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর হয় এবং প্রিয়নাথের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। অবশ্য সাধারণে সে ব্যাপারটাকে রোগজনিত আকস্মিক মৃত্যু বলিয়া জানিলেও রাজেন মিত্র সবই জানিতেন। এই কন্যাকে প্রিয়নাথ যে-শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সে-শিক্ষাও রাজেন মিত্র অনুমোদন করিতে পারেন নাই। যদিও তিনি

জানিতেন খামখেয়ালী প্রিয়নাথ কাহারও কোন কথা কানে লইবেন না, তথাপি দু'একবার মাথা চুলকাইয়া ভবিষ্যতের কথাটা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়াছিলেন। প্রিয়নাথ বলিয়াছিলেন, তুমি জান রাজেন আমি অতীত বা ভবিষ্যত মানলেও তার কথা ভাবিনে—কোনদিন ভাববও না। আমার কাজ বর্ত্তমান নিয়ে, বর্ত্তমানরূপেই যা কিছু আসবে আমি গ্রহণ ক'রব। কোনদিন ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি, মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা ভাবব না।

ফলে তাঁহার কন্যাও এমন অদ্ভুতভাবে গড়িয়া উঠিল যে, আস্থাহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার মূল প্রকৃতিরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল।

সুতরাং এই স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেবতোষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন।

স্ত্রী গেলেও কন্যার শিক্ষা লইয়া শ্বশুরের সহিত মনান্তর হইল। প্রিয়নাথ দৌহিত্রীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দেবতোষ স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন: তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ তিনি গড়িবেন, কন্যার জীবনের পথ তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

প্রিয়নাথ জামাতার মুখে এই প্রথম স্পষ্ট কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন; তাহার পর কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন; বেশ, আঠারো বৎসর বয়সে তাঁহার উত্তরাধিকারিণীরূপে

দৌহিত্রীকে তাঁহার চাই, ঠিক সেই ভাবেই যেন তাহার ভবিষ্যৎ গঠন করা হয়।

আজ সেই বেণুকে দেখিয়া রাজেন মিত্র খুসি হইলেও প্রিয়নাথ খুসি হইতে পারিলেন না—

প্রথম দৃষ্টিতে তিনি দৌহিত্রীকে দেখিয়া লইলেন ঃ মনে হইল, তাহার আদর্শ হইতে সে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এ যেন একটি গতানুগতিক বাংলার মেয়ে—তেমনই নম্র জড়সড় ভাব, মুখের উপর তাঁহার কন্যার মত উগ্র দীপ্তি নাই, আছে নিতান্ত শান্ত কমনীয়তা।

হতাশভাবে তিনি চোখ ফিরাইলেন।

একান্তে রাজেন মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ কি রকম হ'ল? আমি তো শান্তশিষ্ট এ মেয়েকে চাইনি—একে দিয়ে কাজ চালাব কি ক'রে?

রাজেন মিত্র উত্তর দিলেন না, সিগারেটটা বাঁ হাতে ধরিয়া অপর হাতের আঙ্গুলযোগে টোকা মারিয়া ছাই ঝাড়িতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথ দুইহাতে কপালটাকে টিপিয়া ধরিলেন, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, কাজ বেশ চালানো যাবে, কারণ আমি ওর কাকার কাছে জান্‌তে পেলাম, বে নাকি বেশ লেখাপড়া শিখেছে। কাজেই মনে হয়—

প্রিয়নাথ ধমক দিলেন, তোমার মনে হওয়া ব্যাপারটা

শিকেয় তুলে রাখ, রাজেন, অনেক কিছুই তুমি মনে ক'রে থাক। কাজের বেলায় সেগুলো কোন কিছুতেই লাগে না। লেখাপড়া শিখলেই যদি সব কাজ চ'লত তা'হলে কোন কাজই হ'ত না।

বেণু বেশ বুঝিতেছিল, তাহাকে লইয়া প্রিয়নাথ বেশ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—

এই বৃদ্ধের এ ভাব দেখিয়া তাহার হাসি পায়। তাহাকে সামনে দেখিলেই তিনি যেন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বেশ দেখা যায়, তিনি কদাচিৎ যখন বাড়ী আসেন তখন তাঁহার অফিসরুমে চেয়ারটায় বসিয়া পা দুখানা টেবিলে তুলিয়া দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে কি ভাবেন, অদূরে জানালার ফাঁকে হঠাৎ বেণুকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, সিগারেট ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাতাপত্র টানিয়া লইয়া হিসাবপত্র করিতে বসেন।

বেণু ফিরিয়া যায়। যাহা বলিতে আসে তাহা বলা হয় না।

পাঁচ

সেদিন নিতান্ত অসময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বাড়ীর ভিতরে কোন একটা ঘরে অতি মিষ্ট অতি ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বেণুর স্তোত্র শুনা যায়—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরি-নিভং চারু চন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং—

প্রিয়নাথের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে—।

ক্ষণকাল তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার আরদালি প্রভুর আগমনে ছুটিয়া আসিল। প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজা করে কে?

রহমত উত্তর দিল, মিসি বাবা—

মিসি বাবা?

প্রিয়নাথ অধর দংশন করিলেন।

এই অধঃপতনের পথ হইতে দৌহিত্রীকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁহার হইবে কি? তাঁহার বেবি—সে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে পারে নাই সে কেবল তাঁহারই শিক্ষায়! তিনি দৌহিত্রীকে সমাজে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার ও পরলোকগতা কন্যার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে

নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভি-মানী প্রিয়নাথ গোস্বামীকে নূতন পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেণু তাঁহার সে খ্যাতি কি তবে—

আস্তে আস্তে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ভিতর বাড়ীর সঙ্গে যাঁহার কোন সম্পর্কই নাই, আজ তাঁহাকে সেই ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেবল রহমত নয়, দাসদাসী সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

একপাশে যে ছোট ঘরটি দীর্ঘকাল অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল—যে ঘরে কতকগুলি অব্যবহার্য্য লোহা ও কাঠের জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই ঘরটা বেণু পরিষ্কার করাইয়া লইয়াছে। এই ঘরেই তাহার ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ইহার জন্য বেণুকে বড় কম বেগ পাইতে হয় নাই।

পুরোহিত খুঁজিয়া বাহির করাও হইয়াছিল কষ্টসাধ্য। বাড়ীতে আরদালি, বাবুর্চ্চি—বেশীর ভাগই মুসলমান, তাহাদের কিছুতেই বোঝানো যায় না। বহুকষ্টে রহমত বুঝিয়া লইয়া পুরোহিত আনিতে যায়; কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। অবশেষে বেণু নিজেই চেষ্টা করিয়া পাড়ার রামহরি ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়াছিল।

রামহরি ভট্টাচার্য্যের বয়স প্রায় ষাট বাষট্টি হইবে। ইঁহার

দুইটি পুত্রকে প্রিয়নাথ নিজের ব্যবসায়েই চাকরী দিয়াছেন; সে জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পরিবারের নিকট কৃতজ্ঞ। সুতরাং বেণুর আহ্বান শুনিয়া তিনি অবিলম্বেই আসিয়া পৌঁছাইলেন।

বেণু জানাইল: তাঁহাকে এই ঘরে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, সে হয় না, দিদিমণি—

হয় না মানে?

বেণু আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পানে তাকাইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্লান হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা ক'রলেই তো সব হ'ল না, তার জের যে আমাকেই পোহাতে হবে, লক্ষ্মী। তার চেয়ে আমি বরং অন্য পুরুত দিচ্ছি, তাকে দিয়ে তুমি প্রতিষ্ঠা করিয়ে নাও।

বেণু ছাড়িল না, বলিল, আমি আপনাকে দিয়েই করাতে চাই, অন্য কোনও লোক দিলে হবে না। আর ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করার জের আপনাকে পোহাতে হবে ব'লছেন—তার মানে তো আমি বুঝতে পারলাম না, ভশ্চায মশাই—আমায় সব কথা খুলে বলুন তো।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেণুর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, কিন্তু সে কথা ব'লতে গেলে তোমার দাদুকেই যে নিন্দে করা হয়, দিদিমণি। তিনি আমাদের অন্নদাতা, তাঁর নিন্দে

করা মানে কেবল পরলোকের পথই বন্ধ নয়, ইহলোকে এই শেষ বয়সে যা একমুঠো খেতে পাচ্ছি, তার পথও বন্ধ হ'য়ে যাবে।

বেণু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, আমি যাঁর নাতনী, তাঁর ভাল মন্দ নিন্দা প্রশংসা আমারই লাগবে সব চেয়ে বেশী, ভশ্চায মশাই, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আমার জেনে রাখা ভাল। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—ইহকালের একমুঠো দানা যাতে আপনার না যায় তার জন্য দায়ী থাকব আমি, তবে পরলোকের জন্য দায়ী যে হ'তে পারব না সে কথাও ব'লে রাখছি—

বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও হাসিলেন, বলিলেন, না দিদিমণি, সে ব্যবস্থাও আমাদের শাস্ত্রে আছে—সত্যকথা ব'লতে কোন পাপ নেই; বরং সত্যকথা গোপন রাখলেই নরকে যেতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যে প্রতিষ্ঠা ক'রবে সে কথা যদি তোমার দাদু জানতে পারেন—সহজে ছাড়বেন না, এ কথাটা আগেই ব'লে রাখছি। তোমার দিদিমাকে এ জন্য বড় কম সইতে হয় নি, শেষকালে এই ঘরের ঠাকুর যখন তোমার দাদু পদাঘাতে ফেলে দেন—

পদাঘাতে—মানে লাথি মেরে?

বেণু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, লাথি মেরে। পল্লীর

মেয়ে পল্লীর বধূ অনেক দিন অনেক নির্য্যাতনই সয়েছিলেন। তাঁর মেয়েকে বুক থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার দাদু যে নিজের ধারায় গড়ে' তুলতে লাগলেন তাও তোমার দিদি সহ্য ক'রেছিলেন—সইতে পারেন নি তাঁর দেবতার এই অপমান। এ লাঞ্ছনা কেবল তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাটির দেবতার নয়, এ লাঞ্ছনা তাঁর নারীত্বের, তাই আর সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

বেণু আত্মকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আত্মহত্যা ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গামছা দিয়া মুখখানা মুছিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, ঠিক তাই। সমস্ত দিন তিনি জলস্পর্শ করেন নি। আমি সন্ধ্যায় যখন অন্যদিনের মত ঠাকুরের আরতি দিতে এলাম, শূন্য ঘর দেখে শিউরে উঠলাম। মা লক্ষ্মীর খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি সারাদিন অনাহারে দরজা বন্ধ ক'রে একটা ঘরে পড়ে' আছেন। ফিরে বাড়ী গেলাম। পরদিন সকালে সকল লোকের সঙ্গে আমিও শুনলাম, মিসেস গোস্বামী হার্ট ফেল ক'রে মারা গেছেন।

মুহূর্ত্ত নিরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমি জানি—বাইরের লোক আর কেউ জানে না—হার্ট ফেল ক'রে তিনি মরেন নি, গলায় কাপড়ে ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মহত্যা ক'রেছিলেন। তিনি উপযুক্ত কাজই ক'রেছেন—এ কথা আজও আমি ব'লব দিদিমণি। বেঁচে থেকে স্বামীর তো বটেই, মেয়ের ভ্রষ্টাচার

তিনি দেখতে পারতেন না। তখনই যে তিনি মরেছেন—যে তবু অনেক ভাল—অনেক সান্ত্বনা।

বেণু নিষ্পলক নেত্রে একদিকে তাকাইয়া রহিল—

অনেকক্ষণ পর চোখ ফিরাইয়া সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেয়ের ভ্রষ্টাচারের কথাটা কি ব'ললেন ভশ্চায মশাই—?

বিব্রত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বুড়োকে আর কেন বিব্রত কর, মা—থাক না ওসব কথা। এরপর সবই তো শুনতে পাবে—জানতেও পারবে। এবার আমায় ছুটি দাও।

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনাকে ছুটি দেওয়া চ'লবে না, ভশ্চায মশাই, আমি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রবই; আর সে কাজ আপনাকেই ক'রতে হবে, আমি আপনাকে ছাড়ব না। আপনি ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক করুন, আমি আয়োজন করি।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল, দিদিমণির ঠাকুর দাদুর লাথি খেলেও আমার ঠাকুর যে খাবেন না—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বরং দেখে নেবেন, ভশ্চায মশাই, এই ঠাকুরের কাছে দাদুর ওই মাথা আমি নোয়াব। যদি তা পারি, জানব, আমার শিক্ষা সার্থক। আমায় আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন দিদিমণির প্রতি অবিচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারি, নারীর সম্মান আদায় করতে পারি।

সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় রাখিল।

সাশ্রুনয়নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন, সেই আশীর্ব্বাদই ক'রছি, মা, নারীর প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ যেন নিতে পার, অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিহত ক'রতে পার, তাকে যেন জয় ক'রতে পার।

ভিতরে যে এত কাণ্ড ঘটিতেছে বেচারা প্রিয়নাথ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই সময়ই তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে লাহোরে যাইতে হইল।

আট দশ দিন পর কলিকাতায় ফিরিয়াও তিনি জানিতে পারিলেন না—তিনি চিরদিন যে পূজা-পার্ব্বণ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন সেই তাঁহারই অন্তঃপুরের একটি নির্জ্জন কক্ষে বহুকাল পর আবার ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁহার একেবারেই কম। এই বৃদ্ধ বয়সেও কর্ম্মপটুতার সীমা নাই এবং সেই জন্যই কখনও কখনও কলিকাতায় থাকিয়াও দু'একদিনের জন্য তাঁহার বাড়ী আসার সময় হয় না, অফিসেই আহার ও শয়নের কাজ চলে।

এবারেও তিনদিন পর তিনি ফিরিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর আজ তিনি ভিতর বাড়ীতে এই ঘরটির সামনেই দাঁড়াইলেন। পাছে শব্দ হয়, এই জন্য তিনি অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া আসিয়াছিলেন, সেই জন্যই ধ্যানমগ্না বেণু তাঁহার আগমন জানিতেও পারিল না।

অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—

কুঞ্চিত কালো চুলগুলি তাহার পিঠ বাহিয়া কতকটা মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চোখ দুইটি নিমীলিত, হাত দুইখানা বুকের উপর ন্যস্ত।

সামান্য একখানা লালপাড় গরদের শাড়িতে মেয়েদের যে এমন সুন্দর দেখাইতে পারে তাহা প্রিয়নাথ কোনদিনই ধারণা করিতে পারেন নাই। এই মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া বহুকাল-পূর্ব্বে গত আর একজনের কথাটা দপ করিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

মাথাটাকে চাপিয়া ধরিয়া প্রিয়নাথ ফিরিলেন। সেখানে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার আর ছিল না।

জুতার শব্দ পাইয়া বেণু যখন চোখ মেলিল, তখন সেখানে কেহই ছিল না না।

ছয়

মিঃ স্যানিয়েল আসিয়া সংবাদ লইলেন, প্রিয়নাথ নিজের কামরায় আছেন।

একত্রে উভয়ের ডায়মণ্ডহারবারের কারখানায় যাওয়ার কথা। কথা ছিল ঃ প্রিয়নাথ মিঃ স্যানিয়েলকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি না যাওয়ায় বাধ্য হইয়া মিঃ স্যাঁনিয়েলকেই আসিতে হইল।

কামরায় প্রবেশ করিতে করিতে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো? বেলাও তো বড় কম হ'ল না, সাড়ে দশটার সময় আপনার আমার ওখানে যাবয়ার কথা ছিল যে?

প্রিয়নাথ গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসিয়া একটা সিগার টানিতে-ছিলেন। মিঃ স্যানিয়েল প্রবেশ করিতে সেটা ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন, তোমায় ফোন ক'রেছিলাম। কাউকেই পাই নি, বাধ্য হ'য়ে ফোন ছেড়ে দিতে হ'ল। আজ আমার জমিদারি সংক্রান্ত কতগুলো কাজ আছে। ম্যানেজার রমণী দত্ত এসেছে, তাকে আবার এই দুপুরের ট্রেনেই ফিরতে হবে। সেই জন্য আজ আর ওদিকে যাওয়া হ'ল না। তুমি আর দেরী ক'রো না, অমর, আমার গাড়ীখানা নিয়ে বরং তুমি চলে' যাও।

মিঃ স্যানিয়েল ফিরিতে গিয়া বলিলেন, কিন্তু নূতন মেসিনটার কাজ—

বাধা দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, কাজ তুমিই আরম্ভ ক'রে দাও গিয়ে। আমি যদি পারি, ম্যানেজারকে বিদায় ক'রে দিয়ে বেলা চারটে নাগাৎ যাব একবার, তুমি খানিক অপেক্ষা ক'রো।

মিঃ স্যানিয়েল বাহির হইয়া গেলেন।

রমণী দত্ত এ বাড়ীতে আহারাদি করেন না। যখনই কলিকাতায় আসেন, তিনি কালীঘাটে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া এখানে ফিরেন। প্রিয়নাথ তাহা বুঝেন এবং সেই

জন্যই তিনি রমণী দত্তকে কোনদিন এ বাড়ীতে আহার্য্য গ্রহণের অনুরোধও করেন নাই।

রাজেন মিত্রের এসব বালাই নাই; আহার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার; সেজন্য বাবুর্চ্চি রহমনও তাঁহার তারিফ করে।

এবারেও রমণী দত্ত কালীঘাটে স্নানান্তে পূজা দিয়া আহার্য্যের ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন, বেণু সে ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, বেণুর পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত খুসিমনে রমণী দত্ত এখানে আহার্য্য গ্রহণের মত দিয়াছেন।

সকালবেলায় কালীঘাটে গিয়া স্নানান্তে পূজা দিয়া এই একটু আগে তিনি ফিরিয়া বেণুর নিকট আশ্রয় লইয়াছেন, আহারাদি শেষ হইলে বাহিরে আসিবেন।

প্রিয়নাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলেন।

তাঁহার নিকট বেণুর সব আচার ব্যবহারই অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতেছিল। অদ্ভুত মেয়ে—দিনের পর দিন যায়, সে তফাতেই রহিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে লোকজন কেহ নাই, তবুও সে বাহিরে আসিতে নারাজ।

সেদিনকার পূজারত মুর্ত্তিটাই চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

আস্তে আস্তে মনে ভাসিয়া উঠে বহুকাল পূর্ব্বের বিস্মৃত-প্রায় ছবিগুলি—

ঠিক ওই ঘরটিতেই পত্নী পূজায় বসিয়াছিলেন, অমনই ধ্যানরতা ছিলেন তিনি। অমনই লালপাড় একখানা গরদের শাড়ি ছিল পরণে, ভিজা চুলগুলি পিছনে লুটাইতেছিল। সামনে সিংহাসনে বিগ্রহ মূর্ত্তি, পূজার উচ্চারণ—

ক্রোধ সামলাইতে না পারিয়া দুর্দ্দান্ত স্বামী পদাঘাতে সিংহাসন শুদ্ধ বিগ্রহকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—

পত্নীর ধ্যান ভাঙিয়া গেল। পূজার আসন হইতে তিনি উঠিলেন না। নিস্তব্ধনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন একটি শব্দও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না, চোখের পলকও পড়িল না।

ঘরে সব জিনিস ভাঙিয়া চূরিয়া, উল্টাইয়া, গুঁড়া করিয়া দুর্দ্দান্ত স্বামী যেমন আসিয়াছিলেন তেমনই বাহির হইয়া গেলেন। আর একবারও স্ত্রীর পানে চাহেন নাই; একটি কথাও বলেন নাই।

সমস্ত দিন এবং রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত বাহিরে কাটাইয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। স্ত্রীর সন্ধান লইলেন না, কাহাকেও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিলেন না—

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিল সকলে চীৎকারে—

সেই চীৎকার তাঁহাকে লইয়া গেল ভিতর বাড়ীতে—যেখানকার একটি ঘরের উদ্বন্ধনে মৃতা স্ত্রীর দেহখানা ঝুলিতেছিল।

সেই বিশ্রী বীভৎস চেহারাখানার কথা মনে হয়।

প্রিয়নাথ সশব্দে সরিয়া যান—

হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাই বটে! বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া তিনি দেখিলেন—সামনে রহিয়াছে টেবিল, তাহার উপর রহিয়াছে তাঁহারই পুস্তকাদি; বিভীষিকা মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে!

কলিংবেল বাজাইতেই আরদালি সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

প্রিয়নাথ আদেশ দিলেন, মিত্তির সাহেবকে বোলাও—

আরদালি অন্তর্হিত হইল।

খানিক পরেই কাষ্ঠ পাদুকার খটাখট শব্দ তুলিয়া রাজেন মিত্র দরজার পরদা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া ভুড়ির উপরে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটা উদ্গার তুলিয়া বলিলেন, হঠাৎ ডাকতে পাঠানোর মানেটা কি হে? ছুটে এসে কূল পাই নে।

প্রিয়নাথ বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, তোমায় না-হোক হাজারবার ব'লছি—ওই খড়ম জোড়াটা বাদ দাও, একটু ভদ্র হ'তে শেখো;—কি যে তোমার স্বভাব, কিছুতেই যদি কথা নাও। চিরটাকাল এমনি একগুঁয়েমি ক'রেই কাটালে হে, কিছুতেই কারও কথা কোনদিন কানে তুললে না।

রাজেন মিত্র হাসিলেন, আরে বাপু, চটো কেন—সব সময় সাহেবিয়ানা কি ভাল লাগে? সময় সময় তাই খাঁটি বাঙ্গালী-

ভাবটাকে বজায় রাখি খড়ম পায়ে দিয়ে—হুঁকোয় খানিকটা তামাক খেয়ে। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা সুট পরেই থাক—সিগার টান, চেহারাখানাও সাহেবী ক'রে তুলেছ, খাওয়াও খাঁটি বাবুর্চ্চির হাতের কাজেই—

বলিতে বলিতে আবার উদ্গার তুলিলেন, উঃ, কিন্তু কি খাওয়াই যে খেয়েছি আজ, মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত এমন খাওয়া কপালে জোটে নি। আজ দিদিমণির হাতের রান্না আমার মায়ের রান্নার কথাটাই মনে করিয়ে দিলে।

দিদিমণির রান্না—মানে ?

প্রিয়নাথ আশ্চর্য্য হইয়া রাজেন মিত্রের পানে তাকাইলেন।

রাজেন মিত্র মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বোঝ ব্যাপারখানা—এমন লোক তুমি, কেউ তোমায় ঠাঁই দিলে না। আজ তোমার ম্যানেজারকে দিদিমণি খাওয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে এই পেটুক বুড়োরও হ'ল নেমন্তন্ন। তুমি রইলে বাদ, কারণ তোমার আবার বাবুর্চ্চির হাতের রান্না ছাড়া চলে না কিনা—

তাহার পরই আঙুলে হিসাব করিতে বসিলেন—এই হ'ল গিয়ে—সুক্তো, ডাল, ঝালের ঝোল, পাঁচ-সাত রকমের ভাজা, ডালনা—আর—আর—

প্রিয়নাথ হুঙ্কার ছাড়িলেন, বাজে ব'কো না রাজেন, ছেলে-মানুষের মত আঙুল ধরে হিসাব ক'রতে ব'সেছো কি

দিয়ে খেয়েছ। ওসব উপাদান বাজার থেকে কে এনে জোটালে, শুনি—আমার খানসামা বাবুর্চ্চিদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ নয়?

পরম নিশ্চিন্তভাবে একটা হাই তুলিয়া আড়া মোড়া ছাড়িয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, রাম কহো, তোমার খানসামা বাবুর্চ্চিরা মাংস আর আলু পটল ছাড়া তরকারী চেনে? একটা সুক্তোতে কত রকম তরকারী লাগে তা জানে?

প্রিয়নাথ বাধা দিলেন—থাক থাক অত হিসেব নিয়ে আমার কোন লাভ নেই। আমি কখনও ওসব খেতে পারিনে, খাবও না। আমি যা খাই তাই আমার ভাল।

রাজেন মিত্র হাসিয়া বলিলেন, অগত্যা—'আঙুর ফল টক' এ কথা না-বলা ছাড়া তো উপায় নেই। যাক, বল দেখি, আমার দরকারটা পড়ল কিসের? দুপুরবেলা পেট ভরে' খেয়ে আমাদের বিশ্রাম নেওয়া অভ্যাস কিনা, তোমাদের মত তো সাহেব মানুষ নই যে সারাদুপুর ওই সুট পরে' গলদঘর্ম্ম হ'লেও—

প্রিয়নাথ বলিলেন, ওই ক'রেই তো অধঃপাতে গেলে, কোনদিনই উন্নতি ক'রতে পারলে না।

রাজেন মিত্র বলিলেন, তার দরকারও নেই। একটা পেট তো, তুমি যতক্ষণ আছ, দিব্যি চ'লে যাবে—কুছ পরোয়া নেই। তুমি গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব, কাজেই তারপরের ভবিষ্যৎ

আমায় আর ভাবতে হবে না। যাক—বল বাপু, তোমার কি দরকার—বেজায় ঘুম আসছে।

প্রিয়নাথ মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি বেণুর কথাই ব'লছি।

উৎসাহিত কণ্ঠে রাজেন মিত্র বলিলেন, হ্যাঁ, তা তুমি ব'লতে পার—বল, আমার ঘুম ছেড়ে যাচ্ছে। মেয়েটি, যেমন জ্ঞান; তেমনি বুদ্ধি, তেমনি রান্না-বান্না কাজকর্ম্মে—

বাধা দিয়া রুক্ষকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, আবার?

রাজিন মিত্র চুপ করিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, ওকে নিয়ে আমি সত্যই ভাবনায় পড়েছি রাজেন। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ওর সবই আছে বুঝি, কিন্তু সবই যে গোল বাধিয়ে তুলেছে। তুমি সে খবর রাখো—সে পূজো করে—রীতিমত শিব পূজো—

রাজেন মিত্র চক্ষু মুদিত করিলেন, বলিলেন, এদেশের অনেক কুমারীই শিবপূজা ক'রে থাকে—

উত্তেজিত হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, এদেশের অনেক কুমারী মেয়ের সঙ্গে বেণুর অনেক পার্থক্য আছে তা জান তো? বেণুকে আমি সাধারণভাবে গড়তে চাই নে, দেখতেও চাই নে, ওকে চাই আমি অসাধারণভাবে দেখতে—গড়তে। সে আমার বিষয়, ফ্যাক্টরী, মান-প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারিণী। তা ছাড়া আমার ইচ্ছা স্যানিয়েলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

রাজেন মিত্র চোখ মেলিলেন, বলিলেন, কিন্তু সংস্কার একবার মজ্জাগত হ'য়ে গেলে তা দূর করা কঠিন, সেটা তোমারও কাছে অজ্ঞাত নয়, প্রিয়নাথ।

তাঁহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া ভাবিতেছিলেন।

রাজেন মিত্র বলিলেন, একবার ঠকেছো, আশা করি তাতে তোমার জ্ঞান হ'য়েছে। তখন ছিল তোমার যৌবন—রক্ত ছিল চঞ্চল, মনের প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি তখন তোমার ছিল না। কিন্তু যৌবনের সে প্রবৃত্তি এখন নেই। আজ সাবধান।

প্রিয়নাথ একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, কিন্তু কি উপায় করা যাবে সেটা ঠিক কর।

রাজেন মিত্র বলিলেন, উপায়—স্রোত বইতে দে'য়া, ওপরে যিনি আছেন তিনি যা হয় ক'রবেন।

ভগবানে চির-অবিশ্বাসী প্রিয়নাথ কেবল মুখ বিকৃত করিলেন।

সাত

দূরে দূরে থাকা আর পোষায় না।

তিনমাস বেণু আসিয়াছে, দাদুর সহিত আজও তাহার মেলামেশা করার সুযোগ হয় নাই।

প্রিয়নাথ রাজেন মিত্রকে ডাকিয়া ধমকাইলেন, আজকাল তুমি ভারী অমনোযোগী হ'চ্ছ, রাজেন, এরকম ক'রে কাজ ক'রলে চ'লবে কি ক'রে বল তো?

রাজন মিত্র হঠাৎ থতমত খাইয়া গেলেন। পরে বলিলেন, কি অমনোযোগীতার চিহ্ন তুমি দেখতে পেলে বলতো? আমার মনে হয় এ পর্য্যন্ত আমি তোমার কাজে এতটুকু অবহেলা করিনি, বরং প্রাণপণে যাতে তোমার উন্নতি হয় সে জন্য চেষ্টা ক'রেছি।

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরাইলেন, ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, আসল কথাটা হ'চ্ছে কি জান, আমি আর বোঝা টেনে বেড়াতে পারছি নে, দিনকতকের জন্য ছুটি পেতে চাই, একটু বিশ্রাম চাই। আমি মনে ক'রছি—

শঙ্কিত হইয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, তুমি যা মনে ক'রেছ তা আমি কিছুটা বুঝেছি মনে হ'চ্ছে।

মুখের সিগারেট নামাইয়া রাগ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি সব বুঝেছ বই কি। কি ব'লতে চাচ্ছি বল।

রাজেন মিত্র বলিলেন, তুমি বিশ্রাম নিতে চাও—

প্রিয়নাথ ত্যক্ত সিগারেটটা আবার তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, তোমায় তাই ব'লছি, তোমার 'পরে কিছু দিনের মত এ দায়িত্ব চাপিয়ে আমি মাস দুই-একের জন্য গ্রামে আমার জমিদারীতে যেতে চাইছি বেণুকে নিয়ে। তাকেও সব দিকটা দেখান আর বুঝিয়ে দেওয়া চাই তো? নইলে আমার অবর্ত্তমানে সে কিছুই রাখতে পারবে না। আর পলাশপুর থেকে ম্যানেজার বার বার পত্র লিখছে একবার যাওয়ার জন্য— এবার একবার যাওয়া চাই বুঝলে?

রাজেন মিত্র নীরবে মাথা কাত করিলেন।

সেদিন হঠাৎ বাহির হইতে বেণুর ডাক আসিল। বেণুকে প্রিয়নাথ ডাকিতেছেন। বেণু আশ্চর্য্য হইল বড় কম নয়!

রাজেন্দ্রনাথ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতদিনে তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় জমাবার প্রবৃত্তি জেগেছে, দিদি। হঠাৎ একেবারে সব ছেড়ে দিয়ে তোমায় নিয়ে বিবাগী হ'য়ে যাওয়ার মতলব কর্ত্তার মাথায় চেপেছে।

বেণু হাসে, বিবাগী হ'য়ে? তার মানে দাদু নেবেন তানপুরা আর আমি নেব খঞ্জনী, আর পথে পথে ঘুরতে হবে ওঁর সঙ্গে?

রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন, কতকটা তাই—অর্থাৎ তোমায় নিয়ে উনি এবার গ্রামে যাবেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন, গ্রামে যাওয়ার নামে বেণু অসম্মতি জানাইবে, তাহার মুখ শুকাইয়া যাইবে ;—কিন্তু এ প্রস্তাবে বেণু অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিল, তাহার চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

সত্যি ছোটদাদু ? দাদু আমাকে গ্রামে নিয়ে যাবেন ? আমি বইয়ে গ্রামের কথা ঢের পড়েছি কিন্তু চোখে কখনও দেখি নি। রেঙ্গুনে থাকতে আমার বড় ইচ্ছে হ'ত বাংলায় এসে গ্রাম দেখব, মেয়েদের সঙ্গে মিশব—কথা ব'লব। কিন্তু এই যে তিনমাস ক'লকাতায় এসেছি, দু' একদিন বেড়াতেও বার হ'য়েছি—এ আমার মোটেই ভাল লাগে না। বাপ্ রে, এত বাড়ী, এত রাস্তা, এত গলি, আমি ভাবি—এখানে মানুষ কেন থাকে ?

রাজেন্দ্রনাথ উত্তর দিলে, থাকে কাজের জন্য—বাংলার হৃৎপিণ্ড ক'লকাতা, এখানে না থাকলে কোন কাজই চলে না। ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, চাকরীস্থল বল, এমন কি পড়াশুনা, আদালত, হাসপাতাল যা কিছু সব কিছুর জন্য লোককে নির্ভর ক'রতে হয় ক'লকাতার 'পরে। কাজেই এখানে তৈরী হ'য়েছে গায়ে-গায়ে বাড়ী, বড় বড় রাস্তা, সরু সরু গলি। যাক, তুমি এস তোমার দাদুর কাছে, তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আজ বাড়ীতেই আছেন।

এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। তিনমাস এ বাড়ীতে আসিয়া বেণু জানিয়াছে, ওই মানুষটির নাগাল পাওয়া অতি শক্ত, দেখা

পাওয়াই মুস্কিল। সেই মানুষ আজ বাড়ী আছেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন—এটা নিতান্তই বিস্ময়ের ব্যাপার।

সে বলিল, আমি এখনই আসছি, ছোটদাদু—তাঁকে বলুন আমি দেরী ক'রব না।

পূজা সমাপ্তে সে কেবলমাত্র রন্ধনের যোগাড় করিতে যাইতেছিল।

এ বাড়ীতে বরাবর বাবুর্চ্চির রান্না। এখানে আসিয়া বেণুর দুইদিন খাওয়া হয় নাই। বাবুর্চ্চি প্রথমদিন যথারীতি খাওয়ার টেবিলে আহার্য্য দিয়াছিল, বেণু সেদিকে যায় নাই। নিজের ঘরের বারান্দায় সে একটা ষ্টোভ ও কুকার রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার আহার্য্য প্রস্তুত হয়।

জ্বলন্ত ষ্টোভটাকে নিভাইয়া দিয়া বেণু দাদুর সহিত দেখা করিতে গেল।

আফিস-বাড়ী আজ বন্ধ। প্রিয়নাথ বৈঠকখানায় একা বসিয়া সেদিনকার সংবাদপত্রখানা উল্টাইতেছিলেন; রাজেন্দ্রনাথ সেখানে ছিলেন না।

দরজায় ঘন নীল রংয়ের ভেলভেট পর্দ্দা সরাইয়া বেণু উঁকি দিল, তাহার পর আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল।

হাতের কাগজখানা নামাইয়া প্রিয়নাথ তাহার উদ্দেশে বলিলেন, ব'স—

টেবিলের পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বেণু বসিল।

মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টিপাতে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া প্রিয়নাথ মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন, তোমার যা-কিছু দরকার সে-সবই রাজেনকে দিয়ে আনিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যাণ্ডেল সে এনে দেয় নি ?

বেণু হাসি চাপিয়া বলিল, দু' জোড়া শ্যাণ্ডেল এনেছেন, দু'টোই ভেলভেটের ; একটা সবুজ আর একটা লাল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, দু' জোড়া শ্যাণ্ডেল সর্ব্বদা বাড়াতে প'রবার জন্য দেওয়া হ'য়েছে। খালি পায়ে হাঁটা ভারি খারাপ যে কোন রোগের জার্‌ম ওই খালি পা দিয়ে ঢুকতে পারে—অসুখ হ'তে পারে। এই ধর যেমন পক্স, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া—

বেণু এবার হাসিয়া ফেলিল। বেচারা দাদু চিরকাল ব্যবসা লইয়াই দিন কাটাইতেছেন, কোন রোগ যে কি ভাবে সংক্রামিত হয় তাহা জানেন না।

তখনই যে হাসি সামলাইয়া লইল, বিনীতকণ্ঠে বলিল, ওসব রোগ পায়ের তলায় জার্‌ম লেগে হয় না, সে আমি জানি —তাই পরি নি !

প্রিয়নাথের কথার উপর কথা! দেবতোষেরই মেয়ে হুঁ, দেবতোষের কাছে মানুষ, তারই শিক্ষা।

প্রিয়নাথ একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন, না, পায়ের তলায় জার্‌ম লেগে হয় না—তুমি সবই জান, আমাদের ডাক্তারেরা

যা বলেন, সে-সবই তা হ'লে মিথ্যে? আসুন, আজ আমার ফ্যামিলি ডাক্তার মাধব সেন, তাঁর কাছে শুনো, পায়ের তলা দিয়ে কত রোগের জার্ম দেহে ঢোকে।

বেণু আর সে কথার উপর কথা বলিল না, আস্তে আস্তে সংবাদপত্রখানা টানিয়া লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আজকের দিনটা আমার ছুটি আছে! যে তিন মাস তুমি এসেছো এই তিন মাসের মধ্যে একটাদিন আমি ছুটি পাইনি যে তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলি; সেজন্য রাজেনকে বলে রেখেছি, তোমার যা অভাব-অভিযোগ তাকে জানালেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধান হবে। হ্যাঁ, এর মধ্যে বোধ হয় ক'লকাতা সহরটা দেখা হ'য়েছে? তোমাদের রেঙ্গুন আর ক'লকাতায় আকাশ পাতাল তফাৎ সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ? শুনলাম ওখান থেকে আসার সময় তুমি নাকি ভারী মনোকষ্ট পেয়েছ? আজ সত্যি করে বল দেখি, তোমার রেঙ্গুনের চেয়ে ক'লকাতা হাজারগুণে ভাল কি না?

জিজ্ঞাসু নেত্রে তিনি দৌহিত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

বেণু মাথা নাড়িল, বলিল, মোটেই না, বরং এ দেশকে হাজার গুণে নিকৃষ্ট ব'লব। বাপরে, এই ক'লকাতার মত জায়গায় আবার মানুষ বাস করে? এই বাড়ীর পর বাড়ী, ঘরের পর ঘর, এই ধোঁয়াময় আকাশ, অসহ্য গরম—

ব্যস্ত হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, ধোঁয়াময় আকাশ আর অসহ্য গরম—এ কিন্তু ঠিক ব'ললে না—বালিগঞ্জ অঞ্চল বেশ ফাঁকা আর ঠাণ্ডা !

বেণু শুষ্ককণ্ঠে বলিল, তবু আমার ভাল লাগে না—এর চেয়ে ফাঁকা রেঙ্গুন আমার খুব ভাল লাগে।

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

হাতের সিগারেটটা নিঃশেষ করিয়া প্রিয়নাথ মুখ তুলিলেন। সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, পাড়াগাঁয়ে যাবে বেণু ? চমৎকার পাড়াগাঁ—সবুজ গাছে-লতাপাতায় ঘেরা, চমৎকার চাষার কুঁড়ে-ঘর, ছোট একটি নদী—

চোখ মুদিয়া তিনি মনশ্চক্ষে একবার দেখিয়া লইলেন বহু-দিন-পূর্ব্বে-দেখা গ্রামখানির দৃশ্য—সেই মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল—নিজের বাল্যজীবনের কথা।

অখ্যাত অবজ্ঞাত একটি পল্লীগ্রামের অতি সাধারণ একটি ছেলে—বিধবা মায়ের সন্তান। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অবজ্ঞা সেই এতটুকু বয়স হইতে তাঁহার মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল এবং তখন হইতেই তাঁহার একাগ্র সাধনা হইয়াছিল কি করিলে তিনি ধনী হইবেন—জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন।

কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া তিনি উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন—সে কথা আজ থাক—আজ শুধু মনে

জাগিয়া থাক, সেই পল্লীগ্রাম, ছায়ায় ঘেরা শান্ত পথ, কালো জল-ভরা পুষ্করিণী, ফসল-ভরা মাঠ, গৃহস্থের গৃহে গৃহে আনন্দ-পূর্ণ সরল উজ্জ্বল হাসি।

মাত্র পনেরো বৎসরের ছেলে—মাকে হারাইয়া কোন রকমে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। জীবনে বেশী লেখাপড়া করার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার আসে নাই—তা না আসুক, দেবী সরস্বতী তাঁহাকে কৃপা না করুন, লক্ষ্মীদেবীর আশীর্ব্বাদ তিনি প্রচুর লাভ করিয়াছিলেন। সোজা কথায় বলিতে হয়—ছাই মুঠা সোনা মুঠা হইয়াছে; যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই স্বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আজ কুড়ি বৎসর আগে তিনি পলাশপুরসহ বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন—কিন্তু এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তিনি সেখানে যান নাই। তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ রাজেন মিত্র জমিদারি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

জীবনে এই প্রথম তাঁহার ক্লান্তি আসিয়াছে। মনে হইতেছে দু'দিন গ্রামে গিয়া শান্তভাবে কাটাইয়া দিয়া আসিতে পারিলে তিনি বাঁচিয়া যান। আজই যেন প্রথম তাঁহার মনে হইতেছে—কাজ একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, নিজের পায়ে ভর দিতে গিয়া পা যেন টলিয়া যাইতেছে, কাহারও উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলে যেন ভাল হইত, একটু বিশ্রাম করিলে ঠিক হইত।

হঠাৎ একসময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে—

তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিয়া সামনের দিকে তাকাইয়া দেখেন ; বেণু কখন চলিয়া গিয়াছে। তিনি যখন চোখ বুজিয়া ছিলেন, সে বোধ হয় তাঁহাকে নিদ্রিত ভাবিয়াছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাকে ডাকিয়া বিরক্ত করে নাই।

আট

ভবতোষের পত্র আসিয়াছে।

বেণু সাগ্রহে উহা হাতে লইল—কভার ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। কাকামণির পত্র আজ প্রায় পনেরো কুড়ি দিন সে পায় নাই।

ভবতোষ মোটামুটি নিজের খবর জানাইয়াছেন। আগের দুইবারে যে দুইখানি পত্র তিনি দিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানান নাই। বেণু প্রতি পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চাওয়ায় তিনি এবার পত্রে সমস্তই জানাইয়াছেন।

> …কি খাই এবং কেমন ক'রে খাই শুন্‌বে। কুকার আছে ; তাতে ভাত ডাল বেশ হ'য়ে যায় ; প্রচুর ঘি দুধ খাই। ভাব্‌ছ কেন ? জান, শিগ্‌গির কল্‌কাতায় যাব মাসখানেকের ছুটি নিয়ে। হ্যা, সত্যি। ভাল কথা, কাশ্মীর থেকে সত্রাজিত এসেছে ; সেও তো কল্‌কাতা যাবে ব'লে শুন্‌ছি।……

বেণুর মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—

সত্রাজিতের কথা কাকামণি পত্রে লিখিয়া দাদুকে জানাইলেই ভাল হয়। দাদু যে রকম রুক্ষ প্রকৃতির লোক তাহাতে সামনাসামনি কাকামণিকে নিদারুণ অপমান যে করিয়া বসিবেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর সত্রাজিত—

বেণু চমকাইয়া উঠে—

না, সত্রাজিতের আসার দরকার নাই। আগে কাকামণির সহিত কথাবার্ত্তা হইয়া যাক, তাহার পর যেন সে আসে।

তখনই সে কাকামণিকে পত্র লিখিয়া দিল। তাহাতে জানাইল —কাকামণি বা সত্রাজিতের এখন আসিবার দরকার নাই, কাকামণি বরং একখানা পত্রে দাদুকে আগে জানান ; তাহার পর আসুন—

এই পত্রে সে আরও জানাইয়া দিল যে, পলাশপুরে দাদুর জমিদারী দেখিতে সে তাহার সহিত যাইতেছে, কবে ফিরিবে তাহার ঠিক নাই। কাকামণি যেন সেখানে পত্র দেন।

পত্র পোষ্ট করিয়া সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইল।

তিনি আসিলে তাঁহাকে জানাইয়া বলিল, আপনি শুনেছেন ভশ্চায মশাই, আমি দাদুর সঙ্গে গ্রামে চ'লে যাচ্ছি। বেশী দিন থাকব না। কাজের মানুষ দাদু, খুব বেশী দিন তাঁর সেখানে থাকা

হবে না—কাজেই দু'চার দিন পরেই চ'লে আসব। যে কয়দিন আমি এখানে না থাকব, আপনাকে আমার সব কাজগুলো—মানে, এই ঠাকুর পূজোটা ক'রতে হবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু হাসিলেন, বলিলেন, আবার ফ্যাসাদে ফেলছ, দিদি? একে তো জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হ'ল—নেহাৎ তোমার মুখ চেয়েই বোধ হয় ছেলে দু'টোর কাজ চট ক'রে যায় নি—তবু—দু'চার মাস পরই যে কোন একটা ত্রুটি ধরে' বরখাস্ত ক'রবেন তা তিনি জানিয়ে রেখেছেন।

বেণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল—আপনাকে জবাবদিহি ক'রতে হ'চ্ছে দাদুর কাছে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, তাঁর মত লোকের বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা, এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, দিদিমণি। তবু বুঝে তুমি নাকি একটা কোণের ঘর বেছে নিয়েছ, তাই কেউ জানতে পারে নি; নচেৎ তাঁকে নাকি কারও কাছে মুখ দেখাতে হ'ত না। বিশেষ তোমার বিয়ের যখন ঠিক হ'চ্ছে—

আমার বিয়ে—

বেণু একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিলেন, বলিলেন, আমাদের প্রকাশ সান্ন্যালের ছেলে—অমর সান্ন্যালের সঙ্গে নাকি তোমার বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে আছে বহুকাল থেকেই; সে ছেলেটি

প্রায়ই তোমাদের বাড়াতে আসে দেখতে পাই—সে তোমার দাদুর কারখানায় কাজ করে।

অমর স্যানিয়েল—

এই অতি-আধুনিক প্রকৃতির লোকটিকে বেণু মোটেই পছন্দ করিতে পারে নাই। অতি-কায়দাদুরস্ত চালচলন কথাবার্ত্তা এবং বেণুর প্রতি তাহার আনুরক্তিও বেণুর নিকটে অজ্ঞাত নাই। বেণু এই লোকটিকে এড়াইয়া চলে।

প্রথম দিন দাদুই তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন—

এই অমরনাথ স্যানিয়েল ইঞ্জিনীয়ার—আমার এক বন্ধু-পুত্র। আজ বৎসর চার পাঁচ হইল ভারতে ফিরিয়া গভর্ণমেণ্টের কাজ লইয়াছিল, এতদিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া সম্প্রতি তাঁহার নিকটে কাজে লাগিয়াছে ইত্যাদি।

ইহার সঙ্গে তিনি আরও যোগ দিয়াছিলেন: অতি ভাল ছেলে; যেমন শিক্ষা, তেমনই সংযত ও সভ্যতাপূর্ণ আচরণ। এখনও অবিবাহিত—পাত্রী যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে বিবাহ করে নাই, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বাংলায় নবগতা বেণু—বাংলার পরিচয়, বাঙালীর পরিচয় সে পায় নাই, কথাবার্ত্তাও সে ঠিক বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন সে আন্তরিকতার সহিতই অমর স্যানিয়েলকে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া সে স্যানিয়েলকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

সেই স্যানিয়েলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব—

বেণুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়।

সে তবু নিজেকে সামলাইয়া লইল, বলিল, দাদু হয়তো বিয়ের কথা ভেবেছেন, কিন্তু সেজন্য আমার ঠাকুর পূজো হবে না, তা তো হয় না, ভশ্চায মশাই। আপনার ওসব কথা ভাববার বা ওসব দেখবার কোন দরকার নেই। আপনাকে আমি যা কাজ দিয়ে যাচ্ছি, আপনি দু'চার দিনের জন্য তাই করুন। জবাবদিহি দাদুর কাছে যদি ক'রতে হয় আমি ক'রব—আপনাকে ক'রতে হবে না।

সে ঘরে চলিয়া গেল।

আশ্চর্য্য মানুষ এই দাদু, তাহার সহিত কোন কথা বলেন না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, কোন কাজের কৈফিয়ৎ তাহার কাছে চান না। হয় তো এইখানেই তাঁহার দুর্ব্বলতা আছে। স্ত্রীর সহিত বাধ্যতামূলক ব্যবহার করিলেও দৌহিত্রীর কাছে তিনি পরাজয় মানিয়াছেন।

কিন্তু বিবাহ—

দাদু কিছু জানেন না—কাকামণির পত্রে যখন সব কথা জানিতে পারিবেন তখন নিশ্চয়ই এ রকম অসঙ্গত প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

সেদিন প্রিয়নাথ বাড়ী ফিরিতে বেণু গিয়া দাঁড়াইল।

প্রিয়নাথ ভারি ব্যস্ত, আগামীকাল পলাশপুর যাইতে হইবে, আজই এদিককার সব ব্যবস্থা ঠিক করা চাই।

বেণু গিয়া দাঁড়াইলেও প্রিয়নাথ তাহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেণু আস্তে আস্তে ফিরিতেছিল, প্রিয়নাথের চোখ সেই সময় তাহার উপর পড়িল।

কোন দরকার আছে বেণু?

প্রিয়নাথ হাতের কলম নামাইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

বেণু আবার ফিরিল, প্রিয়নাথের সামনে টেবিলের উপর দুই হাত ভর দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, হ্যাঁ, একটা কথা ছিল।

প্রিয়নাথ কেবলমাত্র বলিলেন, আমি যদিও বড় ব্যস্ত তবু পাঁচ মিনিট ঘড়ি ধ'রে সময় দিতে পারি। বল কি ব'লতে চাও—

বেণু বলিল, শুনলাম, ভশ্চায মশাই আমার ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন ব'লে আপনি তাঁকে ক্ষমা ক'রতে পারছেন না। তাঁর দু'টি ছেলে আপনার অফিসে কাজ করে। এই ব্যাপার নিয়ে সেই দু'টি ছেলেকে নাকি আপনি জবাব দেবেন ব'লেছেন?

প্রিয়নাথ হাত তুলিলেন, তাঁহার ললাটের রেখাগুলি

জাগিয়া উঠিয়াছিল; বলিলেন এসব কথা থাক, অফিসের সম্বন্ধে তোমার কোন কথা না বলাই ভাল। অফিস আর বাড়ী যে আলাদা, সে-কথা তোমায় বুঝিয়ে ব'লতে হবে না নিশ্চয়ই।

বেণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, অফিসের কথা যেমন বাড়ীতে পারিবারিক ভাবে চ'লতে পারে না, দাদু, বাড়ীতে সামান্য ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে গরীব ভশ্চায মশায়ের দু'টি ছেলের চাকরী যে যেতে পারে না— এ কথাটাও আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হ'বে না নিশ্চয়ই।

প্রিয়নাথ কলমটা তুলিয়া কেবলমাত্র লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন; কলমটা হাত হইতে খসিয়া পড়িল; তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ময়ে দৌহিত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

দৃপ্ত সে মুখ—

হ্যাঁ, বাঘের শিশুও বাঘ, বংশের তেজ দর্প তাহাতে বর্ত্তমান থাকে, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। বেণু তাহার দৌহিত্রী, তাঁহার তেজ দর্প তাহাতে বর্ত্তমান, অন্যায় সে সহিবে না, সহিতে পারিবে না।

তিনি আস্তে আস্তে আবার কলমটা তুলিয়া লইলেন, সামনের খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, এখন যাও, কাজের সময় ওসব অকাজের কথা চ'লতে পারে না। পরে ওসব আলোচনা ক'রব—যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে গ্রামে ব'সব;

বেণু দ্বিরুক্তি করিল না, বাহির হইয়া গেল।

হাতের কলমটার গোড়াটা মুখে দিয়া আস্তে আস্তে কামড়াইতে কামড়াইতে প্রিয়নাথ বেণুর কথাই ভাবিতেছিলেন।

না, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। মেয়েটির তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি আছে, লেখাপড়াও সে বেশ জানে। এ সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা না হইলেও ভাবভঙ্গিতে বেশ বুঝা যায় যে, সে প্রচুর লেখাপড়া জানে—কেবল জানা নয়, জ্ঞানও সে প্রচুর লাভ করিয়াছে। হ্যাঁ, তাঁহার অবর্ত্তমানে সে সব কাজ চালাইতে পারিবে।

প্রিয়নাথের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নয়

যে গ্রামে প্রিয়নাথ একদিন সামান্য একটি মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে জমিদার হিসাবে প্রচুর জাঁকজমকের সহিত তিনি পদার্পণ করিলেন।

ম্যানেজার রমণী দত্ত জমিদার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিণীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। স্টেশনে এ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের প্রজামণ্ডলী তাহাদের জমিদারকে সম্মান দেখাইবার জন্য প্রাতঃকাল হইতেই জমায়েৎ হইয়াছিল। প্রিয়নাথের একখানা মোটর আগেই আনান

হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যে সেইখানিকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

প্রজাগণের জয়ধ্বনির মধ্যে সহাস্যমুখে তাহাদের অভিবাদন জানাইয়া প্রিয়নাথ গাড়ীতে উঠিলেন। বেণু আগেই উঠিয়াছিল।

রমণী দত্ত সোফারের পাশে বসিলেন। জনতার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে গাড়ী চলিল।

রমণী দত্তের দিকে তাকাইয়া প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা সবাই কি আমার প্রজা?

সসম্ভ্রমে রমণী দত্ত উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, এরা সবাই আপনার প্রজা; কুড়ি বছর ধ'রে এরা আপনার নাম শুনে আসছে, আপনাকে খাজনা দিয়ে আসছে। কেউ আপনাকে এ পর্য্যন্ত চোখে দেখেনি, আজ আপনাকে দেখে তাই ওদের ভারী আনন্দ হ'য়েছে।

একদিন যেখানে প্রিয়নাথের জন্ম-ভিটায় একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহারই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে প্রকাণ্ড ইমারত—চারিধারে বাগান, প্রকাণ্ড গেট। সামনের দিকে ফুলের বাগান—পিছনে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—বাঁধানো ঘাট।

বেণু গাড়ী হইতে নামিয়াই বাড়ীটার চারিদিক দেখিয়া লইল। এখানে আসিয়া সত্যই সে যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া

গেল। চারিদিকে গাছ লতাপাতার মধ্যে সে যেন তাহার হারানো জীবনীশক্তি ফিরিয়া পাইল।

দলে দলে লোক আসে-যায়; জমিদারের কাছে কত লোক তাহাদের আবেদন নিবেদন জানাইতে থাকে। প্রিয়নাথ বেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, এসব তোমাকেই বুঝে নিতে হবে, দিদি—এদের যা-কিছু অভাব-অভিযোগ ভবিষ্যতে তোমাকেই পূর্ণ ক'রতে হবে। সেই জন্যই আমার মনে হয় যে দু' পাঁচদিন এখানে থাকো, এদের কাজ তুমিই কর—আমায় রেহাই দাও!

প্রিয়নাথ ও বেণু এখানে আসার দুই দিন পরই যখন মিঃ স্যানিয়েল আসিয়া পৌঁছাইলেন, তখন সত্যই বেণু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

মিঃ স্যানিয়েল সহাস্যমুখে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, আপনার বাড়ীতে আজ আমি গেষ্টস্বরূপ এসেছি, মিস লাহিড়ী। আশা করি, অতিথি সৎকার ক'রতে কার্পণ্য ক'রবেন না।

শুষ্ক হাসির রেখা বেণুর ওষ্ঠে জাগিয়া উঠিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, অতিথি সৎকার ভারতীয়দের ধর্ম্ম, মিঃ স্যানিয়েল। আমাদের বাড়ী ব'লে নয়, আপনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যান, সেখানেও তারা নাহোক একটু গুড় আর ডাবের জল দিয়েও আতিথিয়তা ক'রবে।

মিঃ স্থানিয়েল দিব্য জাঁকাইয়া বসিলেন—

বারো দিনের ছুটি লইয়া তিনি পল্লীভ্রমণে আসিয়াছেন। প্রথম দর্শনেই তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বাংলার গ্রামগুলি বড় নোংরা,. পল্লীবাসীরা বড় অপরিচ্ছন্ন ; ইহারা স্বাস্থ্য-পালনের নিয়ম জানে না ; শিক্ষা-সভ্যতার বালাই ইহাদের নাই ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

পথে গ্রামের কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা। তাহারা প্রিয়নাথকে ধরিয়া বসিল—তাহাদের একটা পঞ্চায়েতির ব্যাপার চলিতেছে ; বিষয়টা তাঁহাকেই বিচার করিতে হইবে এবং নিষ্পত্তিও করিতে হইবে।

বেণুও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। প্রিয়নাথ বাধা দিলেন, বলিলেন, তুমি অমরের সঙ্গে যাও, বেণু, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমাদের সঙ্গে গিয়ে মিলছি।

বেণু মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিবার পথে পা বাড়াইল, বলিল, আসুন, মিঃ স্থানিয়েল, বাড়ী ফেরা যাক।

মিঃ স্থানিয়েল বলিলেন, আপনার দাদু না থাকলে বেড়ান চ'লবে না কি, মিস লাহিড়ী ? আমার শক্তি ও সাহসের 'পরে আপনি অনায়াসে নির্ভর ক'রতে পারেন। তা ছাড়া এই গ্রামের অসভ্য বর্ব্বর লোকেরা তো ? আপনার এতটুকু অসম্মান ক'রবার সাহস ওদের নেই, এ আপনি ভাল ক'রেই জানেন।

তবু যদি আপনার সে আশঙ্কা থেকেই যায়, তবে সে জন্য আমিই যথেষ্ট—

বেণুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অবশ্য আমি সে জন্য বলি নি, মিঃ স্যানিয়েল ; এ কয়দিন এদের আমি আপনার চেয়েও বেশী চিনেছি। আচ্ছা, আপনি আসুন—

সে অগ্রসর হইল—

হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মিঃ স্যানিয়েল তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

গ্রামের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল ঃ

আমি বেশ জানি, গ্রামে আপনাদের থাকা পোষাবে না, মিস লাহিড়ী, বড় জোর এমনি দু'একদিন এসে দেখে যাওয়াটাই চ'লবে। এই তো গ্রাম—একটা লোক নেই যার সঙ্গে দু'টো কথা বলা যায়—বিশেষ আপনার পক্ষে—

বাধা দিয়া বেণু বলিল, ভুল ক'রেছেন, আমার সঙ্গে এখানকার অনেক মেয়ের বেশ আলাপ হ'য়ে গেছে। আমি কাল সামনের ওই বাড়ীগুলি বেড়িয়ে গেছি ; ওঁরাও আমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ক'রছেন।

মিঃ স্যানিয়েল যেন সাতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, সর্ব্বনাশ, এই নোংরা বাড়ীগুলিতে আপনি বেড়াতে এসেছিলেন ? অমন কাজ আর ক'রবেন না, মিস লাহিড়ী, এখানে পথে ঘাটে কত যে

রোগের জারম্ কতকাল ধরে' জমা করা আছে তার ঠিক নেই। শুধু রোগের বীজই-বা বলি কেন—কত যুগ-যুগান্তরের এমন কুসংস্কার আছে যার প্রভাব মানুষের মনে স্বতঃই ছড়িয়ে পড়ে—

বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন—

একটি মেয়ে বেণুকে দেখিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—মাথার কাপড়খানা নাসাগ্র পর্য্যন্ত নামাইয়া সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বেণু মিঃ স্যানিয়েলকে অগ্রসর হইতে বলিয়া মেয়েটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল—

হাসিমুখে বলিল, কাছেই যাচ্ছিলে বুঝি, উমা, হঠাৎ পথেই দেখা হ'য়ে গেল—কেমন ?

মেয়েটি অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিয়া বলিল, ভাই দিদি, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। আমার একটা ব্রত ছিল কিনা, তার উদ্‌যাপন হ'য়েছে কাল; আজ সবাইকে সিঁদূর দিতে হয়। আমার শাশুড়ী আগে আপনার কাছে যাওয়ার কথা ব'লেছেন, তাই যাচ্ছিলাম।

ও—বলিয়া বেণু মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর বলিল, কিন্তু আমায় সিঁদূর দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই, উমা ; তুমি বরং আমার কপালে একটা সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে দিতে পার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন শিগগিরই সেদিন আসে যেদিন আমি সকলের সামনে অসঙ্কোচে সিঁথিতে সিঁদূর দিয়ে বেড়াতে পারব।

সে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

নচেৎ ছোট বউটি তাহার নাগাল পায় না।

উজ্জ্বল ললাটে উজ্জ্বল সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া উমা বলিল, ভগবানের কাছে সে-প্রার্থনা ক'রছি, দিদি, সেদিন যেন শিগগিরই আসে, তোমার সিঁথিতে সিঁদূর পরিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য যেন আমাদের হয়।

পথের মাঝখানেই সে নিচু হইয়া বেণুর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

দশ

মিঃ স্যানিয়লে চশমার মধ্যে যুগল চক্ষু কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, এই সিঁদূর পরা বা পরিয়ে দেওয়া জিনিসটা যে কি আর এতে কিই-বা সার্থকতা হয়, তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না, মিঃ লাহিড়ী।

বেণু ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, বলিল, বুঝবার ক্ষমতা আপনার হবে না, মিঃ স্যানিয়েল। এ প্রথাটাকে গ্রাম্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, সহরে অনেক আপ-টু-ডেট্ পরিবারে আজও সিঁদূর পরার প্রথা চলিত আছে, দেখেছেন নিশ্চয় ?

মুখখানা বিকৃত করিয়া মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, ক্যাড, এটা অধীনতার চিহ্ন তা মানেন তো ?

এখানেও অনেক কথা বলা চলে কিন্তু বেণু বলিল না, সে মুখ বন্ধ করিয়া চলিল।

গ্রামের প্রান্তে সাবিত্রী-দেবী-মন্দির, আজ সাবিত্রী-ব্রতের জন্য সেখানে গ্রামের মেয়েদের ভীড় পড়িয়াছে। বেণু ও মিঃ স্যানিয়েলকে দেখিয়া মেয়েরা সরিয়া গেল—মন্দিরের মধ্যে সাবিত্রী-দেবীর মূর্ত্তি পথ হইতে দেখা গেল।

বেণু প্রণাম করিল—

মিঃ স্যানিয়েল সে সময়টা কোন কথা না বলিলেও এই প্রণাম ব্যাপারটা যে অনুমোদন করেন নাই তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা গেল।

খানিক দূর গিয়া গ্রাম্য নদীর ধারে গিয়া বেণু দাঁড়াইল—বলিল, মিঃ স্যানিয়েল, আর এগিয়ে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়েই নদীটা দেখে ফেরা যাক—কি বলেন— ?

বলিতে বলিতে মনে পড়িয়া গেল—এতখানি পথ মিঃ স্যানিয়েল নিঃশব্দেই আসিয়াছেন। অথচ ইহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

মিঃ স্যানিয়েল দাঁড়াইলেন। বেণু তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল, তাহার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

আচ্ছা, মিস লাহিড়ী, আপনি এ মানেন—

মিঃ স্যানিয়েলের প্রশ্ন শুনিয়া বেণু চোখ নামাইল, জিজ্ঞাসা করিল, কি সব মানি, বলুন তো ?

মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, এই ঠাকুর-পূজা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য—

বেণু বুঝিল আঘাত বাজিয়াছে—

সে মাথা কাত করিয়া বলিল, মানি বই কি।

মিঃ স্যানিয়েলের মুখখানা বিমর্ষ হইয়া উঠিল, বলিলেন, জেনে-শুনে কুসংস্কারকে আত্মসাৎ ক'রতে চান ?

বেণু বলিল, আমার মন যেটাকে সু বলে, আপনি সেটাকে কু বলেন, আবার, আমি যেটাকে কু বলি, সেটাকে আপনি ব'লবেন সু। আবার তৃতীয় একজন লোক আমাদের মতে যা ভাল তাকেই ব'লবে মন্দ বা কু—কাজেই সু বা কু মানুষের মনে।

মিঃ স্যানিয়েল উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আপনি কপালে খানিকটা সিঁদূর মাখালেন, মাটির পুতুলের কাছে মাথা নোয়ালেন —এগুলোকেও সু ব'লতে চান ? কাল হয় তো আপনাকে দেখব গলায় বৈরাগীদের মত মালা দিয়ে—

দুঃখে বেদনায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বেণু অতি কষ্টে হাসি সামলাইয়া লইল।

গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, আপনি কি মনে করেন, ততখানি এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমার হবে ? দাদুকে চেনেন তো, বাপ্‌স, যেন হিরণ্যকশিপু—কাকামণি যে গল্প শুনিয়েছিলেন ঠিক সেই

রকম। আচ্ছা, আপনি আমাদের ভারতীয় পুরাণের গল্প জানেন, মিঃ স্যানিয়েল—প্রহ্লাদের গল্প, সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প, নলদময়ন্তী—

রুদ্ধরোষে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, আমার দুর্ভাগ্য আপনার কাকামণির মত কোন কাকামণি আমার কোনদিন ছিলেন না।

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, কিন্তু একটা কথা আমি ভাবি, মিস লাহিড়ী, আপনার দাদুকেও দেখেছি, আপনার মাকেও দেখেছি; বিশেষ পরিচয়ও তাঁদের জানি, আপনি কেমন ক'রে তাঁদের এড়িয়ে ভিন্ন ধারায় চ'লে গেলেন?

বেণু উত্তর দিল, কেবল মাতৃবংশের প্রভাব নয়, মিঃ স্যানিয়েল, পিতৃবংশের প্রভাবও একটা আছে। তারপর আছে শিক্ষা বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। সেটাকে অস্বীকার ক'রবেন না, বরং আগে সেইটাকেই স্বীকার ক'রে নিন। আমি মায়ের কাছে মানুষ হইনি, তাঁর শিক্ষা-সভ্যতায় আমি অনুপ্রাণিত হইনি, আমার শিক্ষা আমার ঠাকুরমা আর কাকামণির কাছে।

মিঃ স্যানিয়েল নিস্তব্ধ হইয়া জলের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

আকাশের একটা কোণ বাহিয়া কালো একখানা মেঘ আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছিল, সে দিকে তাকাইয়া বেণু বলিল, চলুন ফিরি। দাদু বোধ হয় আসতে পারলেন না, তাঁর জন্য আর অপেক্ষা ক'রতে গেলে ঝড় বৃষ্টি এসে পড়বে।

উভয়ে ফিরিল।

চলিতে চলিতে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, আমি আপনাকে একটা কথা ব'লব ব'লেই গ্রামে এসেছি, মিস লাহিড়ী। আপনার দাদুর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হ'য়ে গেছে ; এখন কেবল আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লেই হয়।

তিনি যে এইরূপই একটা কথা যে-কোনদিন বলিতে অনুমতি চাহিবেন বেণু তাহা জানিত এবং সেই কথা এড়াইবার জন্যই সে মিঃ স্যানিয়েলকে এড়াইয়া চলিত।

তবু তাহাকে বলিতে হইল, বলুন।

মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, আপনি হয়তো জানেন না, আমার বাবা ছিলেন আপনার দাদুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তাঁরই প্রাণপাত চেষ্টায় আপনার দাদুর এই কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় শুধু প্রতিষ্ঠিত ব'ললেই শেষ হয় না—কারবার এত বড় হ'য়ে ওঠে। আপনি যখন ভূমিষ্ঠ হন আমার তখন সাত বছর বয়স। সেই সময়—

বাধা দিয়া বেণু বলিল, সেই সময় আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়—এই তো? কথাটা সংক্ষেপ করুন, মিঃ স্যানিয়েল।

মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, সংক্ষেপেই ব'লছি, মিস লাহিড়ী। এই খানিক আগে আপনি পুরাণের গল্প শুনতে চাইছিলেন, তাতেও তো আপনার খানিকটা সময় নষ্ট হ'ত ; এ গল্প শুনতেও না হয় ততটুকু সময় নষ্ট হবে।

বেণু হতাশভাবে বলিল, বলুন—

মিঃ স্যানিয়েল বলিয়া চলিলেন, ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনার দাদু আমার শিক্ষার ভার নেন। আমায় বিলেতে পাঠান। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে এসে আজ আমি আপনার দাদুর কাছেই কাজ ক'রছি। আপনাকেও তিনি শিক্ষা দেওয়ার কথা আপনার অভিভাবকে জানান এবং সেই কথানুসারেই আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অধৈর্য্য হইয়া বেণু বলিল, এ সব অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা বলুন—

মিঃ স্যানিয়েল থমকাইয়া দাঁড়াইলেন; যুগল চেখের দৃষ্টি বেণুর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান যে কি তা কি তুমি বুঝতে পারছ না, বেণু? আমি চাই তোমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ ক'রতে, তোমাকে আমার জীবন সহচারিণী ক'রতে, আমার—

বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ বেণুর হাতখানা তুলিয়া নিজের ওষ্ঠে ধরিলেন—

এক মুহূর্ত্তের জন্য—

বেণু সচকিত হইয়া হাতখানি টানিয়া লইল; দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, মিঃ স্যানিয়েল—

মিঃ স্যানিয়েল শান্তভাবে বলিলেন, তুমি একটিবার বল, বেণু, তোমার আপত্তি নেই; আমি তোমার দাদুকে কথাটা জানাই; তিনি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছেন।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বেণু বলিল, আপনি ভুল ক'রছেন, মিঃ স্যানিয়েল—আমায় আপনি কুমারী ভাবছেন। আমি কুমারী নই, আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী বর্ত্তমান—

মিঃ স্যানিয়েল মুহূর্ত্তমাত্র বিস্ফারিত চোখে বেণুর পানে তাকাইলেন ; তাহার পরই দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণু বলিতেছিল :

—ছয় বছর বয়সে সত্রাজিতের সঙ্গে আমার বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, এ সংবাদ আমার দাদুর কাছে আজও অজ্ঞাত আছে। দাদু আমার বিয়ের জন্য চেস্টা ক'রছেন জেনে কাকামণি আমার স্বামীকে নিয়ে কলকাতায় আসবেন জানিয়েছেন। আমি নিজে তাঁকে কিছু ব'লতে পারিনি—কাকামণি পরে সব জানাবেন কথা আছে। আপনি আমায় মিস লাহিড়ী ব'লে ডাকবেন না।

মিঃ স্যানিয়েল মুখ তুলিলেন—

বেণু দুই হাত যোড় করিয়া বলিল, আমায় মাপ করুন, মিঃ স্যানিয়েল—

মিঃ স্যানিয়েল একটা নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র। এতটুকু একটু হাসির রেখা তাঁহার মুখে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, আপনি যদিও অপরাধ করেছেন—আগে জানাননি আপনি বিবাহিতা—তবু আপনার সে অপরাধ

আমি ক্ষমা ক'রলাম। কারণ, এ গোপনতা ছাড়া আপনার উপায় নেই। আমি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা ক'রছি, আপনি সুখী হন, আপনার দাদু যেন এ অপরাধ ক্ষমা ক'রতে পারেন।

এগার

সেদিন আহার্য্যের একটু বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

গ্রামের দু'চার জন লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গ্রামে থাকিতে গেলে গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার—এ ধারণাটা হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে জাগিয়াছে।

তাহা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও ছিল : বেণুকে সকলের সামনে পরিচিত করা। কলিকাতায় যে তিনমাস বেণু আসিয়াছে, সে তিনমাস তাঁহার কাজের চাপ এমনই বাড়িয়াছিল, যে, বেণুর সহিত ভাল করিয়া মিশিবার সুযোগ হয় নাই।

বেণুর সহিত তাঁহার নিজের আজও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই; এত কাছে থাকিয়াও সে অনেক দূরে রহিয়া গিয়াছে। বেণু নিজেও ধরা দেয় নাই, তিনি নিজেও বেণুকে ডাকিতে পারেন নাই। উভয়ের মাঝখানে উভয়ের অজ্ঞাতে একটা প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইপ্রাচীরের ব্যবধানে পরস্পরের সাড়া মিলে, স্নেহস্পর্শ মিলে না।

গ্রামের শান্ত আবহাওয়ায় প্রিয়নাথ সে ভাবটা দূর করিতে চান এবং সেখানে বেণুকে তাঁহার পাশে চান।

ইহারই মধ্যে মিঃ স্যানিয়েল আসিয়া জানাইলেন; বিশেষ দরকারে তিনি আজই কলিকাতায় চলিয়া যাইতে চান। না গেলে ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

প্রিয়নাথ সবিস্ময়ে তাঁহার পানে তাকাইলেন; মুখের উপর বিষণ্ণতা দেখা যায়।

ব্যস্ত হইয়া তিনি বলিলেন, কি এমন দরকার প'ড়ল, অমর, যাতে আজই তোমায় যেতে হবে? আমি বেণুকে মাত্র দিন পনেরো থাকব ব'লে এনেছি, তার চারদিন তো কেটেই গেছে। তুমি এসেছ মাত্র পরশু, এখনও নয়দিন তোমার এখানে থাকার কথা, এর মধ্যেই যাওয়া হ'তে পারে না। তোমার কাজ আমারই কাছে, আমি তোমার বারোদিনের ছুটি মঞ্জুর ক'রেছি জাববদিহি ক'র্তে হ'লেও সে আমার কাছে।

শুষ্ক হাসিয়া মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, অবশ্য আপনি যদি না যেতে দেন, আমার কোন কথা থাক্তে পারে না। তবু মনে হয়, আমার আজ চ'লে গেলেই ভাল হ'ত।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আজকের দিনটা থাক না, বিশেষ দরকার থাকে, কাল যেও। আজকের দিনটা যাঁদের নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে তাঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দিই—তাঁরাও তোমায় জানুন, বেণুকে জানুন; এই সময় জানাজানিটা দরকার।

মিঃ স্যানিয়েল আবার হাসিলেন মাত্র।

তথাপি তাঁহাকে থাকিতে হইল!

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন বেণুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়, কথাবার্ত্তা হ'য়েছে তো?

মিঃ স্যানিয়েল মাথাটা কাত করিলেন।

উৎসাহিত প্রিয়নাথ বলিলেন, আমার নাতনী ব'লে তার প্রশংসা ক'রছিনে; সত্যি, বেশ মেয়ে। আমি যখন ওকে হারিয়েছি তখন ও ছিল এতটুকু, ওর বাবা তখন আমার ওপর রাগ ক'রে ওকে নিয়ে চ'লে গেল সেই বর্ম্মায়; ওদের নিজেদের বাড়ী। ভাবলাম, আইনের আশ্রয় নিয়ে আটক ক'রে কোন লাভ নেই; থাক ওখানে। এখন দেখছি—তাতে নেহাৎ ঠকিনি, লেখাপড়া বেশ শিখেছে, বুদ্ধিও খুব।

একটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে তিনি আবার বলিলেন, কেবল একটা ভাষা নয়, অনেকরকম ভাষা এই বয়সে কেমন ক'রে এমন সুন্দর শিখলে—আমি তাই ভাবি। শুনেছি বেণুর কাকা নাকি অনেক রকম ভাষা জানেন, ভাইঝিকে তিনি সব রকম শিখিয়েছেন। এ জন্য সত্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মিঃ স্যানিয়েল চুপ করিয়া রহিলেন।

সেদিন ছিল শুক্লা নবমীর রাত।

সারা গ্রামের বুকের উপর শুভ্র জ্যোৎস্না পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। দূরে কোথায় পাপিয়া ডাকিতেছিল, বেণু তাহাই শুনিতেছিল—

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় গ্রামের বুকে পাপিয়ার কলতান তাহার বুকে স্বপ্নের জাল বুনিয়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল, দুই বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক চাঁদনী রাতের কথা—যে রাত্রে চুপি-চুপি চোরের মত পা টিপিয়া সত্রাজিত আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়াছিল, ভয়ে সে চীৎকার করিতে যাইতেই সত্রাজিত মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল।

ছয় বৎসর বয়সে এই বালকটির সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সে কথা তাহার মনেই ছিল না। সে নিজে আগে জানিত না, তাহার বিবাহ হইয়াছে। ঠাকুরমা কোনদিন তাহার সিঁথিতে সিঁদূর দেন নাই। ঠাকুরমা নিরামিষাশী থাকায় কাকামণিও নিরামিষ খাইতেন এবং এই সংসারের আবেষ্টনীতে বেণুও নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম যেদিন সে শুনিতে পাইল যে, তাহার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী এখনও বর্ত্তমান, তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ঠাকুরমার মুখে সে নিজের বিবাহের কথা শুনিয়াছিল। পিতা তাহার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন—এইটুকু জানিয়া সে খুসি রহিল, ইহার বেশী আর কিছু জানিবার দরকার তাহার ছিল না।

সত্রাজিতের পিতা থাকিতেন কাশ্মীরে, সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন কলিকাতায়, সত্রাজিত কাশ্মীরেই থাকিয়া গিয়াছিল।

তাহার সম্বন্ধে অনেক কুৎসা ভবতোষের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—বেণুরও শুনিতে বাকি থাকে নাই।

দুই বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত্রিতে—

বেণু বারান্দার দ্বারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নায়-উজ্জ্বল বাগানের দিকে তাকাইয়া ছিল—

এমনই সময় তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল একটি লোক। বেণু চীৎকার করিতে যাইতেই লোকটি তাহায় মুখ চাপিয়া ধরিল, চাপাস্বরে বলিল, চুপ, আমি—আমি সত্রাজিত—

সত্রাজিত—

বেণু বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। সে এক বৎসর আগে একবার একটি দিনের জন্য আসিয়াছিল—বেণু একবারমাত্র তাহাকে দেখিয়াছিল। ভবতোষ মার কাছে চুপিচুপি যে-কথটা জানাইয়াছিলেন, সে কথাটা বেণু শুনিয়া ফেলিয়াছিল। সত্রাজিত নাকি টাকার জন্য আসিয়াছিল, ভবতোষের নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া সে আবার কোথায় উধাও হইয়াছে।

হউক, তাহাতে বেণুর এতটুকু আসে যায় না, তাহার

এতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধিও নাই। বই পড়িয়া, কাকামণির সঙ্গে দশটা বিষেয়ে আলোচনা করিয়া খেলিয়া ছুটিয়া তাহার দিন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়।

সত্রাজিত চুপিচুপি বলিল, আমি যে এসেছি তা তোমার কাকামণি বা ঠাকুরমা কাউকেই জানিয়ো না। আমাকে পুলিশে খুঁজে বেড়াচ্ছে—আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। হাতে একটি পয়সা নেই—তাই তোমার কাছে এসেছি, আমায় কিছু দাও, নিয়ে এখনি চলে যাব।

. পুলিশে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কেন ?

বেণু বিস্ময়ান্বিত চোখে তাহার দিকে তাকাইল।

ব্যস্তভাবে সত্রাজিত বলিল, সে অনেক কথা, বলার সময় এখন নেই। তোমার কাছে আমার এই মিনতি—বলিতে বলিতে সে হাত, দু'খানা যোড় করিল, আমায় তুমি কিছু দাও, আমি নিয়ে চ'লে যাই। বেশীক্ষণ থাকবার সাহস আমার নেই, যদি কেউ জানতে পারে—আমি ধরা পড়ব, আর ধরা পড়লে আমার যে শাস্তি হবে তার আন্দাজও তুমি করতে পারবে না ;

বিচলিত বেণু বলিল, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই ; আচ্ছা, র'স—একটু অপেক্ষা কর।

অন্ধকারে সত্রাজিত দাঁড়াইয়া রহিল, বেণু ঘরে গিয়া ড্রয়ার খুলিয়া নিজের নেকলেসটা বাহির করিয়া আনিল, বলিল, এই নিয়ে যাও, বিক্রি ক'রলে কিছু পাবে, আশা করি, তাতে তোমার চ'লবে।

প্রায় ছোঁ মারিয়া নেকলেসটা তাহার হাত হইতে লইয়া সত্রাজিত পকেটে পূরিল; দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া সে আবার ফিরিল, বেণুর একখানা হাত তুলিয়া লইয়া সেই হাতের উপর একটি চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলিল, তোমার এ দান আমি কখনও ভুলব না, চিরদিন এ কথা আমার মনে থাকবে।

তাহার পরই অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল, আর তাহাকে দেখা গেল না।

পরদিন শুনা গেল সত্রাজিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, পুলিশ তাহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে, চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছে।

বেণু একটি কথাও বলিল না, কাকামণি বা ঠাকুরমা কাহাকেও জানাইল না সত্রাজিত আসিয়াছিল—তাহার নিকট হইতে নেকলেস লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় আসার আগে কাকামণি সত্রাজিতের অনেক খোঁজ করিয়াছিলেন, বিবিধ ঠিকানায় তাহার নামে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহায় কোনও সন্ধান মিলে নাই।

আজ এই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে সামনের ফুল-বাগানের দিকে তাকাইয়া বেণুর মনে সেই দিনের কথাই জাগিতেছিল।

এ বাড়ীতে আজ অনেক লোকের নিমন্ত্রণ, দেশী ও বিলাতী দুই রকম ডিনার প্রস্তুত হইয়াছে। যাহার যেরূপ সে তাহাই

আহার করিবে। নিমন্ত্রিতেরা অনেকে ইতিমধ্যেই আসিয়াছেন, অনেকে আসিতেছেন।

দাসী আসিয়া জানাইল : কর্ত্তাবাবু দিদিমণিকে ডাকিতেছেন, এখনই যাইতে বলিলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বেণু উঠিল !

বার

পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হইয়া গেল !

নিমন্ত্রিতেরা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্রীকে সম্মান দেখাইয়া তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে—

মিঃ স্যানিয়েল বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গেলেন, প্রিয়নাথ নিজের কক্ষে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেণুও গিয়া দরজার উপর দাঁড়াইল।

পিছন ফিরিয়া বেণুকে দেখিয়া প্রিয়নাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি শুতে গেলে না, বেণু, আমার কাছে কোন দরকার আছে কি ?

বেণু ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে, আর সে কথাগুলো নির্জ্জনে ব'লতে চাই।

নির্জ্জনে—

কথাটা শুনিয়া প্রিয়নাথ হাসিলেন—

এখানে নির্জ্জনতা তো সব সময়ই আছে, বেণু—না-আছে কাজকর্ম্মের ঝামেলা, না-আছে লোকজনের গোলমাল। যখন খুসি এখানে তুমি কথা ব'লতে পার—জিজ্ঞেস ক'রতে পার, উত্তর নিতে পার।

বেণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, না, সব সময় আপনি তো একা থাকেন না দাদু। মিঃ স্যানিয়েল সব সময়ই আপনার কাছে থাকেন, সেজন্য আমি কোন কথা আপনাকে বলার অবসর পাইনে।

প্রিয়নাথ হাসিমুখে বলিলেন, এমন কি কথা থাকতে পারে, দিদি, যা আর কারও সামনে বলা যেতে পারে না? যাক্‌গে বল। কিন্তু ঘড়ি ধরে' পনের মিনিটের বেশী সময় দেব না—এর মধ্যে তোমার যা খুসি ব'লে নিতে পার।

বেণু অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানা এনভেলাপবদ্ধ পত্র রাখিল।

প্রিয়নাথ সবিস্ময়ে বলিলেন, এ চিঠি কখন এল? আমায় দাও নি কেন এতক্ষণ?

বেণু বলিল, ওবেলার ডাকে এসেছে। আজ বাড়ীতে একটা কাজ ছিল, সেই গোলমালে এখানা আমার ঘরেই পড়ে' ছিল। আপনাকে দেওয়ার কথা আমার মনে ছিল

না। এখন ঘরে ঢুকতে পত্রখানা চোখে পড়ায় নিয়ে এলাম।

প্রিয়নাথ বলিলেন, তুমি পড়—আমি শুনি। আমার আবার চশমা নিতে হবে—এ আলোতে পড়া চ'লবে না—অনেক ফ্যাসাদ আছে।

বেণু টেবিলের উপর হইতে চশমা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল, আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এবার পড়তে পারবেন, দাদু, পড়ুন।

পত্রখানা আসিয়াছে বম্বা হইতে, লিখিয়াছেন ভবতোষ এবং এই পত্রে যে বেণুর সম্বন্ধে সকল কথাই খুলিয়া বলা আছে, তাহাতে বেণুর সন্দেহ ছিল না।

প্রিয়নাথ কভার ছিঁড়িয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন। বেণু তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রিয়নাথের সুগৌর মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ললাটের শিরাগুলি দড়ির মত শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিল; পত্র যেমন খোলা পড়িয়াছিল তেমনই পড়িয়া রহিল। তিনি চোখের চশমা পর্য্যন্ত খুলিতে ভুলিয়া গিয়া খোলা জানালার পথে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পনের মিনিট কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। কুড়ি মিনিট। পঁচিশ মিনিট। সাড়ে এগারোটায় মিনিটের কাঁটা পৌঁছিয়া ঠন্ করিয়া শব্দ করিল।

প্রিয়নাথ মুখ ফিরাইলেন—

অদূরে ঠিক সামনেই দাঁড়াইয়া বেণু—যেন একটি পাথরের মূর্ত্তি। মুখ সে নিচু করিয়া আছে, চোখে পলক পড়িতেছে কিনা বুঝা যায় না। সামনের অবিন্যস্ত ছোট ছোট চুলগুলি ললাটে, চোখে, মুখে আসিয়া পড়িতেছে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে চমকাইয়া বেণু মুখ তুলিল। পলকহীন নেত্রে প্রিয়নাথ তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন।

একটি মাত্র শব্দ তাঁহার মুখে ফুটিল ; হুঁ—

আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি বেণুর দিকে তাকাইলেন ঃ

আমি বেশ বুঝেছি, এ পত্র কি তা তুমি জান, আর সেজন্যই তুমি ওবেলা আমায় পত্র দাওনি। বেশ জানতে —পত্র পেলেই আমার মাথা গরম হ'য়ে উঠবে, আজকের এ আয়োজন সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ের কাজ ক'রেছ, সেজন্য প্রশংসা ক'রছি।

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে মিলাইয়া আসিল। তিনি যে অন্তরের আঘাত চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল।

আর দাঁড়ানর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া বেণু ফিরিতেছিল, প্রিয়নাথ আদেশের সুরে বলিলেন, দাঁড়াও, তোমার কথা ফুরিয়ে থাকতে পারে—আমার এবার কথা আছে।

বেণু ফিরিল।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সব জান ?

বেণু কেবলমাত্র বলিল, শুনেছি।

প্রিয়নাথ বলিলেন, তোমার কাকা জানিয়েছেন ছোটবেলায় তোমার বাবা তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি কিছুই জানতে না—কেমন ?

বেণু নত মস্তকে বলিল, ঠাকুরমা আমায় আজ দু' বৎসর আগে মাত্র জানিয়েছিলেন।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞসা করিলেন, তুমি তোমার স্বামীকে দেখেছ ?

বেণু উত্তর দিল, দু' বৎসর আগে এক রাত্রে মাত্র দু' মিনিটের জন্য তিনি আমার সামনে এসেছিলেন।

প্রিয়নাথ নিজের একটা আঙুল এমন জোরে কামড়াইয়া ফেলিলেন যে, রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, একেবারে আন্‌লফুল—অবৈধ এতে কোন দাবী-দাওয়া চ'লতে পারে না। তুমি তোমার বাবা বা কাকামণির নও তা জান—জান, তোমার বাবার যখন বিয়ে হয় তখন কি লেখা-পড়া হ'য়েছিল ?

রেণু নতমুখে মাথা কাত করিয়া জানাইল, সে তাহা জানে।

প্রিয়নাথ অকস্মাৎ সজোরে টেবিলে চড় মারিলেন—সচকিত

থাকিয়াও বেণু চমকাইয়া উঠিল। টেবিলের উপর হইতে কাঁচের ফুলদানিটা মাটিতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া গেল। সেই শব্দে দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল—প্রিয়নাথ হুঙ্কার দিয়া সকলকে তাড়াইয়া দিলেন। স্বহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। সামনের চেয়ারখানা দেখাইয়া বেণুকে আদেশ দিলেন—ব'স।

বেণু বসিল না, চেয়ারখানার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, লেখাপড়ার দাবীতে তুমি সম্পূর্ণ আমার, সেটা নিশ্চয়ই বুঝেছ। একজন লোক পরের জিনিষ চুরি ক'রে যদি তা আর একজকে দান করে, আইনানুসারে সে দান অনুচিত ব'লেই ঘোষিত হবে, যার জিনিষ সে-ই পাবে—এও বোধ হয় তুমি জান ?

বেণু নিষ্পলকে কেবল তাকাইয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না।

প্রিয়নাথ সঘৃণকণ্ঠে বলিলেন, তোমার বাবা চোরের মত কাজ ক'রেছে এটা স্বীকার কর ?

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না।

স্পষ্ট উত্তর—কোথাও এতটুকু জড়তা নাই। প্রিয়নাথের মনে হইল, কে যেন তাঁহাকে সপাং করিয়া চাবুক মারিল, মুখখানা তাঁহার কালো হইয়া উঠিল।

পরমুহূর্ত্তে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, 'না' কি রকম? এটাকে তবে তুমি কি বল?

বেণু উত্তর দিল, একে বলি সন্তানের 'পরে পিতার দাবী। তিনি যখন আমায় নিয়ে চ'লে গেলেন আপনার কাছ থেকে, তখনই আপনি আইনের জোর দেখিয়ে আপনার দাবী প্রতিপন্ন ক'রতে পারতেন, তাহ'লে ব্যাপারটা আজ এতদূর গড়াত না।

প্রিয়নাথ কেবলমাত্র বলিলেন, বটে!!

ক্রোধে তিনি আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

বেণু বলিল, এখন আর কোন উপায় নেই। কারণ, শুনেছি বাবা নাকি হিন্দুমতে বিয়ে দিয়ে গেছেন; এতে আর কোনও আইন চ'লবে না।

চ'লবে না? প্রিয়নাথ বলিলেন, চ'লবে না মানে? একে বিয়ে বলে মান্‌ব আমি? আমি কেন, কেউ মানবে না; না আইন, না সমাজ। মতামত তোমার যা-ই থাক্‌, বেণু, আমি আমার দাবী ছাড়ব না। আমি অমরের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক ক'রে রেখেছি।

বেণু বলিল, আমি তাকে কাল এ কথা জানিয়েছি।

প্রিয়নাথ একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, বুঝেছি। কিন্তু শোন, আমি প্রমাণ ক'রব তোমার বিয়ে হয়নি। কেবল আইনসঙ্গত নয়, ধর্ম্মসঙ্গতও প্রতিপন্ন হবে। তোমার কাকামণি জানিয়েছেন, ছয় বৎসর বয়সে তোমার বাবা কেবলমাত্র ধর্ম্ম

সাক্ষী করে, বিনা পুরোহিতে নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নারায়ণ সামনে রেখে তোমায় একটি ছোট ছেলের হাতে সমর্পণ করেন—এর নাম যে বিয়ে নয়, এ ধারণা করার বয়স আর শক্তি তোমার আছে। তিনি জানতেন না, সে-ছেলে শিক্ষিত হবে কি মূর্খ হ'য়ে থাকবে, সে চোর ডাকাত হবে, না, সাধু হবে। এখন তোমার কাকামণি জানিয়েছেন, সে কুসঙ্গে পড়ে' অধঃপাতে গেছে। কদাচিৎ এক-আধ ঘণ্টার জন্য সে তোমাদের কাছে কেবল টাকার জন্যই আসে। এইতো হ'চ্ছে আমার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর তো কিছুর দরকার নেই। কাল অমরকে আমি এ পত্র দেখাব, তাকে জানাব, তোমার প্রকৃতপ্রস্তাবে বিয়ে হয় নি। কাজেই তুমি প্রস্তুত হও, বেণু, একজন জেলখাটা কয়েদীর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, এ কথাটা মনে জাগিয়ে রেখে তুমি অমরকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হও। আমার উত্তরাধিকারিণীকে আমি এমন হীনভাবে লোকের কাছে চিত্রিত ক'রতে পারব না। তাকে উঁচু এবং মহৎ হ'য়েই প্রকাশ হ'তে হবে, এ কথাটা মনে রেখ।

তিনি উঠিলেন।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'য়েছে শু'য়ে পড় গিয়ে। আমার কথাগুলো ভাল ক'রে ভেবে দেখো। তোমার বাবা আমায় জব্দ ক'রতে গিয়ে তোমারই সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন—কিন্তু তবু ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমায় সেই অধম

স্বামীর সংস্পর্শে থাকতে হয়নি। যাতে সে কোনদিন স্বামীর দাবী নিয়ে কেবলমাত্র টাকা আদায় ক'রতে এসে না দাঁড়ায় তার উপায় আমায় এখন থেকেই ক'রে রাখতে হবে। আচ্ছা, তুমি যাও, আর রাত ক'রো না।

দাদুর সামনে আর একটি কথাও বলা হইল না। বেণু আস্তে আস্তে বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তের

বেণু নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া থাকে।

চাঁদ কখন ডুবিয়া গেল, পাপিয়ার কলগীতি থামিয়া গিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। বহুদূরে কোথায় কে বাঁশী বাজাইতেছিল। সেই বাঁশীর সুর মাঝে মাঝে বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিতেছিল, কখনও মিলাইয়া যাইতেছিল।

একদিক দিয়া সে আজ হালকা হইয়াছে। বুকের মধ্যে যে-বোঝাটা চাপা ছিল, সেটা নামিয়া গিয়াছে। অন্যদিক দিয়া দারুণ দুর্ভাবনা আসিয়া চাপিয়াছে। দাদু তাহার বিবাহ স্বীকার করিতে চাহেন না, স্বীকার করিবেনও না।

বিবাহের সময় পুরোহিত মন্ত্রোচ্চরণ করে নাই। সে-দেশে হয় তো পুরোহিত পাওয়া যায় নাই। সেজন্যই পিতা নিজে

বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কন্যাদান করিয়াছেন। বিবাহে স্বয়ং নারায়ণ সাক্ষী ছিলেন, দশজন লোক সাক্ষী ছিল। রেজেষ্টী হয় তো হয় নাই, কিন্তু হিন্দুমতে এই-যে সত্যকার বিবাহ, ইহাকে তো উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

বেণু চক্ষু বুজিল—

নিস্তব্ধ বিছানায় পড়িয়া বেণু ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে? দাদু অত্যন্ত একরোখা লোক এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বেশী কথা তাঁহার নিকটে বলা যায় না, তাহার মুখের দিকে চাওয়াও যায় না। বেণু এতদিন কাছে থাকিয়াও তাঁহার নাগাল পায় নাই, অনেক দূরে তিনি সরিয়া আছেন।

সকল জড়তা বেণু ঝাড়িয়া ফেলিল—

না, যাহাই হোক, সে দাদুর মুখের সামনে স্পষ্ট জানাইবে। সেই বিবাহকেই সে মানিয়া লইয়াছে, হিন্দুর মেয়ে সে—দুইবার বিবাহ তাহার হইতে পারে না।

পরদিন যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। খোলা জানালা-পথে সূর্য্যের আলো ঘরের মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন ভোরে জানালার পাশে আম গাছে যে দোয়েল পাখীটি শিশ দিয়া যায় সে আজ কখন প্রাত্যহিক কার্য্য সারিয়া গিয়াছে তা বেণু জানিতেও পারে নাই।

দরজা খুলিতেই দেখা গেল, উমা দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রামের সামান্য এক গৃহস্থ ঘরের বধূ, বেণু অপেক্ষা কিছু ছোট। সেজন্য সে বেণুকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করে। এখানে আসার পরদিন হঠাৎ তাহার সহিত আলাপ হইয়া গিয়াছে।

বাগানের মধ্যে যে মস্তবড় পুষ্করিণীটা ছিল, গ্রামের সকলেই সে-জল ব্যবহার করে। এই ঘাটেই বেণুর সহিত উমার পরিচয় হইয়াছিল। চমৎকার চেহারা। এই মেয়েটিকে প্রথম দৃষ্টিতেই বেণুর ভালো লাগিয়াছিল এবং সে নিজেই তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল।

উমা প্রথমটায় সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল। গরীব গৃহস্থ ঘরের বধূ; ভবিষ্যৎ ভূম্যাধিকারিণী যাচিয়া আলাপ করিতে আসিবেন—ইলা প্রথমটায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

তথাপি পরিচয় হইয়াছিল এবং সে পরিচয় হইয়াছিল বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই।

যেদিন মিঃ স্যানিয়েলের সহিত বেড়াইতে গিয়া উমার সহিত বেণুর দেখা হইয়াছিল, সেদিন কথাবার্ত্তা বিশেষ হইতে পারে নাই; মিঃ স্যানিয়েলকে দেখিয়া উমা সরিয়া পড়িয়াছিল।

এই সকালবেলাতেই দরজার কাছে উমাকে দেখিয়া বেণু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, আজ এই সকালবেলায় যে, উমা, বিশেষ কোন দরকার আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে।

উমা একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে তাকাইল, তখনই

চোখ নামাইয়া কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ, একটা বিশেষ দরকারেই এসেছি, দিদি, না এসে উপায়ন্তর ছিল না, অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি ঘুম থেকে ওঠেন নি কিনা—

বেণু লজ্জিত হাসি হাসিল, বলিল, আজ বড় দেরী হ'য়ে গেছে উঠতে, কাল গরমের জন্য অনেক রাত ঘুম আসে নি। আচ্ছা, তুমি একটু ব'স, আমি চট ক'রে আসছি।

সে দ্রুত চলিয়া গেল।

খানিক বাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উমা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণে বেণুর চোখে পড়িল তাহার মুখ বিষণ্ণ, চক্ষুর দৃষ্টি উদাস।

ঘরে এস, উমা—

উমা ঘরে প্রবেশ করিল।

বেণু চেয়ারে বসিয়া সামনের চেয়ারখানা দেখাইয়া বলিল, ব'স। তোমার মুখ দেখে বুঝছি কিছু একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটেছে। হয় তো এতে আমার সাহায্য পাওয়া তোমার বিশেষ দরকার। কি দরকার বল দেখি—

উমা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, সত্যিই দরকার কাছে, দিদি, নইলে এই সকালবেলায় ছুটে আসতাম না। কথাটা হ'চ্ছে আমাদের পরিবার নিয়ে। আমি কোনদিন আপনাকে আমাদের পারিবারিক কথা বলিনি, সেজন্য আজ নতুন ক'রে ব'লতে হ'চ্ছে—

একটু হাসিয়া বেণু বলিল, তোমাদের পারিবারিক কথা

আমার কিছু কিছু জানা হ'য়ে গেছে, উমা, কাজেই বিশদভাবে না ব'ললেও চ'লবে।

আপনি মোটামুটি শুনেছেন, দিদি, সমস্ত কথা জানেন না। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই এককালে আমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা খুব ভালই ছিল। আপনার দাদুকে সেদিন কেউ চিনত না—

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল—

বেণু বলিল, আমি জানি, তখন দাদু ওই চৌধুরী বাড়ীতেই মানুষ হ'য়েছিলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উমা বলিল, সেদিনের কথা এখন স্বপ্ন, দিদি, সে স্বপ্নও এখন ফুরিয়ে গেছে। এখন আমার শ্বশুরবাড়ীতে দু'বেলা ভাত জোটানই মুস্কিল। শ্বশুর পক্ষাঘাতে পড়ে', বিছানাতে দিনরাত শুয়েই থাকেন, স্বামী কয়েক বিঘা জমি আর বাগান নিয়ে কোনরকমে দিন চালান। শাশুড়ী সম্প্রতি মারা গেছেন। এর মধ্যে বছর চারেক খাজনা দেওয়া হয়নি, এজন্য আমাদের বড় কম নির্য্যাতন সইতে হ'চ্ছে না—

বলিতে বলিতে তাহার দুইটি চোখ অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইল।

বেণু ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, আমি তো এসব কথা কিছু জানি নে, কোনদিন খোঁজও নেই নি। আমার মনে হয়, দাদুও কিছু জানেন না, তাঁকে যে যা বুঝোয় তিনি তাই বুঝছেন। কেননা, তিনিও এখানে জমিদার হিসাবে নবাগত। কুড়ি বছর তিনি

এই জমিদারি কিনেছেন, কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম তিনি এখানে এসেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে তারপর তোমায় জানাব কতদূর কি ক'রতে পারলাম। তুমি এখন বাড়ী যাও। উমা, আমি ভার নিলাম।

উমা চোখ মুছিয়া উঠিল।

চৌদ্দ

এতদিনের মধ্যে প্রিয়নাথ জানেন না বেণু নিরামিষাশী, হঠাৎ সেদিন জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

মিঃ স্যানিয়েল কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। সেদিন হইতে বেণু আর তাঁহার সামনে আসে নাই, প্রিয়নাথও বেণুকে আজ দুই তিনদিন দেখিতে পান নাই। নিজের কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে বেণুর কথা মনে পড়িলেও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সময় হয় নাই।

সেদিন বাহিরের কাজ সারিয়া তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; মনে পড়িয়া গেল, আজ দুই তিনদিন বেণুর সহিত দেখা হয় নাই। সেদিন বিবাহ লইয়া কথান্তর হওয়ার পর বেণু তাঁহার সামনে আর আসে নাই।

আগামী কাল কলিকাতায় ফিরতে হইবে। পনের দিনের

জন্য গ্রামে আসিয়া পঁচিশ দিন কাটিয়া গিয়াছে, আর না গেলে চলে না। রাজেন মিত্র পত্র দিয়াছেন এবার কলিকাতায় ফেরা তাঁহার বিশেষ দরকার, কাজকর্ম্ম তিনি সামলাইতে পারিতেছেন না। লাহোর হইতে পত্র আসিয়াছে, সেখানে এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার যাওয়া চাই।

প্রিয়নাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

নানাস্থানের ব্যবসা গুটাইয়া এইবার একই স্থানে যে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে—এ চিন্তা তিনি করিয়াছেন। প্রথম ভাবিয়াছিলেন, মিঃ স্যানিয়েলের সহিত বেণুর বিবাহ দিয়া তিনি নিশ্চিন্তে অবসর গ্রহণ করিবেন, আর সংসারে কোন ভার মাথায় লইবেন না। যেদিন বেণুর বিবাহ লইয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছে সেদিন হইতে তিনি কেমন একটু যেন মুসড়াইয়া পড়িয়াছেন।

মিঃ স্যানিয়েল যখন বিদায় চাহিলেন তখন প্রিয়নাথ আর বাধা দেন নাই। ঠিক করিয়াছেন, এবার কলিকাতায় গিয়া ভবতোষকে একবার আসিবার জন্য লিখিবেন এবং তাঁহাকে দিয়াই বেণুকে বিবাহে স্বীকার করাইয়া লইবেন।

আজ যদি বেণুর পিতা বর্ত্তমান থাকিত—

প্রিয়নাথের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠে—

দেবতোষকে তিনি সহজে ছাড়িতেন না। তাঁহাকে জব্দ করিতেন, যে-কোন-রকমে জেল খাটাইয়া ছাড়িতেন, চুরি,

ডাকাতি, রাজদ্রোহের অপবাদ দিয়াও। তাঁহার এত বড় সর্ব্বনাশ যে করিয়াছে, তাহাকে তিনি কোনমতে ক্ষমা করিতে পারেন না—কিছুতেই না।

ইহার উপর যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, বেণু স্বপাকে আহার করে, মাছ-মাংস খায় না, তখন তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল।

সমগ্র দুনিয়াই কি তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে? স্ত্রীকে লইয়া জীবনে কোনদিন তিনি সুখী হইতে পারেন নাই; যে-পথে যে ভাবে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ঘৃণাভরে সে-পথ সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যে-পূজার্চ্চনায় তাঁহার কোনদিন আস্থা নাই, স্ত্রী তাহাই করিয়াছে। একমাত্র কন্যাকে তিনি নিজের মনের মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন, নির্ম্মম কালের তাহাও সহ্য হয় নাই, নিষ্ঠুর আঘাতে সে কন্যাও চলিয়া গেল। তাহারই কন্যা বেণু—কিন্তু সে'ও সরিয়া গিয়াছে কোথায়?

স্ত্রীর ছায়া সম্পূর্ণভাবে পড়িয়াছে বেণুর উপর—

প্রিয়নাথ আবার মুখ বিকৃত করিলেন।

সন্ধ্যার সময় প্রিয়নাথ বাগানে বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন। বেণুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সে কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে।

প্রিয়নাথকে দেখিয়া সে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, বেড়ান

হ'ল দাদু ? কয়দিন আপনার মোটে দেখাই পাইনি, সব সময় কাজ আর কাজ, একটু ছুটি আপনার ছিল না।

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, সব দেখে শুনে নেওয়া চাই তো। আজ তোমায় দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম—একবার তুমি বাড়ী ছিলে না, আর একবার রাঁধছিলে—। আচ্ছা, একটু ব'স এই বেঞ্চটাতে, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।

তিনি যে কি কথা বলিবেন, তাহা বেণু বেশ জানে। সে বেঞ্চের একপাশে বসিল, প্রিয়নাথও বসিলেন।

আকাশে তখন শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ, সমস্ত বাগানে তাহার মৃদু আলো ছড়াইয়া দিয়াছে।

প্রিয়নাথ একটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, আজ পঁচিশ দিন এখানে এসেছি। ভেবেছিলাম নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলি কাটিয়ে যাব ; কিন্তু এখানে আসতে না আসতে এমন বোঝা মাথায় এসে চাপল দু'দিনও বিশ্রাম পেলাম না। যাই হোক, তোমারও অনেক বিষয় জানা হ'য়ে গেল, বেণু। বিশেষ ক'রে তোমায় এ সব জানান আর বোঝানর জন্যই তোমায় আমার এখানে আনা। আমি আর কয়দিন ? একদিন সংসারের সব দেনা পাওনা চুকিয়ে চ'লে যাব। তখন তোমাকেই তো সব ক'রতে হবে। গ্রামের অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়েছে বোধ হয়—

বেণু উত্তর দিল, তা হ'য়েছে; আর মোটামুটি সকলকার অবস্থাও জানতে পেরেছি। সে-সম্বন্ধে আমিও আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা ক'রতে চাই, দাদু। দু'তিন দিন ধরে' আমি আপনাকে একলা পাওয়ার আশায় ফিরছি, কিছুতেই সে সুযোগ পাইনি। আজও তো সন্ধ্যার পর আপনার কাছে লোক থাকবে—

প্রিয়নাথ বলিলেন, কি এমন বিশেষ দরকার শুনি—

বেণু বলিল, গ্রামের চৌধুরীদের সম্বন্ধে কিছু ব'লতে চাই।

প্রিয়নাথের মুখখানা কেমন হইল তাহা বেণু দেখিতে পাইল না।

প্রিয়নাথ বিরক্তি পূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, বটে—বটে, সেদিন যে-বউটি আমাদের বাড়ী এসেছিল, শুনলাম, সে-ই নাকি চৌধুরী-বাড়ীর বউ। এত বড় গ্রামখানার মধ্যে আলাপ ক'রবার আর বুঝি লোক পাওনি, বেণু—আর কোথাও যাওয়ার সময় হয়নি তোমার?

বেণু একটু হাসিল, বলিল, এতে রাগ ক'রবার কোন কারণ তো নেই, দাদু—

হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, রাগ—রাগ কেন ক'রব আমি?

বেণু শান্তকণ্ঠে বলিল, কি জানি হয়তো আমারই ভুল হ'য়েছে। আপনার কথার সুর শুনে আমার মনে হ'ল—আপনি বুঝি রাগ ক'রছেন। যাই হোক—আপনি ভাববেন না আমি

শুধু নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতেই গেছি; আমি গ্রামের সব বাড়ীতেই গেছি, সকলেই আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, কেউ দূরে থাকেন নি। এদের মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণের পাত্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীর বউটি।

সিগার টানিতে টানিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, তার কারণ?

বেণু এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, শুনলাম, ওরা ক'বছরের খাজনা দিতে পারে নি। সেজন্য ওদের বাগান, জমি মায় বাড়ী খাসে যাওয়ার কথা হ'য়েছে।

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, হ'য়েছে, তাতে কি?

বেণু বলিল, আমি ওগুলো ওদের নিষ্কর ক'রে দিতে চাই।

প্রিয়নাথ হাসিলেন, বলিলেন, হঠাৎ ওদের ওপর এত দয়ার মানেটা কি?

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, এর নাম দয়া নয়, দাদু, আংশিক ঋণ-শোধ; অথবা সোজা কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব'লতে পারেন। আমার বংশগত ঋণ শোধ ক'রবার ভার আমি নিয়েছি।

প্রিয়নাথ নীরব—

বেণু বলিল, আজ ওরা এই ক'বছরের খাজনা মিটিয়ে দিয়ে গেছে। সে-টাকা আমিই ওদের দিয়ে এসেছি—

বাধা দিয়া গোঁ গোঁ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, তার মানে?

বেণু বলিল, তার মানেও ঋণশোধ।

ঋণশোধ—

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না, হঠাৎ যেন তিনি পাষাণ হইয়া গেলেন।

বেণু উঠিল, বলিল, ঘরে আসুন, দাদু, ওসব নিয়ে আর আলোচনা ক'রে কাজ নেই। আপনি পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল—কিছুই মানেন না। আপনি না মানুন, আমি যখন ওসব মানি, তখন বাধ্য হ'য়ে আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা আমাকেই ক'রতে হবে। আপনি আমার দাদু; আপনাকে এমনভাবে সব-কিছু ধ্বংস ক'রতে দিতে পারিনে। উঠুন এখন, চাঁদের আলো গাছের ওপর থাকলেও নীচের দিক অন্ধকার হ'য়ে গেছে। পাড়াগাঁ জায়গা, সাপটাপ বেরোতেও তো পারে।

প্রিয়নাথ উঠিলেন, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, এক-জনের পুণ্য আর একজনকে রক্ষা ক'রতে পারে, বেণু?

বেণু ভাবিল অন্তরে হয়তো রেখাপাত হইয়াছে, বলিল, আপনি রত্নাকরের গল্প জানেন, দাদু?

প্রিয়নাথ চলিতে চলিতে বলিলেন, ছোটবেলায় আমার মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম, মনে নেই, সব ভুলে গেছি।

বেণু বলিল, রত্নাকর ছিল ডাকাত। সে তার পাপের ভাগ তার বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র সবাইকে দিতে গিয়েছিল, কেউ তা নেয় নি। আচ্ছা, দাদু—

চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই গাছের ফাঁক দিয়া এক টুকরা শুভ্র জ্যোৎস্নার আলো তাহার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

সে বলিল, আমি ছোটবেলা থেকে আপনার কাছে মানুষ না হলেও, আইনত এবং ধর্ম্মত আপনার উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং আপনার ওপরও আমার দাবী আছে। আপনি এই মাত্র ব'লছিলেন, একজনের পুণ্য আর একজনকে রক্ষা ক'রতে পারে কি না। আপনি আমার হাতে নিজের ভার দিতে পারবেন—

আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি ?

প্রিয়নাথ শুধু হাসিলেন, তার মানে ?

বেণু বলিল, তার মানে, কতকগুলি বিষয়-সম্পত্তির ভার আমায় দিয়ে আপনি তফাতে থাকবেন, আমি তা চাইনে, দাদু। আমি অপনাকে আগে পেতে চাই।

কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কই প্রিয়নাথ কোথায় গেলে হে—

রাজেন মিত্রের কণ্ঠস্বর—

বেণু বলিল. ছোটদাদু এসেছেন যে—

জ্যোৎস্নার বাঁক ফিরিতেই গাছের আড়ালে রাজেন মিত্রকে দেখা গেল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, হঠাৎ তুমি যে এখানে—

রাজেন মিত্র বলিলেন, দেখছি তোমার সাড়াশব্দ নেই, গ্রামে এসে একেবারে ডুব দিয়েছ। পত্র দিলেও উত্তর পাইনে। বাধ্য হ'য়ে তোমাদের দাদু-নাতনীকে নিজেই নিয়ে যেতে এসেছি। কাল সকালেই রওনা হ'তে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সব ছেড়ে

গ্রামে স্বচ্ছন্দে দিন কাটালে তো চলে না। হ্যাঁ, ওসব কাজ তবে তুলে দিয়ে আসতে হয়।

প্রিয়নাথ বলিলেন, সে-সব ব্যবস্থা এবার ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে করা যাবে'খন। এখন তো ব'সবে চল—

তিনজনে অগ্রসর হইলেন—

বেণুর কথার কোন উত্তর মিলিল না।

পনের

পরিচিত সকলের নিকট হইতে বেণু বিদায় লইল।

উমা চোখের জল ফেলিয়া বলিল, আপনার দয়া কোনদিন ভুলব না, দিদি,—

বাধা দিয়া বেণু বলিল, একে দয়া বলে না উমা, আমার দাদু যে ঋণ ক'রেছেন, আমি তা শোধ দিচ্ছি—এই কথাটা শুধু মনে রেখ।

চৌধুরীদের জমী-জমা-বাড়ী প্রিয়নাথকে ধরিয়া সে নিষ্কর করিয়া দিয়াছে। আজ সে-সব কাগজপত্তর উমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে।

ট্রেনে উঠিয়া সে বিষণ্ণমুখে গ্রামের দিকে তাকাইয়া রহিল—রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা তাহার ভাল

লাগে নাই, গ্রাম ভাল লাগিয়াছিল। তাই আজ চলিয়া যাইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়াছিল বড় কম নয়।

দরিদ্র পল্লীবাসী। কত অভাব ইহাদের, কত অভিযোগ ইহাদের করিবার আছে। অথচ কেহ কোনদিন কোন অভাব জানায় নাই, কোন অভিযোগ করে নাই। বেণু যাহাকেই তাহাদের অভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে সে-ই জবাব দিয়াছে, তাহারা বেশ আছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে সুখে আছে।

তবু প্রিয়নাথের অনুমতি লইয়া বেণু গ্রামের মধ্যে দুইটি টিউব-ওয়েল বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য ম্যানেজারকে বলিয়া আসিয়াছে! প্রিয়নাথ খুসিমনে অনুমতি দিয়াছেন।

বেণুর জ্ঞান-বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় প্রিয়নাথ বিস্মিত হইয়াছেন। বেশ বুঝিয়াছেন, বেণু তাঁহার সকল কাজই সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতে পারিবে। এক হিসাবে সকল দিক দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; বেণু ভার বহিতে সমর্থ হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার নিজের কোথায় এবং কতখানি দুর্ব্বলতা আছে, তাহা তিনি বেশ জানেন। সেইজন্য বেণুর ঘণ্টা বাজাইয়া ঠাকুর-পূজাও যেমন সহিয়া গিয়াছেন, নিরামিষ এবং স্বহস্তে আহার্য্য তৈরীও তেমনই মানিয়া লইয়াছেন।

কয়েকদিন আগে এই প্রসঙ্গে কথা উঠিয়াছিল। স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ আমিষ খায় না। আমিষ না খাওয়ার ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা অসুখ বাঁধাইয়া বসে।

বেণু সেদিন হাসিয়াছিল। প্রমাণ দিয়াছিল, আমিষভোজী অপেক্ষা নিরামিষভোজীর সংখ্যা জগতে নেহাৎ কম নয় এবং ইহাও দেখা গিয়াছে, তাহারা সুস্থদেহে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিয়া জগতের মহা উপকার করিয়া গিয়াছেন। বরং আমিষ হইতে যেসব ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা আছে, নিরামিষে তাহা নাই।

তাহার পর দাদুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, আপনি যদি নিরামিষ খেতেন, দাদু, তাতে আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকত।

একদিন রাঁধিতে গিয়া বেণুর হাত পুড়িয়া গিয়াছিল। রাগ করিয়া প্রিয়নাথ বলিয়াছিলেন, একথা আমায় একবার জানালেই হ'ত যে তুমি ভিন্ন-জাতের হাতে খাবে না, তা হ'লে আমি ক'লকাতাতেও রাঁধুনীর ব্যবস্থা ক'রতাম; এখানেও অনেক লোক আছে যারা রেঁধে দিতে পারত।

বেণু বলিয়াছিল, নিজের হাতে ভাতে-ভাত খেয়েও আরাম আছে, দাদু। শুনলাম, দিদিমাও নাকি নিজে রেঁধে খেতেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিয়াছিলেন, তাই বুঝি তুমি নিজে রেঁধে খাও, তাঁরই মত পূজার্চ্চনা কর ?

তাঁহার মুখখানাও সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই বিবর্ণ মুখের পানে তাকাইয়া বেণু ব্যথিতকণ্ঠে বলিয়াছিল, না, দাদু, আমি বরাবরই পূজার্চ্চনা করি। বরাবরই আমরা নিজেরা রান্না করি। আমার কাকামণি কারো হাতে খান না, বাড়ীর লোকের হাতে ছাড়া। ঠাকুরমা বেঁচে থাকতে তিনিই রাঁধতেন, তিনি মারা যাওয়ার পর আমি নিজে রাঁধি। আপনি ক'লকাতায় রাঁধুনী রাখবেন ব'লছেন, তা এখান থেকে কাউকে নিয়ে গেলে হয় না ?

খুসি হইয়া প্রিয়নাথ বলিয়াছিলেন, তুমিই যাকে হয় বেছে নাও।

বেণুর কাছে কয়েকদিন আগে গ্রামের বরদা ঠাকরুণ আশ্রয়প্রার্থিনীরূপে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন। একটি মাত্র ছেলে ও তাহার স্ত্রী—এই বিধবার ভার লইতে রাজী হয় নাই। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পরের বাড়ী কাজ লইতে হইয়াছিল। তিনি যে-বাড়ীতে রাঁধিতেন তাহারা কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার দুর্গতির সীমা ছিল না। সেই সময় বেণু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছে।

স্টেশনে জমিদারকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে কেবল কর্ম্মচারিগণই আসে নাই, প্রজারাও আসিয়াছিল। ইহাদের ছেলেমেয়েদের

জন্য বেণু কলিকাতা হইতে যেসব কাপড়-জামা লইয়া গিয়াছিল তাহা দিয়াছে। একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার ইচ্ছা ছিল, প্রিয়নাথ তাহাতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, সেদিন যখন আসবে তখন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো যাবে, কাপড় বিলোনো হবে, এখন থাক।

তিনি যেদিনের আশা করিয়াছিলেন, বেণু সেদিনের কথা জানে। তাই সে কেবল হাসিয়াছিল।

ষোল

প্রিয়নাথ কলিকাতায় ফিরিয়াই লাহোর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ফিরিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মিঃ স্যানিয়েল দেখা করিতে আসিলেন।

প্রিয়নাথ তাহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন বৈকালের দিকে প্রত্যহ এ বাড়ীতে আসে এবং বেণুকে লইয়া বেড়াইতে

প্রিয়নাথ আশা ছাড়েন না।

সেই ছোটবেলায় বেণুর পিতা বেণুর সহিত কাহার বিবাহের কথা ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা আইন-- সঙ্গত বা ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ বলিয়া তিনি মানিতে চাহেন না।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন, বেণু একথা মিঃ স্যানিয়েলকেও জানাইয়াছে।

কথাটা শুনিয়া প্রিয়নাথ মনের রাগ মনেই চাপিলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ক্ষেপেছ অমর, যার সঙ্গে কোনদিন দেখা নেই, শোনা নেই, বিয়ের কোন অনুষ্ঠানও যেখানে হয়নি, তাকে বিয়ে ব'লে মানা এবং সেই অচেনা-অজানা একজন লোককে স্বামী ব'লে মানা আইন এবং ধর্ম্মে দূরে থাক—মানুষের মনও চাইবে না!

মিঃ স্যানিয়েল শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু তিনি তো বিয়ে ব'লেই স্বীকার ক'রেছেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, ওটা শোনা-কথায় হঠাৎ আস্থা স্থাপন অর্থাৎ জোর ক'রে বিশ্বাস আনা মাত্র। তুমি ওর কথা ছেড়ে দাও, অমর, আমার কথা শোন, আর সেই অনুসারে কাজ কর।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, অবশ্য এ পরিবর্ত্তন আনতে আমাদের খানিকটা দেরী হবে। তা হোক। যদি ছোটবেলায় আমি বেণুকে আমার কাছে পেতাম, নিজের ইচ্ছে মত আমি ওকে গড়ে' তুলতাম। কিন্তু ওকে পেলাম অনেক পর—যখন ওর মনের পূর্ণ গঠন সমাপ্ত। ওর স্বতন্ত্র মতও গড়ে' উঠেছে। এখন ওকে গঠন করা যাবে না। তবুও আস্তে আস্তে ওর ভুলটাকে দূর করা যেতে পারে। এইটুকু আমরা পারব। এজন্যই আমাদের চেষ্টা ক'রতে হবে।

যাত্রার পূর্ব্বে বেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, অমরকে সব সময় আসা-যাওয়া ক'রতে ব'লে গেলাম, বেণু, আশা করি ওর সঙ্গে তুমি বেশ ভাল ব্যবহারই ক'রবে।

বিবর্ণমুখে বেণু বলিল, আমি তো তাঁর সঙ্গে কোনদিনই অসদ্ব্যবহার করিনি, দাদু।

প্রিয়নাথ বলিলেন, তা আমি জানি—করনি এবং ক'রবে না। ধ'রতে গেলে অমরকে আমি নিজে গড়ে তুলেছি, বেণু। ওর 'পরে আমি অনেকটা নির্ভর করি, অনেকখানি বিশ্বাস ওকে করি—যা আমি আর কাউকেই ক'রতে পারি নে। আমার কলকারখানায় ও বেতনভোগী ইঞ্জিনীয়ার মাত্র নয়, ও সেখানকার কর্ত্তাহিসাবে কাজ করে—এ বোধ হয় তুমি জান। আমি ওর হাতে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। এখন কেবল তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। আমি নিজে সময় পাইনে, হিসাব-নিকাশ ক'রতে আর বাইরে দৌড়াদৌড়ি ক'রতেই আমার সময় কেটে যায়। অমরকে আমি ভার দিয়ে গেলাম, সে তোমায় ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যাবে, তোমাকে সব দেখাবে-শোনাবে, বোঝাবে। এতে তোমার অমত ক'রবার কিছু নেই।

বেণু খুসি হইল। ফ্যাক্টরীতে যাওয়ার ইচ্ছা তাহার অনেক দিন হইতেই আছে, কিন্তু সে-কথা প্রিয়নাথকে কোনদিনই সে বলে নাই। তাহার কারণ, তাঁহার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে পারে নাই। এবার কয়দিনের জন্য গ্রামে গিয়া সে

দাদুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে। কথা কহিয়া বুঝিয়াছে, বাহিরে তিনি যত শক্তই হোন না কেন, অন্তর তাঁহার অতি-কোমল—সেখানকার স্নেহ, দয়া, মায়া আজও বাহিরের চাপে শুকাইয়া যায় নাই।

এই মানুষটিকে এখানে আসা পর্য্যন্ত তিনমাস সে এড়াইয়া গিয়াছে ভাবিতেও তাহার লজ্জা হয়। দাদু হয় তো মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, বেণু আসিয়াই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, দাদু ও নাতনীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আছে সেই সূত্রে তাঁহার অশেষ কাজের মধ্যেও ছুটি লইতে বাধ্য করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। বেণু নিজেই দাদুকে এড়াইয়া গিয়াছিল।

এ মানুষটিকে বেদনা দিতে বেণু চায় না। সে বুঝিয়াছে, জগতে সে ছাড়া আপনার বলিতে এ বৃদ্ধের আর কেহ নাই। ছোট-দাদু, অর্থাৎ রাজেন মিত্রের মুখে শুনিয়াছে, তাহার চিন্তায় দাদু অস্থির, তাহার জন্য উদ্বেগে নাকি কত রাত্রি তাঁহার ঘুম হয় না।

বেণুর হাসি পায়—

সে একা মাঝখানে সেতু; একদিকে কাকামণি, একদিকে বৃদ্ধ দাদু; দুনিয়ায় এই দুইটি লোকের আর কেহ নাই, কিছু নাই। সে যাহাই করুক, চারটি চোখের ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়া আছে; তাহার বিপদ-আপদ-বিঘ্ন এই চারটি স্নেহশীল চোখ নিঃশেষে মুছিয়া দিতে চায়।

কাকামণির অন্তরে তবু সান্ত্বনা আছে—তিনি বেণুকে নিজের মনের মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি সামান্য পাইয়া কিছুই হারান নাই; কিন্তু হতভাগ্য দাদু সব পাইয়া সবই হারাইয়াছেন। অন্তরে তাঁহার যে চিতা জ্বলিয়াছে তাহার দহনের জ্বালা হইতে মুক্তি কামনায় এই জীর্ণ দেহে ষাট বাষট্টি বৎসর বয়সেও কাজ খুজিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছেন। এক মুহূর্ত্ত তাঁহার বিশ্রাম নাই।

কলিকাতায় তিনি নিচের তলায় নিজের শয়নকক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতলে বেণুর শয়নকক্ষ ঠিক হওয়ায় একতলার খবর বেণুর নিকট অজ্ঞাত থাকে। গ্রামে গিয়া দাদুর শয়নকক্ষের পার্শ্বের কক্ষটা তাহার শয়নকক্ষ থাকায় একদিন রাত্রের খবর বেণু জানে। সে রাত্রিটা, যেদিন সে কলিকাতায় আসে ঠিক তার পূর্ব্বের রাত্রি।

বেণু অন্য রাত্রে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, সে রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। অবান্তর অনেক ভাবনা তাহার মাথায় জাগিয়াছিল। পার্শ্বের ঘরে ঘুমন্ত দাদুর সে কি অশ্রান্ত কথা! কখনও কখনও তিনি ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

ভয় পাইয়া বেণু দাদুকে ডাকিয়াছিল, তারপর অপ্রস্তুতভাবে নিজেই চুপ করিয়া গিয়াছিল। পরদিন সকালে উঠিয়া সে যখন দাদুর শান্ত-সমাহিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তখন বিশ্বাসই করিতে

পারে নাই, এই লোকটি অর্দ্ধেক রাত্রি উন্মত্তের মত প্রলাপ বকিতে ও বেড়াইতে পারে।

দাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কাল রাতে কি আমায় ডেকে-ছিলেন দিদিমণি ?

বেণু অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়াছিল, হ্যাঁ। কি রকম শব্দ শুনেছিলাম কিনা তাই।

দাসী বলিয়াছিল, প্রথম রাতটায় আমারও ভারী ভয় হ'য়েছিল, দিদিমণি। তার পর রাতে শুনলাম, বড়বাবু অমনি ক'রে কথা বলেন, ঘরের মধ্যে ঘুরে' বেড়ান। তারপর অনেক রাতে কখন বিছানায় শোন, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন জানিনে।

বেণুর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া সে আস্তে আস্তে বলিয়াছিল, ওটা কিন্তু এক রকমের রোগ, দিদিমণি। অনেক লোক অমনি ক'রে ঘুমিয়ে বকে, উঠে বেড়ায়, আবার ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে যায়। আমাদের এই পলাশপুরে অপূর্ব্ব ঘরামি ছিল, অমনি ক'রে ঘুমিয়ে রাত-বেড়ানো রোগে একদিন মাঝরাতে গিয়ে বিলের পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে' মারা গেছে। লোকে বলে —তাকে নাকি "নিশি" ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছে।

বেণুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল, "নিশি" জিনিষটা কি, সে আবার ডেকে নিয়ে যায় বুঝি ?

দাসী বলিয়াছিল, আপনারা কি বলেন তা তো জানিনে, আমরা জানি, নিশি হচ্ছে রাতের ডাক। যাকে ডাকে সে অমনি ক'রে ঘুরে' বেড়ায়, তারপর একদিন ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে অমনি ক'রে মুখ থুবড়ে মরে।

বেণু নেহাৎ অসহায়ভাবে তাকাইয়াছিল দেখিয়া দাসী সাহস দিয়া বলিয়াছিল, অমন অনেকেরই হয়, দিদিমণি। আমাদের কর্ত্তারও ছিল। এক সাধু আমায় ব'লে দিয়েছিলেন, কালী-ঘাটের মা কালীর ফুল-বেলপাতা একটা মাদুলিতে ক'রে ভরে' সেটা ডান হাতে বেঁধে দিলে ওটা আর হবে না। সত্যি দিদিমণি, সেটা বেঁধে দিয়ে কর্ত্তার সে রাগ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল।

বেণু সত্যই চিন্তিত হইয়াছিল। একটা উপায় পাইয়া সে বাঁচিয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল, আমি ক'লকাতায় গিয়েই কালীঘাট থেকে ফুল-বেলপাতা এনে দাদুকে মাদুলি পরিয়ে দেব।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা যে অনেক কঠিন তাহাও সে জানে।

অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিয়াছিল, দাদু লাহোরে গেলে ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃপক্ষে দশ বারো দিন লাগবে। সেই ফাঁকে সে কালীঘাটে গিয়া ফুল-বেলপাতা আনিয়া মাদুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। দাদু আসিলে তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া পরাইয়া তবে সে ছাড়িবে। জামার ভিতর থাকিলে কেহই

দেখিতে পারিবে না, কাজেই দাদুর আপত্তি করিবার কোন কারণও নাই।

বেণু হঠাৎ যেন দাদুকে চিনিতে পারিয়াছে। তাঁহাকে সুখ ও শান্তি দিবার জন্য সে তাই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সতের

ডায়মণ্ড হারবারের দিকে গ্রামাঞ্চল ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে বিশাল কারখানাটি ক্ষুদ্র আকারে যেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেদিন কেহই ভাবিতে পারে নাই এই মাঠটি বিশাল জনারণ্যে পরিণত হইবে।

এখন চারিদিকে কুলিবস্তি, ভদ্রলোকের আবাসস্থল, মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় কারখানা। মানুষের গোলমালে, যন্ত্রপাতির শব্দে নিয়ত মুখরিত।

মিঃ ড্যানিয়েল ও প্রিয়নাথ প্রতিদিন সকালে এখানে আসেন, রাত্রের দিকে কলিকাতায় ফিরিয়া যান। বেণু আসা পর্য্যন্ত প্রিয়নাথ মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকেন। তখন মিঃ ড্যানিয়েলই তাঁহার কার্য্য চালাইয়া থাকেন! কারখানার সহিত রাজেন মিত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি জমীদারীর দিকে ছিলেন, খাজনাপত্র আদায়, কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থার ভার তাঁহার উপর ছিল।

প্রথম যেদিন বেণু মিঃ স্যানিয়েল ও রাজেন মিত্রের সহিত কারখানা দেখিতে গেল, সেদিন ইহার ব্যাপকতা দেখিয়া সে সত্যই বিস্মিত হইয়া গেল।

বিরাট মেসিনে কাজ চলিতেছে, হাজার হাজার লোক নিয়মিত কাজ করিয়া চলিয়াছে, পুরুষ ও মেয়ে কাহারও কাজের যেন বিশ্রাম নাই।

মিঃ স্যানিয়েল বেণুকে সব দেখাইতেছিলেন, বুঝাইয়া দিতেছিলেন। বৃদ্ধ রাজেন মিত্র খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন।

বেণু যতই দেখিতেছিল ততই চমৎকৃত হইতেছিল। এত বড় একটা কারখানা কি-রকম সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া ক্লান্তভাবে সে মিঃ স্যানিয়েলের অফিসরুমে বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করিল। রাজেন মিত্র নির্জ্জন ঘরে বসিয়া তখন আরাম করিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

মিঃ স্যানিয়েল দরজার পর্দা সরাইয়া দেখিয়াই পিছনে সরিয়া আসিলেন। তামাক খাওয়াটাকে তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না এবং বিশেষ করিয়া এই জন্য রাজেন মিত্রের সঙ্গ তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন।

বেণু শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, রুমাল

দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কেবলমাত্র বলিল, কি সুন্দর দেখলাম, ছোটদাদু—

হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া একটু হাসিয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, তোমায় তো অনেকবারই ব'লেছিলাম দিদি, আমাদের কারখানাটা একবার দেখবে চল। কেন যে তোমার এতদিন ইচ্ছে হয়নি তা বুঝতে পারিনি।

মিঃ স্যানিয়েল টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তবু তো আমাদের কারখানার অর্দ্ধেকও দেখা হয়নি, মিস্—মিস—

বেণু বলিল, আমাকে বেণু ব'লেই ডাকবেন, মিঃ স্যানিয়েল—

মিঃ স্যানিয়েলের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। রাজেন মিত্র তাঁহার দিকে চাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চট্ করিয়া নিজেকে সামলাইবার চেষ্টায় একটু হাসি মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, আমরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কিনা; নাম ধ'রে ডাকাটা কেমন যেন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব'লে মনে হয়, সেজন্য—

বাধা দিয়া রাজেন মিত্র মাথা হেলাইয়া বলিলেন, কিন্তু ওই ক'রেই যে গেল, বাবাজি, স্বর্গে যাওয়ার নামে আস্তে আস্তে নামছো জাহান্নমে—যার তল এরপর আর হাতড়ে মিলবে না। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে' তোমরা যা কর তাই হয় ভাল কাজ।

তিনি আবার সজোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।

বিরক্ত হইয়া মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, আপনি আপনার

এই অতি কদর্য্য তামাক খাওয়াটা বন্ধ করুন দেখি, মিঃ মিটার। ধরুন, এই সময় মিঃ লয়েড বা অন্য কোন সাহেব যদি এসে পড়েন, তা হলে ব্যাপারটা ভারি বিশ্রী দেখাবে।

হুঁকাটা হাতে লইয়া রাজেন মিত্র হাসিমুখে বলিলেন, কিছু খারাপ দেখাবে না, বাবাজি। প্রিয়নাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে আমি তামাকও খাই। বুঝতেই পারছ, আমার হুঁকোর সরঞ্জাম এখানে তৈরীই আছে, চাইলেই পাই। ম্যানেজার সাহেব বেশ জানেন, সামনাসামনি হ'লে হুঁকোটা সরালেও গন্ধটা তো বোঝা যায়। কি বল গো দিদিমণি, তোমার মতটা কি ব'লে দাও তো। তুমি যদি বল, না হয় হুঁকোটিকে আড়াল করি—

রেণু তাড়াতাড়ি বলিল, না না, আপনাকে আড়াল করতে হবে না—আপনি তামাকটা খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে।

অত্যন্ত খুসি হইয়া রাজেন মিত্র মিঃ স্যানিয়েলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, শুনলে, বাবাজি, দিদিমণি গররাজি নন। আচ্ছা, আর দু'টান।

আরক্তিম মুখে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, আপনারা একটু বসুন, আমি আমার কাজটা অ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন।

তাঁহার গমনপথের দিকে তাকাইয়া রাজেন মিত্র হো হো

করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, বাবাজি যদি পারত এই মুহূর্ত্তে আমায় বের ক'রে দিত। এই বোঝ দিদি, কেবল এই একটা ছোট ব্যাপারেই নয়, প্রতি দিক দিয়ে এরা আমাদের কাছ থেকে তফাৎ ক'রতে চায় নিজেদেরকে। সেকালকে এরা একেবারেই বাদ দিতে চায়। এটা কি উচিত? সাধে কি ব'লছি বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতিকে লোপ করে দিয়ে এরা ভূঁইফোঁড় নামটা নিতে পারলেও বাঁচে?

পাংশুমুখে বেণু বলিল, কিন্তু আমার দাদুরও তো এই মনের ভাব, ছোটদাদু। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই আপনি দাদুর কাছে বছরের পর বছর থেকেও নিজে এতটুকু বদলাননি, নিজের ধারাটি অটুট রেখে চ'লেছেন।

রাজেন মিত্র বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার দাদুও ঐ দলের একজন, দিদি। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই তো এ পর্য্যন্ত শুনেছ। কিন্তু তোমার হাতযশটা এবার দেখতে চাই; দেখি তুমি এ রোগ সারাতে পার কিনা।

চকিতে বেণুর মনে পড়িয়া গেল প্রিয়নাথের রাত্রে প্রলাপ ও ভ্রমণের কথা। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, একটা কথা চুপি চুপি ব'লে রাখি ছোটদাদু, আমায় একবার কালীঘাটে নিয়ে যেতে হবে, আমি পূজো দেব।

রাজেন মিত্র যেন চমকাইয়া উঠিলেন, সর্ব্বনাশ, ওসব দিকে পা বাড়িয়ো না, দিদিমণি, তোমারও সর্ব্বনাশ হবে, আমাকেও

এই বুড়ো বয়সে বাড়ী থেকে বেরোতে হবে। তোমার দাদুকে তো চেনো না—

বেণু হাসিল, বলিল, দাদু আমায় আটক ক'রতে পারবেন না। আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত ক'রব না, ছোটদাদু। তবে একটা কথা বলি। আমায় একটা মাদুলি আপনি এনে দেবেন—তাতে তো আপনার বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।

রাজেন মিত্র এতখানি হা করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, নাঃ নেহাৎ ভাবিয়ে তুললে, দিদিমণি। ব'লছ কালীঘাটে যাবে, পূজো দেবে; আবার ব'লছ মাদুলি দরকার। অথচ আসল ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্যানিয়েল দরজার পরদা সরাইলেন ঃ আসুন বেণু দেবী আপনাকে আমাদের আর সব ডিপার্টমেণ্টগুলি দেখিয়ে দিই, ম্যানেজারকে ব'লে এলাম ব্যবস্থা ক'রতে।

বেণু উঠিল, রাজেন মিত্রের দিকে তাকাইয়া বলিল, আপনিও আসুন, ছোটদাদু—

রাজেন মিত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো মানুষ অত ঘুরতে পারিনে, দিদি! আমি ততক্ষণ একবার বস্তি অঞ্চলটা ঘুরে আসি, তুমি ওসব দেখে এস।

মিঃ স্যানিয়েল ও বেণুর সহিত যাইতে তাঁহার কোথাও আপত্তি আছে তাহা বেণু বুঝিল। বলিল, আচ্ছা, তাই হোক।

আঠার

একদিনের জন্য রাজেন মিত্র পলাশপুর গিয়াছিলেন। কথা ছিল, পরদিন রাত্রে তিনি ফিরিবেন। কিন্তু তিনি যে সকালেই আসিবেন তাহা বেণু জানিতে পারে নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত-চিত্তে সেদিন সকালবেলাতেই কালীঘাট গিয়াছিল।

এখানে এতদিনে সব-কিছুই প্রায় তাহার দেখা হইয়াছে,—হয় নাই কেবল কালীঘাট প্রভৃতি স্থানগুলি। সেগুলি প্রিয়নাথ একেবারেই বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

সাহস করিয়া বেণু কাহাকেও কিছু বলিতেও পারে নাই। একদিন মাত্র রাজেন মিত্রকে বলিয়া তাহার মনের ভাব জানিয়া সে চুপ করিয়া গিয়াছিল। অথচ দাদু আসিবার আগেই সে কালীঘাটের পর্ব্বটা সারিয়া লইতে চাহে।

সকালবেলায় সে বাড়ীর মোটরে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অফিসে যাইবার সময় প্রতিদিনকার মত মিঃ স্যানিয়েল আসিয়া শুনিলেন, বেণু কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই জানে না—কাহাকেও জানাইয়া যায় নাই।

মিঃ স্যানিয়েল বিশেষ খুসি হইতে পারিলেন না। তথাপি খুসি হইবার ভান করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা দশটার সময় রাজেন মিত্র যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইলেন, তখনও বেণু ফিরে নাই।

উৎকণ্ঠিত রাজেন মিত্র খোঁজ লইয়া জানিলেন যে, একজন হিন্দু ড্রাইভার লইয়া গিয়াছে, একখানা কাপড়ও নাকি তাহার হাতে ছিল।

হুঁ—এ কালীঘাট না হইয়া যায় না।

আর খোঁজ লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই মনে করিয়া রাজেন মিত্র নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক লইয়া বসিলেন।

বেলা প্রায় বারোটার সময় বেণু ফিরিল।

প্রসাদের থালা হাতে, গলায় ফুলের মালা, গরদের শাড়ীর অঞ্চলে দেবীর নির্ম্মাল্য বাঁধা। মোটর হইতে নামিয়াই সম্মুখে বারান্দায় হুঁকা হাতে দণ্ডায়মান রাজেন মিত্রকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

একমুখ ধূম মুখগহ্বর হইতে ছাড়িতে ছাড়িতে গম্ভীরকণ্ঠে রাজেন মিত্র বলিলেন, সামনে ভূতও নেই, প্রেতও নেই. গাড়ী থেকে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানর মানে নেই, দিদি। এখন বাড়ীর মানুষ, সোজা বাড়ীতে ঢুকে পড় দেখি।

একটু হাসিয়া বেণু বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

নিজের পূজার ঘরে পূজার জিনিস রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে আসিল।

রাজেন মিত্র বাহির বাড়ীতে ছিলেন। বেণু সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া রাজেন মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর, সকালবেলায় হিন্দু ড্রাইভারের গাড়ীতে কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল শুনি, য়্যাঁ, কাপড়-গামছা নিয়ে? গলায় ফুলের মালা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ফিরলে কোথা থেকে, কিগো?

বেণু হাসিল, বলিল, আপনার যে বিকালে আসার কথা ছিল, তা সকালে চ'লে আসার কারণটা কি শুনি? আমাদের আজকের কাজের প্রোগ্রামে তো এ ব্যবস্থা ছিল না বলেই জানি।

রাজেন মিত্র একটা চোখ বুজিয়া বলিলেন, আমার সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না ব'লেই চটপট সরে' পড়তে হ'ল, নিজের কাজ সেরে। কিন্তু তুমি যে বিশেষ করে ভাবিয়ে তুললে দিদি; ঘরে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা ক'রেও আশ মিটলো না, আবার ছুটলে কালীঘাটে পূজো দিতে? শুনলে দাদু কি ক'রবেন তা জান?

বেণু চুপ করিয়া রহিল।

রাজেন মিত্র বলিলেন, দাদু হয় তো ছুটবেন কালীঘাটের মন্দিরটা গুঁড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু তা তো হবে না, তা হবার যো নেই। কিন্তু যত যাই বলি, এটা কি সত্যিই ভাল হ'ল' দিদি?

বেণু দুইটি চোখের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাল হ'ল না, দাদু?

রাজেন মিত্র বলিলেন, তোমার দাদু যা পছন্দ করেন না, তাঁর অজ্ঞাতে সেই কাজ করা ?

বেণু শান্তকণ্ঠে বলিল, অজ্ঞাতে না ক'রলে উপায় নেই। জ্ঞাতসারে ক'রতে গেলে মাথায় যে লাঠি পড়বে এ কথা ঠিক। আপনি আমার চেয়েও দাদুকে অনেক বেশী চেনেন, তাঁর পরিচয় অনেক বেশী জানেন, কাজেই বেশ বুঝতে পারছেন তিনি এলে ব্যাপার কি দাঁড়াত। অথচ তাঁর জন্যই আমার এ কাজ করা, নিজের জন্য নয়।

কৌতূহলী রাজেন মিত্র বলিলেন, তাঁর মঙ্গলের জন্য ?

বেণু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, হ্যাঁ। আমি রাত জেগে শুনেছি, দেখেছি—ঘুমের মধ্যে যত পূর্ব্ব-স্মৃতি তাঁর মনে জাগে, সারারাত তিনি ছুটাছুটি করেন, চীৎকার করেন। শুনলাম নাকি নির্ম্মাল্য ধারণ ক'রলে এ অসুখ সারে ; তাই দাদু না আসাতে মন্দিরে পূজো দিয়ে নির্ম্মাল্য আনলাম, এখন কেবল আপনাকে একটা মাদুলি যোগাড় ক'রে দিতে হবে।

রাজেন মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন তারপর ?

বেণু বলিল, সেই মাদুলির মধ্যে ওগুলো ভরে' দাদুর হাতে বেঁধে দিতে হবে।

রাজেন মিত্র আবার চোখ বুঝিলেন, হুঁ, কিন্তু ওইখানেই যে দারুণ বিপদ, 'ঘণ্টা বাঁধিবে কে' ?

বেণু ভাবিতে লাগিল।

রাজেন মিত্র খেদে বলিলেন, ওইখানেই যত গোল দিদি। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বেঁধে দিয়ে আসবে কে? তুমি নির্ম্মাল্য এনেছ, আমি মাদুলি তৈরী ক'রে এনে দিলাম, আমাদের ভশ্চায নির্ম্মাল্য মাদুলিতে ভ'রে দিলেন। হল তো সবই, কিন্তু ওই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে, তাই শুনি?

বেণু বলিল, দেখা যাক, আগে তোড়জোড় হোক তো, পরে সে ভাবনা ক'রব দাদু এলে। আপনার চান খাওয়া হ'য়ে গেছে?

রাজেন মিত্র বলিলেন, আহার আর কই হ'ল। কালীঘাটে গেছ—প্রসাদ নিশ্চয়ই আসবে—এই ভরসায় শুধু স্নান ক'রে তামাক খাচ্ছি। মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ও-সব পাঠ তো নেই, নেহাৎ কপালে জুটলই যদি—কেন আর—

বেণু প্রসাদ ও চরণামৃত আনিয়া দিল।

হাসিয়া বলিল, আপনি বেশ আছেন ছোটদাদু—

রাজেন মিত্র হাসিমুখে বলিলেন, আমরা সুবিধাবাদীর দল কিনা, দু'নৌকোয় পা দিয়ে রাখি। যখন যেটা ভারী বুঝি সেই-টাতেই ঠেলে উঠি। সব চেয়ে ভাল সুবিধাবাদীর দলে যোগ দেওয়া, অর্থাৎ—

বেণু বলিল, অর্থাৎ তাকে কোন দায় পোহাতে হয় না, কোন আদর্শও সামনে রাখার দরকার নেই, বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে মারামারি কাটাকাটিরও প্রয়োজন হয় না।

রাজেন মিত্র মাথা নাড়িলেন, কিছু না—কিছু রাখার দরকার নেই। আদর্শ, বৈশিষ্ট্য—ও-সব গালভরা কথা শিকেয় তুলে রাখ। ভাল ক'রে ভেবে দেখলে দেখবে—ও-সব একেবারে ভূয়ো, নেহাৎ কিছু না পেয়ে আঁকড়ে ধরে' থাকা। আমার মতে আমি ব'লব—ও-সব স্রেফ গাঁজাখুরি কথা, স্রেফ কল্পনা। আমি ব'লব, স্রোতে গা ভাসিয়ে ভেসে চল, না পাও কূল—তাতেই বা কি ?

বেণু হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না। সে নিজে আদর্শবাদী, তাই আদর্শবাদকে এমন করিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে চায় না।

বলিল, মানুষ সুবিধাবাদী হোক—সুবিধা নিয়ে কাজ করুক, তবু তার আদর্শ ভেঙে গুঁড়োনো চলে না। যার আদর্শ নেই সামনে, তাকে আমি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করি, ছোটদাদু।

মাথা হেলাইয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধ্যেও বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়। বুদ্ধির প্রাচুর্য্য তাদেরও কম নয়, কাজেই তাদের তুমি নেহাৎ ছোট ব'লতে পার না, দিদি। আমি দেখেছি আদর্শ রেখে বর্ত্তমান যুগে চ'লতে গেলে ঠকতেই হয় বেশী। কাজেই, ও সব বালাই না রাখাই ভাল। সব চেয়ে ভাল সুবিধাবাদীর দলে যোগ দেওয়া। দরকার হ'লে নাস্তিক হওয়া যায়—আবার ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণও চলে।

কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বেণুর রান্না-বান্না এখনও হয় নাই। তাই থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার খাওয়ার তদারক তো ক'রতে এলে, তোমার নিজের কি ব্যবস্থা হ'ল ?

বেণু বলিল, এখনই যা হয় ক'রে নিতে যাচ্ছি—আপনাকে প্রসাদটা দেওয়ার জন্য—

বাধা দিয়া রাজেন মিত্র ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, আর এক মিনিটও দেরী করা চ'লবে না, তুমি যাও ব'লছি। তোমার রান্নায় আমারও দু'টো চাল-ডাল মিলিয়ে নিয়ো। ঠাকুরের প্রসাদটা খেলাম কিনা, আজকের দিনটা আর—

খুসি হইয়া বেণু বলিল, বেশ, আমি নেমন্তন্ন ক'রে গেলাম—এখনি রান্না চড়াচ্ছি।

সে বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

আকাশে কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছেছিল।

বেণু জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আকাশের কালো বুকে বিদ্যুতের খেলা দেখিতেছিল :

এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত কালো মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল। জানালায় নীচে ফুলবাগানে বোধ হয় হেনা ফুটিয়াছে, তাহার গন্ধ ভিজা বাতাস ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত বহিয়া আনিতেছিল।

পথ দিয়া কে গাহিয়া চলিয়াছিল—

আবার যেন তোমায় ফিরে পাই
চোখে তোমায় হারিয়ে প্রিয়
মনের মাঝে চাই।

বেণু চোখ বুঝিল—

বার বার আবৃত্তি করিতেছিল—

চোখে তোমায় হারিয়ে প্রিয়
মনের মাঝে চাই

কিন্তু কাহাকে সে চাহিবে?

কোন্ সেই ছোটবেলায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তখনকার কথা মনে নাই। একখানি ফটো সে পাইয়াছিল পিতার বাক্সে। তাহাতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। তাহারা এখন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে—আকৃতি এবং প্রকৃতিতেও বটে।

স্বামী একবার আসিয়াছিল তাহার নিকটে। স্বামীর অধিকার লইয়া অতি কুণ্ঠিতচিত্তে সে কিছু অর্থ চাহিয়াছিল। বেণু সেদিন তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পর্য্যন্ত পারে নাই।

তবু সেই লোকটিকেই সে স্বামী বলিয়া জানে।

পিছনে শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া সে ফিরিল—

কে—কে তুমি—?

চীৎকার করিতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক হাত তুলিল, চুপ, আমি—আমি সত্রাজিত—

দরজাটা আগেই সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

বেণু সভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাহার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ তখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দেহ কাঁপিতেছে।

দাঁড়াইতে অসমর্থা বেণু একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

সত্রাজিত ঠিক তাহার সামনের চেয়ারে ভর দিয়া নিশব্দে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। সেও একটি কথা বলিল না। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব, মনে হয় না, ঘরে কোন লোক আছে।

বেণু মুখ হইতে হাত নামাইল, সত্রাজিতের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

স্থিরকণ্ঠে সে বলিল, অনেকদিন পর আবার তোমার কাছে এসেছি, বেণু—

কথা বলিতে গিয়া কোথায় যেন বাধিয়া যায়—বেণু নিজেকে সামলাইয়া লয়। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, আমি কাল তোমাকেই দাদুর

কারখানায় কাজ ক'রতে দেখে এসেছি না—? কিন্তু আমি তোমায় চিনতে পারিনি, তবু কেমন যেন একটু সন্দেহ হ'য়েছিল।

সত্রাজিত একটু হাসিল, বলিল, মাসখানেক থেকে ওখানে আমি সপ্তাহ হিসাবে কাজ ক'রছি। আমি তোমায় দেখেই চিনেছি, আর—

বাধা দিয়া ঘৃণাপূর্ণকণ্ঠে বেণু বলিল, এ কথাটা বলা মিথ্যে যে, তুমি কালই মাত্র আমায় ওখানে দেখেছ। তুমি বেশ জান, আমি রেঙ্গুন থেকে এখানে দাদুর কাছে এসেছি। জেনে শুনে বিশেষ কোন মতলবে তুমি আর কোথাও কাজ না নিয়ে দাদুর কারখানায়ই কাজ নিয়েছ।

সত্রাজিত শান্তকণ্ঠে ব ি ল, আমি একথা জানি যে, আমার কোন কথা তুমি বিশ্বাস ক'রবে না।

বেণু কেবলমাত্র বলিল, না, বিশ্বাস ক'রব না।

তাহার কঠিন মুখের দিকে তাকাইয়া সত্রাজিতও একটি কথা বলিতে পারিল না।

দেয়ালের ঘড়িটায় এগারোটা বাজিল—

বেণু চঞ্চল হইয়া উঠিল, সত্রাজিতের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, আজ এতকাল পর এসেছ কিছু আদায়ের জন্যই তো—অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে তোমার মত স্বামী যা চায়?

সত্রাজিতের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, সে মুখ নত করিল—

একটু পর সে মুখ তুলিল—

শান্তকণ্ঠে বলিল, ঠিকই অনুমান ক'রেছ, বেণু, স্ত্রীর কাছ থেকে আমার মত স্বামী যা চায়—অর্থাৎ টাকাকড়ি—গহনাপত্র এই সব। তোমার কাছ থেকে একবার নিয়েও গেছি এবং তাতেই যে তখনকার মত খেয়ে বেঁচেছি এ কথা অস্বীকার ক'রব না। আজও কেবল সপ্তাহ হিসাবে ক'টা করে টাকা নে'য়ার জন্যই যে তোমার দাদুর কারখানায় কাজ নিই নি তা'ও তুমি জান।

বেণু কঠিন কণ্ঠে বলিল, টাকা চাই, সেই মতলবেই এসেছ তো?

সত্রাজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, পরিহাস নয়, আমি আজ, তোমায় সত্য কথাই ব'লব, বেণু। একটু বসবার অনুমতি পাব কি?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে দাঁড়াইয়া আছে।

বেণুর মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিকৃত হইল, বলিল, ব'স।

সত্রাজিত বসিল—

রুমালে মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, একদিন ছাড়া আমি তোমার সামনে আসিনি। তোমার কাকার কাছে তবু দু'চারবার এসেছিলাম। আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে একদিন রেঙ্গুনের বাড়ীতে ভিখারীর মত তোমার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলাম, বেণু। দু'দিন অর্থাভাবে খেতে পাইনি।

মুহূর্ত্তমাত্র সে জানালা-পথে বাহিরের দিকে তাকাইল—বেণু টেবিলের উপর দুইটি হাত রাখিয়া করতলে গ্রীবাভার রাখিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার প্রতীক্ষমান দৃষ্টি দেখিয়া বুঝা যায়—সে সব কিছু জানিতে চায়।

সত্রাজিত চোখ ফিরাইল। বলিল, সেবার আমাদের চার জনের জেল হয়। অপরাধ একটা ডাকাতি। কেবল ডাকাতি নয়, রাজদ্রোহিতার অপরাধও ছিল। জেল থেকে আমরা সবাই পালাই। দু'তিনদিন না খেতে পেয়ে সাহস ক'রে তোমার কাকার কাছে আর-কিছু চাইতে না পেরে তোমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হই। তুমি তোমার গহনা দিয়ে সেবার আমায় বাঁচিয়েছিলে, আমি সেদিনকার কথা মোটেও ভুলিনি, বেণু।

বেণু জিজ্ঞাসা করিল, অতীতের সে-সব কথা আজ থাক,—রাত অনেক হ'য়েছে, আমি বিশ্রাম ক'রতে চাই। এখন তোমার কি দরকার, কি তোমার চাই, শুধু সেই কথাটা জানতে পারলেই বিশেষ সুখী হব। টাকা কিছু যে চাই তা জানি, সেটার পরিমাণ জানতে পারলে সুখী হব।

সে উঠিল—

সত্রাজিত বাধা দিল। বলিল, উঠতে হবে না, তুমি ব'স, আমার আরও কথা আছে।

বেণু বলিল, আমার আর বেশী কথা শোনবার মত মনের

অবস্থা নেই, ধৈর্য্যও আমার কম। আজ কত টাকা দরকার তোমার—একশো, দু'শো—

বাধা দিয়া সত্রাজিত বলিল, আজ তোমার সে ক্ষমতা আছে, তা জানি। মাস দুই আগে আমি রেঙ্গুনে ফিরে শুনলাম, তুমি এখানে তোমার দাদুর কাছে এসেছ। তোমারই জন্য আমি এসে তোমার দাদুর এখানকার ফ্যাক্টরীতে কাজ নিয়েছি। জানি সুযোগ বা সুবিধামত একদিন তোমার সঙ্গে কথা ব'লবার অবকাশ আমার হবেই।

বেণু বিরক্ত হইয়া বলিল, অনর্থক অনেক কথা ব'লছ। তোমার আসল কথা যা, আমায় সেইটুকু ব'ললেই ভাল হয়। বেশী কথা আমার ভাল লাগে না।

সত্রাজিত তাহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; শান্তকণ্ঠে বলিল, আমি বেশী কথা ব'লতে চাইনে। নেহাৎ যতটুকু বলা দরকার ততটুকুই ব'লছি, বেণু। তবু তুমি যদি তা না শুনতে চাও, সোজা একটা কথাই বলছি। আমি টাকা চাইনে, চাই তোমার দাদুর আয়রণ-চেষ্টের চাবি, যে চাবি তোমার কাছেই আছে।

আয়রণ-চেষ্টের চাবি !!

বেণুর সম্মুখে সারা পৃথিবী যেন কালো হইয়া গেল।

কুড়ি

শয্যাগতা বেণু—

শহরের বড় বড় ডাক্তার দু'বেলা আসা-যাওয়া করিতেন। লাহোর হইতে প্রিয়নাথ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রেঙ্গুনে ভবতোষকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; তিনি নাকি তিন মাসের ছুটি লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেজন্য তিনি আজও [illegible] নাই।

[illegible] শুশ্রূষা [illegible] বেণু [illegible]; [illegible] তাহাকে [illegible] হয়।

[illegible] শুইয়া বেণু সেই রাত্রিটার কথা ভাবে।

সেদিন [illegible] আকাশে নিকষ-কালো মেঘ, বিদ্যুতের আলো। প্রাচীর ডিঙাইয়া সত্রাজিত নিতান্ত দুঃসাহসীর মত এ-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। সে-রাত্রে রাজেন মিত্রও বাড়ী ছিলেন না, কোথায় গিয়াছিলেন। পরদিন সকালে ফিরিবার কথা।

সত্রাজিত কোন রকমে দাসদাসীর চোখ এড়াইয়া উপরে উঠিয়াছিল।

বেণু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

অমন সুন্দর আকৃতির অন্তরালে যে অতখানি কদর্য্যতা থাকিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সত্রাজিতকে সে কোনদিন ভাল করিয়া না দেখিলেও তাহাকে ঘৃণা করে নাই, আজও ঘৃণা করিতে পারে না ; তবুও ভয় হয়।

দাদুর আয়রণ-চেষ্টের চাবি যখন সে চাহিয়াছিল, তখন বেণু বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। কতক্ষণ সে একেবারে কথা বলিতেই পারে নাই। তাহার পর উঠিয়া যখন রুদ্ধদ্বার খুলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তখন সত্রাজিত আবার তাহাকে বাধা দিল।

বেণুর সামনে দাঁড়াইয়া সে কেবলমাত্র আদেশের সুরে বলিল, দাঁড়াও, দরজা খুলতে যেও না ব'লছি।

বেণু থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইল। একটু আগে যে-মুখের উপর সে শান্তভাব দেখিয়াছিল, সে-ভাব এখন আর দেখিতে পাইল না। একটা হিংস্রভাব সত্রাজিতের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাহসে ভর করিয়া বেণু বলিল, পথ ছাড়, আমি দরজা খুলব, সকলকে ডাকব।

সত্রাজিত বিদ্রূপের সুরে বলিল, তার মানে ? তুমি লোক ডেকে আমায় পুলিশে দেবে তো ? তারপর জানাবে আমি জেল-পলাতক আসামী ? জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তোমার দাদুর আয়রণ-চেষ্ট খুলতে এসেছি ? এ কথা ব'লতে পারবে, বেণু ?

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল, কেন ব'লতে পারব না, নিশ্চয়ই পারব।

সত্রাজিত বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলিল, আমিও তোমার কাছ থেকে ঠিক এই কথাটি শোনবার আশাই ক'রছি। কারণ, তুমি শিক্ষিতা, আধুনিক সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তা। স্বামীর সম্মান তোমার কাছে—

বেণু হাত তুলিল, ঘৃণাপূর্ণকণ্ঠে বলিল, চুপ। স্বামীর দাবী তোমার নেই, তা জান? যেটা সহজে পেতে সেটা স্বেচ্ছায় হারাচ্ছ মনে রেখ। আমার মতে তোমায় পুলিশের হাতে দেওয়াই উচিত, তাতে অন্ততঃ বাধ্য হ'য়েও তোমায় কিছুদিন পাপ কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

সত্রাজিত হাসিয়া উঠিল।

তাহার পর হাসি থামাইয়া গম্ভীরমুখে বলিল, জেলে যেতে আমার কোন আপত্তি হবে না, বেণু, কিন্তু তার আগে তোমার দাদুর আয়রণ-চেষ্টটা একবার দেখতে চাই। তুমি জান না আমরা যে-দলে আছি, সে-দলের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের মুক্তি। আমরা কর্ম্মী হিসাবে কাজ ক'রে চলেছি, আমাদের সাধনা সফল ক'রতে আমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ ক'রেছি। যদি তোমার দেশকে, তোমার জাতিকে তুমি এতটুকুও ভালবেসে থাক, বেণু, তবে আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রতে পার না! পুলিশের হাতে আমায় দিতে পার না।

রুক্ষকণ্ঠে বেণু বলিল, দেশ ও জাতিকে আমিও ভালবাসি, কিন্তু তাই ব'লে ডাকাতি বা চুরিকে আমি ক্ষমা ক'রতে পারিনে। দেশের মুক্তি যারা চায়, তারা চুরি-ডাকাতি ক'রবে কেন?

সত্রাজিত বলিল, আমাদের বাঁচার জন্য যে-টাকার দরকার, সে-টাকা আমাদের দেবে কে? দেশসেবার জন্য আমাদের টাকার দরকার, কারণ, খেতে হবে। টাকা না হ'লে কোন কাজ হবে না। বাধ্য হয়ে আমাদের চুরি-ডাকাতিও ক'রতে হয়, বেণু, খরচ সংগ্রহ ক'রতে হয়, একথাটা যদি জানতে, তাহ'লে তুমি এ প্রশ্ন ক'রতে পারতে না। যাক, অনর্থক রাত হয়ে যাচ্ছে, তুমি ব'লে দাও, চাবি কোথায় আছে। আমি তোমায় আর বিরক্ত ক'রতে চাইনে।

বেণুর মুহূর্ত্তে অভিভূতের ভাব কাটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে সে সত্রাজিতের দিকে তাকাইল। তাহার পর চোখ নামাইয়া বলিল, চাবি যদি আমি না দেই, যদি বলি, কোথায় চাবি আছে আমি জানিনে কিম্বা দাদু চাবি নিয়ে গেছেন?

সত্রাজিত বলিল, আমি যদি বলি চাবি তোমার কাছে থাকে, চাবি তিনি কোথাও নিয়ে যাননি, আর কারও কাছে রাখেন না? সহজে না দিতে চাও—আমার দিকে চাও—

বলিতে বলিতে সে কটিদেশ হইতে একটা রিভলবার বাহির করিল। বলিল, মনে ক'র না আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় পথ চলি। সহজে যদি না দিতে চাও কি ক'রব জান তো?

বেণু হাসিল। বলিল, গুলি করার ভয় দেখাচ্ছ? অনায়াসে তুমি গুলি চালাতে পার, খুন ক'রতে পার। তবু জেনো, ভয় পেয়ে আমি কিছুতেই চাবি তোমায় দেব না।

সত্রাজিত বিস্ফারিত চোখে তাহার দিকে চাহিল। উদ্যত রিভলবারটা আস্তে আস্তে নামাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, আমি তোমায় পরীক্ষা ক'রছিলাম, তোমায় ভয় দেখাচ্ছিলাম। আমি জোর ক'রে এখনই চাবি নিতে পারি। আমার মনে হয়, চাবি এই ঘরেই তোমার ঐ ড্রয়ারের মধ্যে আছে। আমার আজ টাকার বিশেষ দরকার, আর সে টাকাও সামান্য নয়। অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি জোর ক'রব না ভেবেছিলাম। কিন্তু উপায় নেই বেণু আমাকে বাঁচতে হবে। আজ যে-কোন-রকমে এখান থেকে মোটা টাকা নিয়ে গিয়ে ওদের দিতে হবে। এই কাজের ভার আমারই ঘাড়ে পড়েছে। যদি না নিয়ে যেতে পারি ওরা আমায় মারবে, চরমশাস্তি দেবে। এ-ই দলের আইন।

তাহার করুণ মুখখানার দিকে তাকাইয়া বেণু অকস্মাৎ নরম হইয়া পড়িল। বিবর্ণমুখে বলিল, কাকামণির কাছে শুনেছি, তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী—সেদিক দিয়ে চিন্তা ক'রে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আজ কোথায় তোমার স্থান ছিল, আর কোথায় তুমি গিয়েছ। দেশের সেবা, জাতির সেবা, চুরি-ডাকাতি ক'রে বা মানুষ না মেরেও করা যায়। তুমি তাই কর

না কেন? সৎ হয়ে জীবনযাপন করার মন নিয়ে ফিরে এস, আমার এখানে তুমি থাকতে পারবে।

সত্রাজিতের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, পারবে তুমি আমায় এখানে রাখতে? তোমার দাদু জিজ্ঞেস ক'রলে কি উত্তর দেবে? শুনেছি, তোমার বাবার খবর নিয়ে হয় তখনকার লেখাপড়ার সর্ত অনুসারে—

বাধা দিয়া বেণু অধৈর্য্য ভাবে বলিল, আঃ, সে-সব কথা যেতে দাও, আমি ব'লছি, আমি তোমায় এখানে রাখব। দাদু সব শুনেছেন, আমি তোমায় নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালে তিনি ক্ষমা ক'রবেনই, আর তোমায় নিশ্চয়ই গ্রহণ ক'রবেন।

সত্রাজিতের মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, তা হবে না, বেণু, আর তা হবে না। আমি স্বাক্ষর ক'রে এ দলে যোগ দিয়েছি, তাতে আমার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। আমার জীবন এখন আমার দলের হাতে।

সে দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

উঃ, আগে যদি জানতাম—

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

বেণুর সামনে দাঁড়াইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, থাক, আমাকে আর প্রলোভন দেখিয়ো না, বেণু, আমায় ভুলে যেতে দাও তুমি

আমার স্ত্রী, আমি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রতে পারি। আমার জীবন অবিবেচনার ফলে জ্বলে' পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, আমার দেহটাও এমনই ভাবে ছাই হবে জানি।

ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

অধৈর্য্যভাবে সত্রাজিত বলিল, আর দেরী নয়। কাল তোমার দাদু আসবেন, আজই আমায় কাজ শেষ ক'রতে হবে। চাবি দাও, বেণু।

বেণু নিঃশব্দে মাথা নাড়িল।

দেবে না ?

সত্রাজিতের কণ্ঠে গর্জ্জন।

আমায় বাঁচতে হবে, তোমাকেও বাঁচাতে হবে। কাজেই তোমার 'পরে যদি এতটুকু নির্য্যাতন করি, বেণু, আমায় ক্ষমা ক'রো। আজ আমি আমার কাজ সেরে চ'লে যাই, কাল তুমি সকলকে জানিয়ো—আমিই তোমার দাদুর টাকা নিয়ে পালিয়েছি।

সে ড্রয়ার খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বেণু তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আমি এখনই চীৎকার ক'রব—

সত্রাজিত তাহাকে জোর করিয়া সরাইবার চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বেণু পাশের দেয়ালের উপর গিয়া পড়িল। মাথায় আঘাত লাগিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তখন বেণুর দিকে তাকাইবার অবকাশ ছিল না। সত্রাজিত ড্রয়ার হইতে চাবি বাহির করিয়া পাশের ছোট কামরাটায় প্রবেশ করিল। এ-সব সন্ধান সে আগে হইতে রাখিয়াছিল, কাজেই কষ্ট পাইতে হইল না।

আধঘণ্টার মধ্যেই হাতের চামড়ার সুটকেসটা পূর্ণ করিয়া সত্রাজিত ড্রয়ারে চাবি রাখিয়া যখন বেণুর দিকে তাকাইল, তখনও সে তেমনইভাবে মূৰ্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া আছে।

চলিয়া যাইতে গিয়া সত্রাজিত ফিরিল। বেণুর পাশে বসিল।

তাহার চোখে করুণ দৃষ্টি—

রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল, বেণু!

তাহার পর নত হইল, বেণুর ললাটে ওষ্ঠ ঠেকিতেই সত্রাজিত বাণাহতের মত লাফাইয়া উঠিল। আর সে পিছনে ফিরিল না, সুটকেসটা হাতে লইয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর কেহই কিছুই জানিল না। বাহিরের অবিরত বৃষ্টি বর্ষনের শব্দের মধ্যে তাহার আসা-যাওয়ার পদশব্দ গোপন রহিয়া গেল।

একুশ

প্রিয়নাথ বাড়ীতেই আছেন। একদিন মাত্র তিনি টালিগঞ্জের কারখানায় এক ঘণ্টার জন্য গিয়াছিলেন। ডায়মণ্ডহারবারে মিঃ ড্যানিয়েলই যাতায়াত করেন।

রাজেন মিত্র সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন, নার্শের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন।

প্রিয়নাথ দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার বেণুর ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া যান। যে কয়দিন বেণু মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়াছিল, সে কয়দিন প্রিয়নাথ উন্মত্তের মত বাহিরেই ঘুরিয়াছেন, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাঁহার হয় না।

রাজেন মিত্রের হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আর্ত্তকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বেণু বাঁচবে রাজেন, ওর কিছু হবে না তো?

রাজেন মিত্র প্রবোধ দিয়াছিলেন, ভাল হবে বই কি? শরীরটা বোধ হয় খারাপ ছিল, কিরকম ভাবে মাথা ঘুরে' পড়ে' গিয়ে মাথায় লেগে এই কাণ্ডটা হ'য়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লেই ভাল হ'য়ে যাবে।

রাজেন মিত্রের হাত দু'খানা ছাড়িয়া দিয়া নিজের হাত কচলাইতে কচলাইতে প্রিয়নাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, আমি

কিন্তু সইতে পারছিনে, রাজেন, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'চ্ছে, আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় এসেছে, আমার সব পাপের এবার কঠিনতম প্রায়শ্চিত্ত সুরু হ'ল। আজ আমার মনে হ'চ্ছে, আমার পতিব্রতা স্ত্রীর কায়া—যে আমাকে ছাড়া জানত না, আমারই দেওয়া আঘাতে সে জীবন হারিয়েছে।

জীবনভর যে-সব কাজ তিনি করিয়াছেন, আজ নির্জনে বসিয়া প্রিয়নাথ সে-সব কথাই ভাবেন। এ কয়দিন তিনি কাহারও সহিত দেখা করেন নাই। আদেশমত দ্বারোয়ান সকলকে বাহির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

বেণু একটু ভাল হইয়াছে।

আনন্দে প্রিয়নাথের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। বেণুর কাছে বসিয়া দুই একটা কথা বলিয়া বাহিরে আসিতেই রাজেন মিত্রকে দেখিতে পাইলেন।

রুমালে মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, বেণু আজ অনেকটা ভাল আছে, রাজেন, বেশ কথাবার্তা ব'ললে।

রাজেন মিত্র সোৎসাহে বলিলেন, আমি তো গোড়া থেকেই ব'লে আসছি, কোন ভয় নেই। ব্রেণে বড় বেশী রকম শক লেগেছে। ডাক্তার কোনরকম বিরক্ত ক'রতে বারণ ক'রেছিলেন; তাই তোমাকে আসতে বারণ ক'রেছিলাম। এ কয়দিন তোমার না আসাই ভাল হ'য়েছে। এতদিন যেরকম

অবস্থা গেছে, তাতে তুমি আরো বেশীরকম অস্থির হ'য়ে উঠতে।

সেদিন প্রিয়নাথ টালিগঞ্জের কারখানা দেখিতে গেলেন। সকালে মিঃ স্যানিয়েল বেণুকে দেখিতে আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন, ডায়মণ্ডহারবারের কারখানায় শ্রমিকেরা তাহাদের পারিশ্রমিক বাড়াইয়া দিবার জন্য জিদ ধরিয়াছে। অসন্তোষ তাহাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, এখনই যদি তাহাদের কোন ব্যবস্থা না করা যায়, তবে কারখানা হয় তো বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রিয়নাথ বলিয়াছেন, বেণু একটু ভাল হইলেই তিনি যাইবেন এবং শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ শুনিবেন।

টালিগঞ্জের কারখানা বেশ ভালই চলিতেছে। কয়েকজন লোক কেবল কাজে আসিতেছে না। তাহারা আজ কয়দিন হইতেই আসে নাই। এই অভিযোগ শুনিয়া প্রিয়নাথ কেবল বলিলেন, হুঁ।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তিনি নার্শের কাছে খোঁজ লইয়া জানিলেন, বেণু ভালই আছে, সে এখনই উঠিতে চায়, নার্শ উঠিতে দেয় নাই।

স্নানান্তে প্রিয়নাথ বেণুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেণু তখন চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল।

প্রিয়নাথের সাড়া পাইয়া সে চোখ মেলিল এবং তাহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ললাটে হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কেমন আছ, দিদি?

বেণু উত্তর দিল, বেশ ভাল আছি, দাদু। আমার মনে হ'চ্ছে আমি এখন বেশ হেঁটে বেড়াতে পারব। নার্শ আমায় জোর ক'রে শুইয়ে রেখেছে, ব'লছে আমায় নাকি আরও দু'চার দিন উঠতে দেওয়া হবে না।

প্রিয়নাথ নার্শের পানে চাহিলেন। নার্শ সবিনয়ে জানাইল, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি আরও দুই-চার দিন রোগিণীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই সে রোগিণীকে উঠিতে দিতে রাজী নয়।

দরজার বাহির হইতে খানসামা রহিমের সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, খানা দেওয়া হয়েছে, সাহেব—

বেণু ব্যস্ত হইয়া বলিল, আপনার এখনও খাওয়া হয় নি, দাদু?

প্রিয়নাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, সকালবেলায় টালিগঞ্জ গেছলাম কিনা, ফিরতে দেরী হ'য়ে গেল। মাসখানেক আগে ওখানে তিন-চারজন লোক কাজে লেগেছিল। তার মধ্যে একটি ছেলে ছিল সে এই এক মাসেই এত সুন্দর কাজ দেখিয়েছিল যে, তার ওপর অনেকটা ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। অমরের মুখে শুনলাম, তারা কয়জনই

নাকি উইদাউট নোটিশে চ'লে গেছে। কোথায় গেল, কেন গেল, কিছুই জানিয়ে যায় নি। কাজেই, আজ সেখানে রীতিমত এনকোয়ারী ক'রতে হ'ল। তাই অনেকটা দেরী হ'য়ে গেছে।

বেণুর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল—

সে পাশ ফিরিতে ফিরিতে বিকৃতকণ্ঠে বলিল, বেলাও তো কম হ'ল না, দাদু. তিনটে বেজে গেছে, আগে খাওয়াটা সেরে নিন গিয়ে। এরকম অনিয়মে ক'রলে শরীর টিকবে না যে।

প্রাণনাথ উত্তর দিলেন, কিছুই হবে না, দিদি, এমনি অনিয়মের মধ্যেই এ দেহ গড়ে উঠেছে, বরং নিয়ম মেনে চ'ললেই আমার শরীর খারাপ হ'য়ে যায়। আচ্ছা, আমি চ'ললাম, তুমি বরং একটু ঘুমোও, আমি সন্ধ্যার দিকে আসব'খন।

তিনি চলিয়া গেলেন।

নার্শ গ্লাসে ঔষধ আনিয়া দাঁড়াইল: ওষুধ খাওয়ার সময় হ'য়েছে, এটা খেয়ে নিন।

বিরক্ত হইয়া বেণু বলিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ আর পথ্য খেতে আর পারা যায় না, নার্শ। আমি বেশ সুস্থ হ'য়েছি, তবু আপনারা আমায় মুক্তি দেবেন না। এর নাম শুশ্রূষা নয়, সেবা নয়, দারুণ অত্যাচার—দিন।

নার্শ ওষুধ দিল।

বেণু চোখ বুজিয়া বলিল, আর এখন পথ্য খাওয়ার বালাই নেই তো? আমায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার একটু ঘুমোতে দিন।

সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, দাদু এখনও আয়রণ-চেষ্ট খোলেন নাই। বেণুর অসুখে তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সাংসারিক কোন কাজে এ কয়দিন তিনি হাত দেন নাই। এইবার বেণু আরাম হইয়াছে, নিশ্চিন্তমনে তিনি কাজে যোগ দিবেন। তারপর যখন দেখিবেন আয়রণ-চেষ্ট শূন্য পড়িয়া আছে, তখন কি করিবেন?

বেণু ভাবিতে পারে না, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে।

রাজেন মিত্র বৈকালে আসিয়া বসিলেন।

প্রতিদিন সকল সময়ে তিনি আসেন, পাঁচটা গল্প করেন, তাঁহার গল্প শুনিয়া বেণু পুলকিত হইয়া উঠে। এই সরল-হৃদয় বৃদ্ধটিকে তাহার বড় ভাল লাগে। তাঁহার তামাক খাওয়াটাও সে পছন্দ করে। প্রথমদিন নার্শ রোগিণীর ঘরে তামাক খাওয়ায় আপত্তি করিয়াছিল। বেণু সে-আপত্তি শোনে নাই। সে লক্ষ্য করিয়াছিল, তামাক না খাইতে পাইলে রাজেন মিত্রের মুখে গল্প আসে না, তাই সে এ ঘরে তাঁহার তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

তামাক খাইতে খাইতে রাজেন মিত্র বলিলেন, আর

দু'-একদিন পরই তোমায় উঠতে দেওয়া হবে, দিদিমণি। নাশ
ব'লছিল তুমি নাকি কিছুতেই শুয়ে থাকতে চাইছ না
ওরকম ক'রলে কি চলে? শুয়ে থাকতে দিব্যি আরাম। আমায়
কেউ যদি বলে—তুমি দিন-রাত শুয়ে থাক, আমি শুয়ে তে
থাকবই তা ছাড়া চোখ পর্য্যন্ত মেলব না, বুঝলে?

বেণু হাসিমুখে বলিল, পারবেন থাকতে?

রাজেন মিত্র উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই পারব। তবে শোন
একটা ঘটনা। তোমার দাদুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সেই এতটুকু
বয়স থেকে—তা জান তো? একবার বাজি রেখে আমি
সাতদিন বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম, তোমার দাদু সেই
সাতদিন সমান আমায় পাহারা দিয়েছে, আমার তদ্বির ক'রেছে।

বেণু এবার স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, তা'হলে দুজনেই শাস্তি
ভোগ ক'রেছেন বলুন।

রাজেন মিত্র বলিলেন, আমার ব্যাপারটাকে শাস্তি ব'লতে
পার না। আমি তো দিব্যি আরাম ক'রে শুয়ে ছিলাম চোখ বুজে।
শাস্তি হ'য়েছিল প্রিয়নাথের। সাতটা দিন সমান কাছে ব'সে
দু'টো চোখ আমার মুখের দিকে রাখতে হ'য়েছিল।

বলিতে বলিতে তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন। বেণুও
হাসিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, বাজির পুরস্কার কি পেলেন?

রাজেন মিত্র বলিলেন, কিছুই না। শুধু মুখের কথা—পারব

কি পারব না এইটাই দেখা। পারলাম যখন তখন তোমার দাত্ জিজ্ঞেস ক'রলেন কি চাই? ব'ললাম তোমার কাছে থাকতে চাই। সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা। মাঝে দিনকতক ছাড়াছাড়ি হ'য়েছিল সংসার পেতে। ভগবান উপযুক্ত বিচারও ক'রলেন। তাই মাঝে যারা এসেছিল তারা সব কোথায় সরে' গেল। আবার আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়ালাম। এখন মনে হয় একমাত্র মরণ ছাড়া আর কেউ আমাদের তফাৎ ক'রতে পারবে না, দিদিমণি, আমরা ঠিক এমনি থাকতে পারব।

অপূর্ব্ব বন্ধুপ্রীতি!

বেণুর দুই চোখ সজল হইয়া উঠে।

বাইশ

আয়রণ-চেষ্ট খুলিয়া প্রিয়নাথের চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছিল। উন্মত্তের মত তিনি আতিপাতি করিয়া অবশেষে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

পাশের ঘরে তাঁহারই প্রতীক্ষায় রাজেন মিত্র বসিয়া ছিলেন। বাহিরে মোটর প্রস্তুত। এখনই ডায়মণ্ডহারবারে যাইতে হইবে। মিঃ স্যানিয়েল কাল হইতে ডায়মণ্ডহারবারে থাকিয়া গিয়াছেন, —ফিরিতে পারেন নাই।

কারখানায় গোলমাল অত্যন্ত বেশী। সকালে মিঃ স্থানিয়েল ফোন করিয়াছেন, এই মুহূর্ত্তে টাকার দরকার, প্রিয়নাথ এখনই টাকা লইয়া আসুন, নচেৎ শ্রমিকদের সংযত করা বা কাজে লাগান যাইবে না।

এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করার যো নাই। রাজেন মিত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন।

একবার তিনি কাশিয়া সাড়া দিলেন। কোনও শব্দ না পাইয়া ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না।

অবশেষে তিনি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রিয়নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া রাজেন মিত্র বলিলেন, কি হ'য়েছে প্রিয়নাথ, এমন ক'রে ব'সে রয়েছ যে ?

প্রিয়নাথ মুখ তুলিলেন। একটু হাসির রেখা তাঁহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। একটি কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

রাজেন মিত্র সন্দিগ্ধভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বল দেখি ?

প্রিয়নাথ ললাটে হাত দিলেন, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, রাজেন।

উৎকন্ঠিত রাজেন মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তার মানে ?

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, মানে খুব সোজা। এই আয়রণ-

চেষ্টে আমি লাহোর যাওয়ার সময় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে রেখেছিলাম, সে-টাকা নেই।

পঁচিশ হাজার টাকা চুরি গেছে?

রাজেন মিত্রের দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, টাকাই নেই—আর, কেউ যখন ব'লে নেয় নি তখন চুরি গেছে ব'লেই জানতে হবে, রাজেন।

তিনি নীরবে আয়রণ-চেষ্টের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রাজেন মিত্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, তুমি সর, আমি একবার খুঁজে দেখি।

হতাশার হাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, তুমি অবশ্য দেখতে পার, কিন্তু কিছুই যে মিলবে না তা ঠিক জেন। পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলাম, দশখানা হাজার টাকার নোট ছিল, একশো টাকার নোট আর দশ টাকার নোট মিলে আর পনের হাজার। এ-টাকা আমি তুলে এনে রেখেছিলাম মজুরদেরই জন্য—এ ছাড়া—দাঁড়াও রাজেন, এতে আমার আরো জিনিস ছিল। আমার স্ত্রীর নেকলেস আর আংটি, যা আমি বেণুকে বিয়ের সময় উপহার দেব ব'লে রেখেছি।

আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া আয়রণ-চেষ্ট খুঁজিতে গেলেন। একটা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত কৌটা তুলিয়া সেটা খুঁজিয়া দেখা গেল, তাহার ভিতর কিছু নাই। ললাটে করাঘাত করিয়া

বিবর্ণমুখে প্রিয়নাথ বলিলেন, কিছু নেই, আমার সব গেছে, রাজেন।

বহুমূল্য হীরক, নেকলেস ও আংটি। বৃদ্ধ প্রিয়নাথ এই নেকলেস ও আংটি কন্যাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই; দৌহিত্রীর জন্য এ পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

মনের সন্দেহ মিটে না। হয় তো ভুল করিয়া আর কোথাও রাখিয়াছেন ভাবিয়া রাজেন মিত্র নিজে খুঁজিলেন। কোথাও কিছু নাই।

তিনি বলিলেন, এখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, প্রিয়নাথ, আমি খবরটা দিয়ে আসি।

গমনোদ্যত রাজেন মিত্রের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, না :—

না মানে ?

রাজেন মিত্র একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, এত-সব জিনিস আয়রণ-চেষ্ট থেকে চুরি গেল, তবু তুমি পুলিশে খবর দিতে চাও না ?

প্রিয়নাথ বলিলেন, তবুও না। কেন 'না' ব'লছি সেটা তুমি ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, রাজেন। একটু ব'স, শান্তচিত্ত হ'য়ে ভেবে দেখ, তারপর পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কিনা ঠিক কর।

রাজেন মিত্র তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, বল শুনি, কেন তুমি পুলিশে খবর দিতে চাও না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, চাইনে এইজন্য—আয়রণ-চেষ্ট যেমন বন্ধ করা ছিল তেমনি বন্ধ আছে। চাবি বেণু যেমন তার ড্রয়ারে রেখেছিল, তেমনি আছে; অথচ আয়রণ-চেষ্টে কিছু নেই। পুলিশ এসে প্রথমেই এই সূত্র ধ'রবে। বেণুকে যে এ জন্য কিছু সইতে হয়, এটা আমি মোটেই ইচ্ছে করিনে, তা বুঝতে পারছ?

রাজেন মিত্র মুখখানা বিবর্ণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্যাপার কিন্তু এইখানেই চুকিল না। বেণুকে না জানানর মতলব থাকিলেও বেণু জানিতে পারিল।

ডায়মণ্ডহারবারে তখনই যাওয়া হইল না। প্রিয়নাথ রাজেন মিত্রকে লইয়া ব্যাঙ্কে টাকা তুলিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

বেণু সবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় অতি ব্যস্তভাবে মিঃ স্যানিয়েল আসিয়া পড়িলেন।

কোথায় গেলেন এঁরা—দাদু, ছোটদাদু?

বেণু উত্তর দিল, আমায় তাঁরা কিছুই ব'লে জাননি, মিঃ স্যানিয়েল। কিন্তু আপনি এ ভাবে এলেন কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। শুনলাম ওখানকার কারখানায় শ্রমিকেরা ষ্ট্রাইক ক'রেছে, আপনি তাদের শান্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন। আজ এমন সময়ে আপনার আসার কথা ছিল না তো! দাদু তো কিছু বলেন নি!

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ললাটের ঘাম মুছিতে

মুছিতে হতাশকণ্ঠে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, ন'টার মধ্যে তাঁর টাকা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, এগারোটা বেজে গেছে, এখনও তিনি পৌঁছোন নি। শ্রমিকেরা এত উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে যে তাদের সংযত রাখতে পারিনি। তাই আমি চ'লে এসেছি। এ সময় টাকা নিয়ে তাঁর সেখানে যাওয়াও উচিত নয়। টাকা তো যাবেই, তা ছাড়া তাঁর জীবনের আশঙ্কাও আছে। সেই খবরটা আমি দিতে এসেছি।

কি সর্ব্বনাশ—

কাঁপিতে কাঁপিতে বেণু বসিয়া পড়িল। হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, তবে কি দাদু সেখানেই গেছেন? ছোটদাদুও তাঁর সঙ্গে আছেন। দু'জনে মিলে কি ক'রছেন, তা আমায় কিছুই জানান নি।

দেখি কোথায় গেলেন—

মিঃ স্যানিয়েল উঠিয়া পড়িলেন।

দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া মিঃ স্যানিয়েল আবার ফিরিলেন:

একটা কথা ব'লে যাই, বেণুদেবী। ওঁরা যদি এর মধ্যে ফেরেন, ডায়মণ্ডহারবারে যেতে বারণ ক'রবেন। আমার কাছে সংবাদ না পেয়ে যেন না যান। ব'লে দেবেন, ওখানে কারখানার লোকেরা এত ক্ষেপে গেছে, তাঁকে দেখলেই আক্রমণ ক'রবে। তিনি সে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না।

উদ্বিগ্ন হইয়া বেণু বলিল, ওখানকার ম্যানেজার ও অন্য কর্ম্মচারীরা সব কোথায় ?

মিঃ স্যানিয়েল উত্তর দিলেন, তারা পালিয়েছে।

বেণু ব্যস্ত স্যানিয়েলের পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বলিল, কিন্তু আপনি—আপনিও তো ওখানে নিরাপদ নন, মিঃ স্যানিয়েল ?

বেণুর কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা।

মিঃ স্যানিয়েল মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, মোটেই নয়, বেণুদেবী।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে বেণু বলিল, তবু আপনি যাচ্ছেন কেন ?

বারান্দার নীচে নামিতে নামিতে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, তবুও আমায় যেতে হবে। ওরা বেলা একটার মধ্যে ওদের প্রশ্নের উত্তর চায়। আমায় গিয়ে উত্তর দিতে হবে। আমার জন্য ভাববেন না, বেণুদেবী, দাদুকেও ব্যস্ত হ'তে বারণ ক'রবেন।

তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন। শোফারকে আদেশ দিলেন, চালাও—ডায়মণ্ডহারবার।

মোটরে ঘস্ ঘস্ শব্দ হইল, তাহার পরই একটা গতিশীল শব্দ করিল।

উদাসদৃষ্টিতে বেণু তাকাইয়া রহিল।

তেইশ

কারখানার গোলমাল মিটিল পুলিশের সাহায্যে।

প্রিয়নাথ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া বাড়ী ফিরেন নাই। বরাবর ডায়মণ্ডহারবারে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ততক্ষণ মিঃ স্যানিয়েল পুলিশের সাহায্য লইয়াছেন।

কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা কতকটা শান্ত হইয়া পড়িল। ইহার পর প্রিয়নাথ গিয়া তাহাদের দাবী মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সেদিনই তাহাদের সে সপ্তাহের পাওনা মিটাইয়া অগ্রিম এক সপ্তাহের পারিশ্রমিক দিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর অভুক্ত অক্লান্ত প্রিয়নাথ ও রাজের মিত্র কলিকাতায় ফিরিলেন।

মিঃ স্যানিয়েল ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণে আহত হইয়াছিলেন। তাহাকে প্রিয়নাথ তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাড়ী ফিরিবার সময় মেডিক্যাল কলেজে খোঁজ লইয়া জানিলেন, রোগীকে একটা কেবিনে রাখা হইয়াছে। নার্শের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য রাজেন মিত্রকে হাঁসপাতালে রাখিয়া প্রিয়নাথ বাড়ী ফিরিলেন।

শুষ্কমুখে বেণু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আজ সারাদিন স্নানাহার হ'ল না, দাদু।

প্রিয়নাথ একটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে বলিল, স্নানাহার করার মত সময় ছিল না, বেণু। তবু দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। আর খানিক দেরী ক'রে গেলে অমরকে পেতাম না; আমার কারখানার একটি জিনিসও থাকত না, পুড়িয়ে ওরা ছাই ক'রে দিত।

বেণু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, মিঃ স্যানিয়েলের কি হ'য়েছে? আপনারা যখন বাড়ী ছিলেন না, মিঃ স্যানিয়েল সে সময় এসেছিলেন। ব'লে গেলেন—আপনারা যেন না যান, তাহ'লে বিপদে পড়তে হবে—

বাধা দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সে অতবড় আঘাতটা নিজের মাথায় নিয়েছে, দিদি। আমি পৌঁছোনমাত্র কে যে একটা লাঠি ছুঁড়েছিল, সেই লাঠি সামলাতে গিয়ে তারই মাথায় লাঠি পড়েছে।

বেণু নির্ব্বাক হইয়া গেল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, অবশ্য পুলিশ সেই মুহূর্ত্তে জনতা ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে। ওদের কয়েকজন সর্দ্দারকেও গ্রেপ্তার ক'রলে! কিন্তু বেচারা অমর!

বেণু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর ব্যবস্থা কি ক'রলেন?

প্রিয়নাথ বলিলেন, তাকে তখনই মূর্চ্ছিত অবস্থায় মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখনও ফেরবার মুখে খোঁজ নিয়ে এলাম—তার জ্ঞান হয়নি। মাথায় বড় বেশী রকম লেগেছে

ব'লে সহজে জ্ঞান আসছে না। ডাক্তারেরা ব'লছেন, ভয়ের কারণ নেই। নার্শ বা অন্য কোন ব্যবস্থা করার জন্য রাজেনকে ওখানে রেখে এলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বেণু জিজ্ঞাসা করিল, ওখানকার গোলমাল মিটে গেছে?

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, উপস্থিত তো মিটল, এর পর আবার কি হবে তা কি ক'রে বলব বল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিলেন।

স্নান সারিয়া আসিয়া যখন তিনি আহারে বসিলেন, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

বেণু নিকটে বসিয়া ছিল। আজকাল প্রিয়নাথের আহারের সময় সে দুইবেলাই নিকটে থাকে।

আহার করিতে করিতে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, একটা কথা বলি, বেণু। আমি যে চাবিটা তোমার কাছে রেখে লাহোরে গিয়েছিলাম, সে চাবি কি বরাবর তোমার ড্রয়ারেই ছিল?

বেণুর বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠে।

ম্লানমুখে সে বলিল, বরাবর ওখানেই ছিল, দাদু, আমি যতদিন ভাল ছিলাম দেখেছি। অসুখ হ'য়ে আর দেখতে পাই নি।

প্রিয়নাথ বলিলেন, তোমার যে-রাত্রে অসুখ হ'য়েছে, তার

পরদিনই আমি এসে চাবি নিয়েছি। কাজেই, পরদিন থেকে আর কারও হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। রহস্যটা এইখানে যে—

তিনি থামিয়া গেলেন।

ম্লানমুখে ব্যগ্রকণ্ঠে বেণু বলিল, চাবি নিয়ে কোন গোলমাল হ'য়েছে, দাদু ?

প্রিয়নাথ মলিন হাসিয়া বলিলেন, হ'য়েছে একটু—আয়রণ-চেষ্ট কেউ খুলেছিল—ওর মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা আর একটা ডায়মণ্ড, নেকলেস আর আংটি খুঁজে পাচ্ছিনে।

বেণু একেবারে শুকাইয়া উঠিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাদু বলিলেন, টাকার অভাব আমার নেই, অমন অনেক পঁচিশ হাজার টাকা তোমার দাদুর আছে ; কিন্তু যে হার আর আংটিটা গেছে তা আর পাব না, বেণু। এই দু'টি জিনিষ তোমার দিদিমাকে আমি দিয়েছিলাম। সে একদিন মাত্র পরেছিল, তারপর তুলে রেখেছিল। আমি তোমার মাকেও কোনদিন এ দু'টি জিনিস দিতে পারিনি, রেখেছিলাম তোমারই জন্য। ভেবেছিলাম আমার নাতজামাই—যেদিন আসবে সেদিন ওই নেকলেস আর আংটি তোমার স্বর্গগত দিদিমার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ তোমায় পরিয়ে দেব। চোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে ওই দু'টি রেখে গেল না কেন, আমি তাই ভাবছি।

তাঁহার আহার যখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময় রাজেন মিত্র আসিয়া পৌঁছাইলেন।

হাসপাতালে দুইজন ইউরোপীয়ান নার্শের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। আহতের এইমাত্র জ্ঞান ফিরিয়াছে, দুই একটা কথাও তিনি বলিয়াছেন।

খুসি হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, যাক একটা দুশ্চিন্তা দূর হ'ল। আমার ভারী ভাবনা হ'য়েছিল অমরের জন্য। বেচারা যে আমার জন্যই বিপদগ্রস্ত হ'য়েছে, একথা আমি ভুলতে পারছিনে, রাজেন। ভগবান ওকে ভাল ক'রে দিলে আমি সত্যই আরাম পাব—পরম শান্তি পাব।

প্রিয়নাথের মুখে ভগবানের নাম—

রাজেন মিত্র একাই বিস্মিত হন নাই, বেণুও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

ইহারই কয়েকদিন পরের কথা।

অন্যমনস্কভাবে বেণু ড্রয়ার খুলিয়া পত্র লিখিবার কাগজ বাহির করিতেছিল। অনেকদিন পর সে ড্রয়ার খুলিল। এক দিন প্রিয়নাথের হাত হইতে চাবি লইয়া সে ড্রয়ারে রাখিয়াছিল, তাহার পর আর সে ড্রয়ারে হাত দেয় নাই।

আজই প্রথম সে ড্রয়ারে হাত দিল।

প্যাডখানা খুঁজিতে গিয়া হাত পড়িল একটা কৌটার উপর। এ কৌটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোনদিন যে সে এই কৌটা ড্রয়ারে রখিয়াছে তাহা মনে পড়ে না।

অন্যমনস্কভাবেই সে কৌটা খুলিল।

কৌটার মধ্যে চিক্‌মিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল কয়েকখানি হীরকখণ্ড—যাহার জ্যোতিতে বেণুর চোখ হঠাৎ ধাঁধিয়া গেল।

একি !

স্তম্ভিত চোখে বেণু দেখিল, একটি নেকলেস ও একটি আংটি। একখানা ছোট পত্রও তাহার সহিত রহিয়াছে।

কম্পিত হস্তে বেণু পত্র খুলিল।

পত্র সত্রাজিতের। সে লিখিয়াছে—

বড় তাড়াতাড়ি, সময় নেই তবুও দু'চার কথা ব'লে বিদায় নিচ্ছি।

চোরের স্বভাব জান? লোভের জিনিস সামনে থাকলে তার হাত নিসপিস করে। মনের ভিতর দুর্দ্দমনীয় লোভ জাগে।

আবশ্যক টাকা তুলে নিতে গিয়ে চোখে পড়ল এই আংটি আর নেকলেস। লোভ সামলাতে পারলাম না, তুলে নিলাম। এ ঘরে এসে দেখলাম মেঝেয় মূর্চ্ছিতা পড়ে র'য়েছ তুমি।

আমার হাতে নেকলেস ও আংটি—

আমার মনে হ'ল এ কার জিনিস নিয়ে যাচ্ছি? তোমার জিনিসে আমার অধিকার নেই। আমি সেই টাকাই নিয়ে চ'ললাম। তোমার জিনিস ড্রয়ারে রেখে গেলাম। তুমি ড্রয়ার খুললেই পাবে।

অক্ষম স্বামীর অপরাধ ক্ষমা ক'র। আমার পতিত আত্মার জন্য প্রার্থনা ক'র, বেণু। আমি পরজন্ম মানি। আমিও প্রার্থনা ক'রছি, যে জন্মে যেন তোমার উপযুক্ত স্বামী হ'য়েই আসতে পারি। এ জন্মে যা ক'রতে পারলাম না, পরজন্মে যেন তা পারি।

ইতি—

এই সেই নেকলেস ও আংটি!

প্রায় পনের মিনিট বেণু স্তম্ভিতভাবে পলকহীন নেত্রে কৌটাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

দাদু টাকার জন্য অধীর হন নাই, এমন কত টাকা তাঁহার আসিয়াছে—গিয়াছে। তিনি সে লাভ-ক্ষতি মনেও করেন নাই। এই নেকলেস ও আংটির জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। যে-কোন-রকমে এ-দু'টি পাইলে তাঁহার সকল কষ্ট দূর হইয়া যায়।

বেণু এখন তাঁহাকে কি করিয়া জানাইবে—তাঁহার অপহৃত জিনিস পাওয়া গিয়াছে, আয়রণ-চেস্ট ছাড়িয়া তাহারই ড্রয়ারে স্থান পাইয়াছে?

তিনি নিশ্চয়ই জানিতে চাহিবেন, এগুলি কেমন করিয়া ড্রয়ারে আসিল। তখন—

বেণু আর ভাবিতে পারে না, দুর্ব্বল মাথা ঘুরিতে থাকে।

আস্তে আস্তে সে কৌটাটি বন্ধ করিয়া আবার ড্রয়ারে রাখিয়া দিল।

চব্বিশ

সেদিন অকস্মাৎ উমা আসিয়া পড়িল।

তারকেশ্বরে নাকি তাহার মানসিক পূজা ছিল, সেই পূজা দিতে গ্রাম হইতে সে আসিয়াছে।

সন্ধান করিয়া সে প্রিয়নাথের বাড়ী আসিয়া উঠিল।

বেণুকে দেখিয়া সে চিনিতে পারে না—

বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, এ কি চেহারা হ'য়েছে, দিদি! আপনাকে দেখে আর যে চেনা যাচ্ছে না, কি হ'য়েছিল আপনার?

বেণু শুষ্ক হাসিয়া বলিল, অসুখ হ'য়েছিল কিনা—অসুখ হ'লে কার চেহারাই বা ভাল থাকে বল।

উমা বলিল, বাবাঃ, আমরা গাঁয়ে থাকি, সেখানে না হয় অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে, ক'লকাতায় এত আরাম, সুখ-সুবিধার মধ্যে থেকেও যদি অসুখে পড়েন তা হ'লে—

বেণু বলিল, ওইখানেই ভুল ক'রলে উমা। অর্থ-সম্পদ থাকলেই মানুষ যদি ভাল থাকত, সুখে থাকত—তা হ'লে তো কথাই ছিল না। অন্তর যার রিক্ততায় ভরে' থাকে—

বলিতে বলিতে সে কথার মোড় ফিরাইল, যাক্, ও-সব কথা যেতে দাও। সত্যি কথা বলি। অসুখ হ'য়েছিল কিনা, তাই রোগা দেখছ, আর কিছুই নয়। তোমাদের সব ভাল তো, আর কোন গোলমাল নেই?

উমা বলিল, আর কি গোলমাল হ'তে পারে, দিদি, আপনি যখন নিজে সব ভার নিয়েছেন আর কারও ক্ষমতা নেই একটা কথা বলে। ম্যানেজার মশাই ওঁকে নিজের অ্যাসিষ্টাণ্ট ক'রে নিয়েছেন। যা-হোক ক'রে সংসারটা দাঁড়িয়ে গেছে শুধু আপনারই আশীর্ব্বাদে।

তাহার পর সে আস্তে আস্তে অঞ্চল হইতে একটু প্রসাদ বাহির করিল, বলিল, একটু প্রসাদ দিতে এসেছি, দিদি। জানিনে—নেবেন কিনা, তবু মন মানল না কিনা—দেব কি?

বেণু বলিল, ব'স, হাতটা ধুয়ে আসি—

সে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিল, বলিল, দাও—

উমা প্রসাদ দিল—

দাদুর জন্য একটু প্রসাদ তুলিয়া রাখিয়া বেণু নিজে লইল। তাহার পর আসিয়া বলিল, প্রসাদ দিতে ভয় হ'চ্ছিল কেন, শুনি?

উমা সঙ্কুচিতভাবে বলিল, আপনারা বড়লোক। তারপর আপনাদের শিক্ষা-সভ্যতাও একেবারে আলাদা কিনা, এ সব ঠাকুরের প্রসাদ বিশ্বাস ক'রে নেবেন কিনা—

বেণু হাসিয়া উঠিল, বলিল, খুব বিশ্বাস করি। তুমি জান না—নিজে গিয়ে কালীঘাটে পূজো দিয়ে এসেছি।

উমা কিন্তু বিশ্বাস করে না।

সেদিনটা নিজের কাছে রাখিয়া সন্ধ্যার সময় বেণু উমাকে বিদায় দিল। উমা সন্ধ্যার পর ট্রেনে স্বামীর সঙ্গে পলাশপুরে ফিরিয়া গেল।

তারকনাথের প্রসাদ বেণুকে মনে করাইয়া দিল ঃ দাদুর জন্য মাদুলির মধ্যে ফুল বেলপাতা রাখা হইয়াছে, সেটা তাঁহার হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই।

বাহির বাড়ীতে খোঁজ লইয়া সে জানিতে পারিল, প্রিয়নাথ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াছেন এবং স্নানান্তে এই মাত্র চা খাইতেছেন। নিকটে আর কেহই নাই।

ড্রয়ার হইতে নেকলেসের কৌটাটি বাহির করিয়া বেণু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দাদুকে ইহা এখনই দেওয়া উচিত কিনা তাহাই ভাবিতেছিল। দাদু যদি জানিতে চান— এতদিন পর কোথায় এবং কেমন করিয়া এ কৌটা পাওয়া গেল, সে কি বলিবে ? অবশ্যই তিনি একথা জানিতে চাহিবেন। তখন বেণু নিজেই নিজের জালে জড়াইয়া পড়িবে যে !

কৌটা সে ড্রয়ারে নামাইয়া রাখিল—

দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিল, আবার কৌটাটি তুলিয়া লইল।

হয় তো তাহাকে মিথ্যা কথাই বলিতে হইবে। তা হোক, এক্ষেত্রে মিথ্যা বলায় পাপ যাহা হইবে বেণু তাহা মানিয়া লইতে রাজী আছে।

প্রিয়নাথ কেবলমাত্র চা পান করিয়া সেদিনকার সংবাদপত্র-খানা পড়িতে সুরু করিয়াছেন। সারাদিন তাঁহার অফিসের কাজ ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না, কোনদিকে তাকাইবার সময় পর্য্যন্ত পান না; রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সামান্য দু'দশ মিনিট সময় যাহা পান সেইটুকু সময় পড়াশুনা করেন।

দাদু, ঘরে আসতে পারি?

কাগজখানা হইতে মুখ তুলিয়া সকৌতুকে প্রিয়নাথ বলিলেন, এর জন্য কোনদিন অনুমতি চাইতে হ'য়েছে কি, দিদি?

বেণু প্রবেশ করিল, হাতের কৌটাটি সে কাগজ মুড়িয়া আনিয়াছে।

প্রিয়নাথ বলিল, ব'স, হাতে ওটা কি?

বেণু ঔদাস্যের সঙ্গে বলিল, ও একটা জিনিস, পরে দেখতে পাবেন। ঘণ্টাখানেক, অন্ততঃ আধঘণ্টা আপনাকে এভাবে একা পাওয়া যাবে তো?

উৎসাহিত হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, নিশ্চয়। আমি একবার ভাবলাম, তোমায় ডাকতে পাঠাই, আবার ভাবলাম থাক—আর বিরক্ত ক'রব না।

তাহার পর একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সব সময় যে আসত সে বেচারা এখনও হাসপাতালে পড়ে' আছে।

বেণু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন তিনি? খবর পেয়েছেন?

প্রিয়নাথ বলিলেন, অনেক ভাল, দু'চার দিনের মধ্যেই সে চ'লে আসবে। আমি রোজই দেখতে যাই। তুমি যদি যেতে চাও, বেণু, আমি কাল তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারি।

বেণু আস্তে আস্তে হাতের মাদুলিটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল, কালকের কথা কাল হবে, দাদু, এখন আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ ক'রতে এসেছি। যদি আমার কথাটা একবার শোনেন—তা হ'লে কেবল আমারই ভাল হয় না, আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল হয়।

অসন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, স্বাস্থ্যের আমার কি ক্ষতিটা দেখলে তুমি আগে তাই বল? বয়স হ'ল কত সেটা হিসাব আছে? পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর মাথার চুল পাকবে, চোখের দৃষ্টি কমবে, গায়ের চামড়া ঢিলে হবে, এগুলিকে তুমি কি ক'রে বদ্‌লাবে শুনি?

বেণু হাসি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এই মাদুলিটা পরলে, আপনার পাকা চুল কালো হবে, চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়বে, ঢিলে চামড়া শক্ত হবে।

এতক্ষণে মাদুলির দিকে প্রিয়নাথের দৃষ্টি পড়িল। বিকৃত-মুখে বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, রাবিশ, তুমি যে আবার একটা মাদুলিও যোগাড় ক'রে ফেলেছ দেখছি। ওটা কি—সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়িনী কবচ, না অন্তিমেস্বর্গদায়িনী মাদুলি—

বেণু এবার হাসি চাপিতে পারিল না। হাসিয়া ফেলিয়া

তখনই গম্ভীর হইয়া বলিল, ও দুটোর কিছুই নয়, অন্তিমে স্বর্গ ও দেবে না। একটি মাত্র ওর গুণ আছে যাতে লোকে রাত্রে চীৎকার করে না, প্রলাপ বকে না আর ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে না।

বিস্মিতনেত্রে প্রিয়নাথ বেণুর দিকে তাকাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, তার মানে ?

বেণু বলিল, হ্যাঁ, আপনি জানেন না আপনি প্রায় সারারাত যা-তা বলেন, ঘরে ছুটোছুটি করেন, চীৎকার করেন। আপনার এ-রোগ সারাতে আমি এই কবচটা যোগাড় ক'রেছি। আপনার ডান হাতে বেঁধে দেব, আর এ-রকম ক'রে ছুটোছুটি ক'রবেন না।

আমি ছুটোছুটি করি, ভুল বকি ?

প্রিয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

বেণু বলিল, হ্যাঁ, আপনিই এ সব করেন। আপনার বিশ্বাস না হয়, ছোটদাদুকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারেন। ওঁকেও জিজ্ঞেস ক'রে জানুন, এ কবচে সত্যিই এ অসুখ সারে কিনা।

অধীর হইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, আঃ, তুমি কি আমায় নিয়ে ছেলেখেলা ক'রছ বেণু? আমি প্রিয়নাথ গোস্বামী, আমি বাঁধব হাতে কবচ ?

বেণু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয়ই বাঁধতে হবে, দাদু, ব্যারাম সারাতে লোকে কত-কিই-না করে। আপনি ওপর হাতে একটা মাদুলি রাখবেন ; কেউ দেখতেও পাবে না, জানতেও পারবে

না। আজই আপনাকে বাঁধতে হবে না। আপনাকে এটা দেখিয়ে রাখলাম। কাল আপনি স্নান ক'রে হাতে বেঁধে তারপর অফিসে যাবেন।

প্রিয়নাথ অত্যধিক ক্রোধের অতিশয্যে কেবল গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন।

বেণু মাদুলিটা তুলিয়া লইল। দাদুকে বিশ্বাস নাই। মাদুলি ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়াও দিতে পারেন। সে বলিল, এই কবচের কল্যাণে আপনি একটা হারানো জিনিষ পাবেন, দাদু। এমন জিনিস যার আশা আপনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন।

সে কৌটাটির মোড়ক খুলিয়া ডালাটি তুলিল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে নেকলেসের হীরকখণ্ডগুলি সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

এ কি—

প্রিয়নাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বেণু ধীরকণ্ঠে বলিল, আপনার নেকলেস আর আংটি—যা চুরি গেছে ভেবে আপনি হতাশ হ'য়ে প'ড়েছেন। চোর শুধু আপনার টাকাই নিয়ে গেছে, এটি নিয়ে যায় নি। হয় তো সামলাতে পারবে না ব'লে আলমারীর পেছনে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে।

ব্যগ্রভাবে প্রিয়নাথ কৌটাটি লইলেন, কম্পিতহস্তে নেকলেস ও আংটিটি তুলিলেন—

তাঁহার মুখ তখন দৃপ্ত—উজ্জ্বল।

পঁচিশ

ভবতোষের পত্র আসিয়াছে--

তিনি পত্র লিখিয়াছেন বেণুকে—

নিজের কুশল দিয়া তিনি লিখিতেছেন—

তোমার দাদুর পত্রখানা পেয়ে আমি সত্যিই বিস্মিত হ'য়েছি। তোমার বাবা সত্রাজিতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছেন—একথা তিনি স্বীকার ক'রতে চান না। আইনে যদি বাধে, সেজন্য তিনি তোমায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়ে এ বিবাহ রদ ক'রতে চান এবং তারপর নিজের মনোতীত পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান।

এ-রকমভাবে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে আসছে, কত হবেও। আমরা হিন্দু, আস্তিক: অর্থাৎ ভগবান মানি, পাপ পুণ্য মানি, বিবেকটাও আমাদের অত্যন্ত বেশী চেতন। তাই আঘাতও লাগে অত্যন্ত বেশী। মন কিছুতেই তাঁর প্রস্তাব মেনে নিতে চাইছে না—চাইবেও না।

তবু যখন তিনি যাওয়ার কথা ব'লেছেন, আর তুমিও বার বার অনুরোধ ক'রছ, আমি যাব। অন্ততঃ আমি যে বেণুকে গড়ে' তুলেছি, আমার সেই মাকে আমি একবার শেষ দেখা দেখতে যাব। তার অন্য মূর্ত্তি আমি দেখতে যাব না।

আর একটা কথা ব'লছি। সত্রাজিত বাংলায় ফিরেছে শুনলাম। আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা ব'লব। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি। কারণ, সে চোরের মত লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে বেড়াবার স্বাধীনতা তার নেই।

হয় তো কোনদিন তোমার সঙ্গে ওখানে তার দেখা হবে। ব'লতে পারিনে—স্ত্রীর কাছে স্বামীর পরিচয় দিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে কিনা। সে সাহস যেন তার হয়—আমি আজ ভগবানের কাছে শুধু সেই কামনাই ক'রছি।

আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো—

তোমার কাকা

বেণু পত্রখানা ললাটে রাখিল—

আশীর্ব্বাদ কর, কাকামণি, শুধু সেই আশীর্ব্বাদই কর। তোমার আশীর্ব্বাদে সে স্ত্রীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বামীর অধিকার দাবী করিয়াছে, কিন্তু সে কি-ভাবে ! কি-বেশে!

বেণুর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

দাদুকে পত্রখানা দেখাইলে ক্ষতি কি ?

বেণু চোখ মুছিয়া দাসীকে ডাকিল—

দাদুর খোঁজ লইয়া জানিল, তিনি ফিরিয়াছেন।

ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বেণু বাঁধা পাইল ; প্রিয়নাথ একা ঘরে নাই, মিঃ স্যানিয়েলও আছেন।

কয়েকদিন হইল সুস্থ হইয়া তিনি আবার কাজে যোগ দিয়াছে।

উত্তেজিতকণ্ঠে তিনি বলিতেছিলেন, আপনি যখন সবই জেনেছেন তখন আপনার সাক্ষ্য দেওয়া দরকার। অত বড় একজন দাগী আসামী—

প্রিয়নাথ ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তা জানি' তবু কেন পারিনে তা যদি জানতে, অমর—

বারান্দায় মৃদু পদশব্দ পাইয়া মিঃ স্যানিয়েল উঠিতেই বেণু সরিয়া গেল। মিঃ স্যানিয়েল তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ স্যানিয়েল পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ যে বাইরে চ'লে গেলে? কেউ কি এসেছিল?

মিঃ স্যানিয়েল চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, না। আমাদের যে-কথাটা হ'চ্ছিল সেই কথা হোক। আপনি নিজে সব জানেন, তবু কেন আপনি চুরির কথা অস্বীকার ক'রবেন, কেন ব'লবেন—আপনি স্বেচ্ছায় তাকে এ সব দিয়েছেন?

প্রিয়নাথ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, কেন, তা তোমায় ব'ললেও তুমি বুঝবে। লোকটির নাম সত্রাজিত। শুনেই আমার মনে সন্দেহ হয়। কারণ, এই নামই আমি বেণুর কাকামনির পত্রে জানতে পারি! আজই হঠাৎ জানতে পারলাম, এই লোকটি ব্যাঙ্কে আমার নামের চেক ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ভাবছ, সে চেক বই পেলে কোথায়? যেদিন আমার আয়রণ-চেস্ট থেকে টাকা আর নেকলেস-আংটি চুরি যায়, সেদিন এই চেক বইও যায়।

উৎসাহিত হইয়া মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, এই চেক নিয়েই তো ধরা পড়েছে; আর কিছু নিয়ে তাকে ধ'রবার উপায় তো

ছিল না। এখন আপনি অনায়াসে প্রমাণ ক'রতে পারবেন : সে আয়রণ-চেস্ট খুলে টাকা আর অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চেক বই নিয়ে গেছে। মানুষের লোভ দুর্ব্বার, তা কেবল পঁচিশ হাজার টাকা আর নেকলেস আংটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, অবশেষে চেক বইতে জাল সই পর্য্যন্ত করতে বাধ্য ক'রেছে।

প্রিয়নাথ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, আমি এখন তার নামে এ অভিযোগ আনলে হয় তো তার বেশী শাস্তি হবে—কিন্তু আমি সে ইচ্ছা করি নে, অমর। আর যেখানে যে কোন খারাপ কাজ করে সে শাস্তি পায় পাক, আমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হয় তা আমি চাইনে।

দুই হাতের মধ্যে মাথা চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। বুকের মধ্যে গরম রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেও মিঃ স্যানিয়েল একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

প্রিয়নাথ মুখ তুলিলেন—

একটু হাসিয়া বলিলেন, আমায় তুমি কি ভাবছ জানি নে, কিন্তু আমি যা বলছি তা অতি সত্য কথা প্রথমেই তুমি মনে কর, অমর, আমার আয়রণ-চেস্টের চাবি ছিল বেণুর কাছে। এ চাবি সত্রাজিত সহজে কিছুতেই পেতে পারে না। আজ পুলিশে চুরির কথা ব'লতে গেলে বেণুই কি জড়িয়ে পড়বে? ঘরের কলঙ্ক আদালতে প্রকাশ হ'লে আমার মুখখানা কি কালিমাখা হবে না?

মিঃ স্যানিয়েল মাথা নত করিলেন—

বাস্তবিক এ দিকটা তিনি ভাবে নাই। যখন চুরির কথা প্রিয়নাথ জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মেডিক্যাল হাসপাতালে। সুস্থ থাকিলে জোর করিয়াই তিনি পুলিশে খবর দিতেন, প্রিয়নাথের কোন নিষেধ তিনি শুনিতেন না।

মিঃ স্যানিয়েল চলিয়া গেলে প্রিয়নাথ আবার বেণুকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

বেণুর দাসী জানাইল, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণায় বেণু উঠিতে পারিতেছে না।

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে সংবাদ দিতে আদেশ দিয়া তিনি দ্বিতলে বেণুকে দেখিতে গেলেন।

ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভান ছিল। একটি সবুজ আলো অত্যন্ত মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। বেণু চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল—দাসী সাদা আলো জ্বালিয়া দিতে সে চোখ মেলিল।

আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ ঘরে প্রবেশ করিলেন, বেণু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া প্রিয়নাথ বসিলেন, বলিলেন, শুনলাম তোমার ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হ'চ্ছে, আমি ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে এলাম। তিনি এখনই আসবেন। হঠাৎ আজ আবার মাথার যন্ত্রণা হওয়ার কারণ তো বুঝছি নে। তোমার ডাক্তার বার বার বারণ ক'রেছেন, এখন লেখাপড়া বেশী করা

বা বেশী পরিশ্রম করা একেবারেই ক'রবে না তা না শোনার ফলেই—

বেণু বলিল, মাথাটা সামান্য একটু ধ'রেছিল, দাদু। এমন কিছু বেশী হয় নি যার জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে। প্রায় সেরে এসেছে। একটু ঘুমোতে পারলেই ভাল হ'য়ে যাব।

প্রিয়নাথ খুসি হইয়া বলিলেন, তবুও ডাক্তার একবার এসে দেখে যান—ওষুধ আবার কিছুদিন খাও ; যাতে ভাল থাক—তার চেষ্টা কর।

সসঙ্কোচে বেণু বলিল, আমি বেশ ভাল আছি, দাদু, আজই ডাক্তার ডাকবার মত বা ওষুধ খাওয়ার মত কিছু হয় নি।

সে উঠিতে গেল—

প্রিয়নাথ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, থাক থাক, উঠতে হবে না তোমায়, শুয়ে থাক, অন্ততঃ ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত।

বেণু ইচ্ছা সত্ত্বেও উঠিতে পারিল না, বাধ্য হইয়া তাহাকে শুইয়া পড়িতে হইল।

ডাক্তার আসিলেন, ঔষধও দিলেন। নিজে থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া প্রিয়নাথ নিশ্চিন্তমনে বাহির হইলেন। বলিয়া গেলেন, আজ যেন একেবারে ওঠা না হয়, দাসী সর্ব্বদা যেন নিকটে থাকে।

পরদিন প্রিয়নাথ কাজে না গিয়া বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন।

বেণু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কাজে গেলেন না, দাদু ?

প্রিয়নাথ কতগুলি কাগজপত্র লইয়া দেখিতেছিলেন। মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন, না, আজ কোর্টে একটা দরকার আছে।

কোর্টে দরকার ?

বেণুর মুখখানা অকস্মাৎ সাদা হইয়া গেল। সে প্রিয়নাথের সামনের চেয়ারখানায় ভর দিয়া দাঁড়াইল।

প্রিয়নাথ এবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কাগজপত্রগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে, দিদি। দাঁড়িয়ে কথা হবে না, তুমি ব'স।

কি যে কথা তাহা বেণু আন্দাজে বুঝিয়াছিল। বিবর্ণমুখে সে টেবিলের পাশে চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রব, বেণু, তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে ?

বেণু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, বলুন।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞসা করিলেন, তুমি সত্রাজিত নামে একটি ছেলেকে চেন ?

বেণু প্রিয়নাথের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না, মাথা নত করিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, বল বেণু, তোমার এই একটি কথার ওপর

আজকের ব্যাপার নির্ভর ক'রছে ; একটা মানুষের জেল অথবা মুক্তি নির্ভর ক'রছে। আশা করি, তুমি সত্যি কথাই ব'লবে—

বেণু নীরব।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আমি বুঝেছি, স্বীকার ক'রতে তোমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে। কিন্তু আজ সঙ্কোচ করার কিছু নেই ; দিদি। সত্রাজিত নামে একটি ছেলে আমার নামের চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে ধরা প'ড়েছে ; সে চেক বই আমার আয়রণ-চেষ্টের মধ্যে ছিল। আজ আমাকে কোর্টে গিয়ে জানাতে হবে, সে-ই চেক বই চুরি ক'রেছে। আর সেই কথা জানাতে গেলেই আমার টাকা চুরির কেসেও সে জড়িয়ে পড়বে। আমি জানি, আয়রণ-চেষ্টের চাবি তোমার কাছ থেকে সে কোনরকমে সংগ্রহ ক'রেছিল। তাতেই বুঝছি সে তোমার পরিচিত। আর—

দাদু—

বেণু হঠাৎ প্রিয়নাথের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ব'লছি, দাদু, সব ব'লছি। চাবি আমিই খুলেছিলাম। আপনার আংটি আর নেকলেস আমি নিজে রেখে দিয়ে তাকে টাকা আর চেক বই দিয়েছি ; ওগুলো না পেলে তার দলের লোকেরা তাকে হত্যা ক'রত। সে আমার পরিচিত, সে আমার স্বামী।

বেণু—দিদি—

তাড়াতাড়ি বেণুকে তুলিতে গিয়া প্রিয়নাথ দেখিলেন সে সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িয়াছে।

ছাব্বিশ

প্রিয়নাথের টেলিগ্রাম পাইয়া ভবতোষ অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

প্রিয়নাথ লিখিয়াছেন, যত সত্বর পার কলিকাতায় এস, বিশেষ দরকার।

বাড়ীখানার ব্যবস্থা তখনও পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। একা রেঙ্গুনে বাস করা ভবতোষেরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এখানকার বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া তিনি এখানকার সম্পর্ক একেবারে মিটাইয়া দিয়া কলিকাতায় যাইবেন এবং সেখানে গিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই ছিল সঙ্কল্প।

টেলিগ্রাম পাইয়া আগেই মনে জাগিল বেণুর বিবাহের কথা। হয় সত্রাজিত ফিরিয়াছে, নচেৎ প্রিয়নাথ আবার বেণুর বিবাহ দিবার চেষ্টায় আছেন। ভবতোষকে তাহার বিশেষ দরকার, তিনি না হইলে প্রিয়নাথের মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

অগত্যা বাড়ীটার ভার জনৈক বন্ধুর মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভবতোষ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি স্কুলের কাজ জবাব দিয়াছেন অনেক দিন। দিনকতক এদিক-ওদিক বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া তিনি বেণুর অসুখের সংবাদ পাইয়াছিলেন।

প্রিয়নাথকে একখানা তার করিয়া দিয়া ভবতোষ রওনা হইলেন।

যেদিন তিনি কলিকাতা পৌঁছিলেন, সেদিন রাজেন মিত্র ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় তাঁহার সহিত দেখা—

এই যে বাবাজি, এসেছ। তোমায় বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই ভোরবেলা থেকে এই ঘাটে ব'সে, ষ্টীমার অনেক দেরী ক'রে এসেছে। ভোরবেলাই তো আসার কথা।

ভবতোষ বিনীত অভিবাদন করিলেন। একটি কথাও বলিবার অবকাশ পাইলেন না। ততক্ষণ বৃদ্ধ রাজেন মিত্র যুবকের শক্তি লইয়া কুলীদের দিয়া বাক্স-বিছানা প্রভৃতি মোটরে তুলিতেছিলেন।

মোটরে পাশাপাশি বসিয়া কথা বলার অবকাশ পাওয়া গেল।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল, মিত্তির মশাই? হঠাৎ তার পেয়ে আমার তো ভাবনার আদি-অন্ত নেই। ভাবছি, আবার কি হ'ল, মা-মণির কোন অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি? ওকে এখানে পাঠিয়ে পর্য্যন্ত আমার এতটুকু শান্তি নেই, মিত্তির মশাই। আমি সর্ব্বদা উৎকণ্ঠায় থাকি। কখন কি খবর পাব—কখন শুনব।

সহাস্যে রাজেন মিত্র বলিলেন, এ যে হবে, তা আমি জানি। আমি তাই না দিদিকে আনবার সময় তোমাকেও আসার কথা অনেকবার ব'লেছি, বাবাজি। তখন তো কথা কানে নিলে না, ভাবলে বেণু এলেও তুমি বেশ স্বচ্ছন্দে থাকবে। তাই কি হয়,

বাবাজি, এ যে মায়ার বাঁধন। সহজে ছেঁড়া যদি যেত তাহ'লে ভাবনাই থাকত না। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারতে।

ভবতোষ হাসিবার চেষ্টা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, যাক, বেণু তাহ'লে ভালই আছে। নিশ্চিন্ত হ'ল্যাম। তবু বুঝতে পারছিনে, হঠাৎ টেলি করলেন কেন? আমার এখনি আসা দরকার?

রাজেন মিত্র একটু উদাসভাবে বলিলেন, হয় তো আছে কোন দরকার। আমায় তা জানান নি। তুমি গিয়ে জানতে পারবে। দিদিমণি এতক্ষণ তোমার জন্য ঘর-বার ক'রছে, এটা কিন্তু জানা কথা। সেই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে অন্ধকার থাকতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

ভবতোষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিলেন, কয়েকদিন আগে একখানা পত্র পেয়েছিলাম—গোস্বামী মশাই নিজের হাতে লিখেছিলেন—তিনি নাকি আবার বেণুর বিয়ে দেবেন। এ কথা কি—

রাজেন মিত্র বিস্মিতভাবে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার বিয়ে মানে? বেণুর কি বিয়ে হ'য়েছে?

ভবতোষ শুধু হাসিলেন। বলিলেন, আপনি কিছু শোনেন নি, কেউ আপনাকে বলেনি?

রাজেন মিত্র মাথা নাড়িলেন। বলিলেন, কেউ আমায়

কোন কথা বলেনি—প্রিয়নাথ বা বেণু কেউ নয়। তবে এদের মধ্যে যে একটা কিছু গণ্ডগোল বেঁধেছে, তা আমি বুঝতে পারছি। প্রিয়নাথ কিছু না ব'ললেও বেণু যে আমাকে কিছু ব'লতে চায় তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু সে-কথা বলার মত সময় সে পাচ্ছে না, আমারও সময় হ'চ্ছে না।

ভবতোষ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যদি বলি তার বিয়ে হ'য়ে গেছে, তার স্বামী এখনও জীবিত—এই ক'লকাতায়ই সে এসেছে, তাহ'লে আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন; মিত্তির মশাই ?

উত্তেজিতকণ্ঠে রাজেন মিত্র বলিলেন, একথা প্রিয়নাথ জানে ?

ভবতোষ উত্তর দিলেন, জানেন।

রাজেন মিত্র এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, জেনেও সে আবার বেণুর বিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছে, অমরকে ঠিক ক'রেছে !

ভবতোষ বলিলেন, তিনি ব'লেছেন বেণুকে দিয়ে ডাইভোর্স করিয়ে, অর্থাৎ ওকে অন্য ধর্ম্মে—

থাক, থাক—

রাজেন মিত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, স্কাউণ্ড্রেল, ননসেন্স—

মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন, আমি এসব কথা এতটুকুও জানতে পারিনি, বাবাজি। বেণু আমাকে হয় তো বিশ্বাস ক'রে এ সম্বন্ধে কোন কথা ব'লতে

পারে নি। আমার মনে হয়, যদি এতদিন আমাকে এতটুকু জানাত আমি প্রতিবিধানের উপায় ক'রতে পারতাম।

উৎসুক হইয়া ভবতোষ বলিলেন, প্রতিবিধানের কি উপায় ক'রতেন, মিত্তির মশাই ?

উত্তেজিতকণ্ঠে রাজেন মিত্র বলিলেন, হয় এস্পার না হয় ওস্পার। একটি মেয়ের ইহকাল পরকালকে যে নষ্ট ক'রতে চায়, তাকে আমি মানুষ ব'লে গণ্য ক'রতে পারিনে। সে আমার যত বড় প্রিয়তম বন্ধুই হোক, তাকে আমি ক্ষমা ক'রতে পারিনে বাবাজি। বেণু যদি বিয়ে ক'রতে না চায়, আমি তাকে নিয়ে চ'লে যেতাম বহুদূরে—যেখানে প্রিয়নাথ তার সন্ধান পাবে না। কি দরকার তার এই ঐশ্বর্য্যে ? সে তো এসব চায় নি। কেবল তার বাপের কথা রক্ষা করার জন্যই সে আমার সঙ্গে এসেছে—এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি, বাবাজি।

গাড়ীর মধ্যে উভয়েই নীরব।

প্রিয়নাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ছবিটা স্বপ্নের মত ভবতোষের মনে জাগিয়াছিল। দেবতোষ জীবিত থাকিতে দু চার দিনের জন্য বালক ভবতোষ সে বাড়ীতে আসিয়াছিল।

এই জাঁকজমক, বিশাল-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ভবতোষ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী বর্ত্তমানের আলোকপ্রাপ্তা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা বউদি দেবরের দিকে একবার পরম করুণাপূর্ণ নেত্রে তাকাইছিলেন, একটি কথাও

তাঁহার সহিত বলেন নাই। সেই কথাটা আজ ভবতোষের মনে পড়িয়া গেল।

ধনীর গৃহ-জামাতা দাদার দিকে তাকাইয়া বালক ভবতোষ সেই সময় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; জীবনে তিনি কোনদিন বিবাহ করিবেন না, কোন নারীকে জীবনে সহচারিণী করিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা তিনি এযাবৎ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন।

গেটের মধ্যে মোটর থামিল।

রাজেন মিত্র নামিয়া পড়িলেন' গম্ভীরমুখে বলিলেন, নাম বাবাজি, এই বাড়ী।

ভবতোষ নামিলেন।

সাতাশ

প্রকাণ্ড বড় হলের পাশের ঘরটায় ছিলেন প্রিয়নাথ। বাড়ীতে এই ঘরটাই তাঁহার অফিস-রুম। আজ রবিবার থাকায় দুই জায়গায় কারখানাই বন্ধ ছিল। মিঃ স্যানিয়েল কতকগুলি কাগজপত্র দেখাইতে বসিয়াছিলেন।

রাজেন মিত্র ভবতোষকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে প্রিয়নাথ মুখ তুলিলেন।

কাগজপত্রগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া সস্মিতমুখে তিনি

বলিলেন, এই যে এসেছ, ভবতোষ। এত দেরী হ'ল যে, ষ্টীমার বুঝি লেট ?

অভিবাদন করিয়া ভবতোষ একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন, প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেট।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আর এদিকে আমার দিদিমণিটি একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে যে। এর মধ্যে দু'বার তার ফোন করা হ'য়ে গেছে ষ্টীমার-অফিসে। ব'স, আমি খবর পাঠাই তাকে—

আরদালীকে ভিতর বাড়ীতে পাঠাইয়া মিঃ স্যানিয়েলের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, আজ তবে এই পর্য্যন্তই থাক, অমর। সন্ধ্যার দিকে বরং নিশ্চিন্তভাবে কাজগুলি করা য'বে, য়্যা ?

মিঃ স্যানিয়েল কাগজপত্রগুলি ব্যাগে পূরিয়া লইয়া উঠিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আজ এখানেই খাওয়াটা সেরে গেলে হ'ত না ?

মিঃ স্যানিয়েল একটু হাসিয়া বলিলেন, ধন্যবাদ, কিন্তু আজ আমার অন্য জায়গায় খাওয়ার কথা আছে কিনা—

প্রিয়নাথ বলিলেন, ওবেলা তবে এখানে খাওয়ার কথা রইল, মনে রেখো।

ভবতোষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, এঁর পরিচয়টা দিই। আমার এক বন্ধুর ছেলে অমর স্যানিয়েল, আমারই কাছে কাজ করেন। এর সাহায্যবলেই আমার ফার্ম্ম ক্রমে এত বড় হ'তে পেরেছে, নইলে—

কুণ্ঠিতভাবে মিঃ স্যানিয়েল বলিলেন, এ কথাটা ঠিক হ'ল না। কেননা আমি মাত্র এই ক'টা বছর এসেছি। এর আগে থাকতেই বিশাল কারখানা চ'ল্‌ছে।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এবং আরও বিশালতর হ'য়েছে তোমারই চেষ্টায়। এ কথা আমি অস্বীকার ক'রব না, অমর। আচ্ছা, তোমায় আর আটক ক'রব না, ওদিকে আরও কোথায় তোমার যেতে হবে—যাও।

সকলকে অভিবাদন করিয়া মিঃ স্যানিয়েল বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিককার দরজার পরদা ত্রস্তহস্তে সরাইয়া বেণু প্রবেশ করিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, তোমার কাকামণি এসেছেন, দিদি। ওঁকে নিয়ে গিয়ে স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দাও গিয়ে, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে।

কতদিন পর আজ ভবতোষ বেণুকে দেখিতেছেন। আনন্দে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তিনি বেণুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে আর পলক পড়িতেছিল না।

বেণুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আগে দাদুকে প্রণাম করিল, তাহার পর কাকামণির পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার হাত ধরিল ঃ আসুন কাকামণি, খেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে এসে তারপর দাদুর সঙ্গে গল্প ক'রবেন। আজ দাদুর রবিবার,

সারাদিন-রাতই ছুটি ; তা ছাড়া আমি দাদুকে ব'লে রেখেছি রবিবার দিনটা ওঁকে আমি বাইরের কোন কাজ ক'রতে দেব না, এ দিন শুধু আমাদের নিজের দিন থাকবে, না দাদু ?

প্রিয়নাথ একটু হাসিলেন, বলিলেন, তোমার হাতে পড়েছি, যা করাবে তাই ক'রতে হবে, নইলে তো উপায় নেই।

ভবতোষ হাসিমুখে উঠিলেন।

ভিতরে চলিতে চলিতে বেণু বলিল, বড় রোগা হ'য়ে গেছেন, কাকামণি, আপনাকে দেখে হঠাৎ চেনবার যো নেই। মনে হ'চ্ছে কতকাল যেন খেতে পান নি, কত বড় অসুখে যেন ভুগেছেন—

ভবতোষ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, শেষেরটা নয়, তবে প্রথমটা ঠিক। কারণ মা তো নেই, ছেলের পেটের দিকে মুখের দিকে চাইবে কে বল ? যখন জুটেছে খেয়েছি, কখনও খাওয়াই হয় নি। আমার মায়ের কাছে যদি দু'পাঁচ দিন থাকতে পাই, দেখতে পাবে চেহারা ফিরে গেছে। মোটা হইয়া উঠেছি।

নিজের ঘরে আসিয়া কাকামণিকে বসাইয়া বেণু বলিল, আর আমি আপনাকে সেখানে একা যেতে দিচ্ছি নে, কাকামণি। যদি আপনাকে যেতেই হয়, আমি শুদ্ধ এবার সঙ্গে যাব, আমি একা আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি নে।

ভবতোষ হাসিলেন, বলিলেন, যাব ব'লে তো আসিনি, থাকব ব'লেই এসেছি। মা-মণিকে ফেলে আর এক পা-ও নড়ছি নে।

খুসি হইয়া উঠিয়া বেণু বলিল, এ কথা যেন মনে থাকে, কাকামণি! আপনার এখানে কোনও ভাবনা ক'রতে হবে না। এই পাশের ঘরেই আপনার জায়গা ক'রে দেব। দাদুর লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে, নিশ্চিন্তে প'ড়তে পারেন। দিন আপনার বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে তা আমি ব'লে দিতে পারি।

শঙ্কিতকণ্ঠে ভবতোষ বলিলেন, ওটি হবে না, মা-মণি, আগে থাকতেই তা তোমায় ব'লে রাখছি। এ বাড়ীতে আমার থাকা পোষাবে না। এই সাহেব-বাড়ী, এখানে অনবরত বাবুর্চ্চি-খানসামার কাণ্ড-কারখানা। নিজের শুচিতা বাঁচিয়ে পূজাহ্নিক, খাওয়া দাওয়া—

বেণু বলিল, সে-সব আপনাকে ভাবতে হবে না, কাকামণি। দাদু নিজে যাই হন, আমার এ মহল একেবারে আলাদা ক'রে দিয়েছেন। ওঁর ওই বাবুর্চ্চি-খানসামা কেউ এদিকে আসে না। আমার পূজোর ঘর আছে, ভশ্চায্ মশাই রোজ পূজো ক'রেও যান। তাতেও ওঁর কোন আপত্তি নেই।

পূজোর ঘর—ভশ্চায মশাই—

ভবতোষ বেণুর মুখের দিকে তাকাইলেন—

ধীরকণ্ঠে বেণু বলিল, এই পূজা উপলক্ষ ক'রে ওই ঘরেই দাদু যে-কাণ্ড ক'রেছিলেন, সর্ব্বনাশ! তার ফলেই না দিদিমণি আত্মহত্যা ক'রেছিলেন? আপনি কি ব'লতে চান সে-আঘাত দাদুর বুকে বাজে নি, দাদু তাতে স্তম্ভিত হ'য়ে যান নি?

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তিনি ক'রছেন। আমায় তিনি এতটুকু বাধা দেন না। যখন যা দরকার তখনই তাই ক'রে দিচ্ছেন। আপনার বিশ্বাস না হয়, কাকামণি, আমি দেখাব'খন —ওই মস্ত বড় নাস্তিকের হাতে আমি কালীঘাট থেকে মায়ের নির্ম্মাল্য এনে কবচে পূরে পরিয়ে দিয়েছি, সেটি তিনি ফেলে দেন নি—যত্ন করে রেখেছেন।

বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

ভবতোষ হাসিলেন না, বিস্মিতভাবে শুধু মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কাকামণিকে স্নান করাইয়া বেণু তাঁহাকে পূজার ঘরে লইয়া গেল।

কাকামণির জন্য সে অনেক কিছু রাঁধিয়াছিল—কোন কিছুই বাদ ছিল না।

আহারে বসিয়া ভবতোষ বলিলেন, এত রাঁধিবার কি দরকার ছিল, মা?

বেণু বলিল, এ-রকম ক'রে না খাওয়ালে চেহারা ফিরবে কি ক'রে, কাকামণি? খাওয়া হ'লে আপনি আমার ঘরে বিশ্রাম ক'রবেন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বিকালের দিকে দাদুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় তো হবে, তার আগে আমার সঙ্গে।

উৎকণ্ঠিত হইয়া ভবতোষ বলিলেন, তোমার বিয়ের সম্বন্ধে তো?

বেণু বলিল, আপনি খেয়ে নিন, পরে আমি সব ব'লব'খন।

এদিককার কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বেণু যখন ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, পরিশ্রান্ত ভবতোষ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

বেণু তাঁহাকে ডাকিল না, আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া পাশের ঘরে যাইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজেন মিত্র বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।

বেণুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজি বুজি ঘুমিয়ে প'ড়েছে?

বেণু বলিল, হ্যাঁ—

রাজেন মিত্র বলিলেন, ও-ঘরে চল, তোমার সঙ্গেই কথাটা বলা যাক। এই কথাটা বলার জন্যই খেয়ে উঠে বিশ্রাম না ক'রেই চ'লে এসেছি।

বেণু তাঁহাকে পাশের ঘরে আনিয়া বসাইল।

কোনও ভূমিকা না করিয়া রাজেন মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শুনতে পেলাম তোমার 'কাকামণির কাছে—তোমার নাকি ছোটবেলায় বিয়ে হ'য়ে গেছে, তোমার স্বামী নাকি আজও বেঁচে আছে।

বেণুর মুখ নত করিল।

রাজেন মিত্র বলিলেন, এতদিন এ কথাটা তো একবারও আমায় বলনি, দিদি ?

বেণু মুখ তুলিল না, নীরব রহিল।

রাজেন মিত্র বলিলেন, আমায় ব'ললে আমি গোড়া থেকেই এর ব্যবস্থা ক'রতে পারতাম, ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হ'য়ে উঠতে দিতাম না।

বেণু মুখ তুলিল, বলিল, কি ব্যবস্থা আপনি ক'রতে পারতেন, ছোটদাদু ? দাদু যেমন করেই হোক আমার সেই ছোটবেলার বিয়েকে অসিদ্ধ প্রতিপন্ন ক'রবেনই ; তিনি স্পষ্টই ব'লেছেন —যাতে না হ'য়েছে রেজেষ্ট্রী, না এসেছে পুরোহিত ; না নারায়ণ, না মন্ত্রোচারণ ; তাকে তিনি বিয়ে ব'লতে পারেন না, ছেলেখেলা ব'লতে পারেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে রাজেন মিত্র বলিলেন, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বিয়েটাই তিনি মানতে চান না। আমি শুনলাম, মন্ত্রোচারণ হ'য়েছে, আসেনি শুধু পুরোহিত ; তাই সেটা বিয়ে নয়—এ কথা ব'লতে পারেন তোমার দাদুই, আর কেউ নয়। যাই হোক, আজ সন্ধ্যেয় শুনেছি; এখানে তোমার দাদু একটা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন। সেখানে অনেকেই আসবেন। আমি নিজে সেখানে এ-কথাটা তুলব।

বেণু ধীরকণ্ঠে বলিল, আপনাকে কিছুই ক'রতে হবে না, ছোটদাদু—

তার মানে ?

রাজেন মিত্র তাহার দিকে চাহিলেন।

বেণু বলিল, নিমিত্তের ভাগী আমি কাউকে ক'রব না, কাউকে দোষী হ'তে দেব না। যা ক'রবার তা আজ আমি নিজেই ক'রব। আমি চাই নে, ছোটদাদু, আপনি এই ব্যাপারে হাত দিয়ে দোষের ভাগী হন, কেউ আপনাকে ছোট মনে করে। আপনি আমায় শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মনের জোর শেষ পর্য্যন্ত যেন অটুট থাকে, আমি যেন ভেঙে না পড়ি।

রাজেন মিত্র তাহার উজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—

আস্তে আস্তে হাতখানা বেণুর মাথায় রাখিলেন, চাপা স্বরে বলিলেন, তুমি পারবে, তুমি পারবে দিদি। তোমার পূজারিণী মূর্ত্তি দেখেছি, তোমার প্রেমের মূর্ত্তিও দেখ্‌লাম। তোমার এ প্রেম আর পূজা কিছুতেই অসার্থক হ'তে পারে না।

বেণু গলায় আঁচল দিয়া ছোটদাদুকে প্রণাম করিল।

আটাশ

প্রিয়নাথ গোস্বামীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা আজ আলোয় উজ্জ্বল ; যে কেহ দেখিলে জানিতে পারিবে আজ এ-বাড়ীতে কোনও উৎসব আছে।

বাড়ীতে আজ অনেক নিমন্ত্রিত আসিয়াছেন। প্রিয়নাথের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীতে বড় হল-ঘরটা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবসহ এরূপ উৎসবের আয়োজন প্রিয়নাথ করিয়া থাকেন। তবু আজ যেন একটু বাড়াবাড়ি।

প্রিয়নাথ মহানন্দে গল্প করিতেছেন। এখন আর তিনি গম্ভীর প্রিয়নাথ নহেন, শিশুর মত সরল তাঁহার উচ্চ হাসি, কথাবার্ত্তা, চালচলন। ভবতোষের সহিত তিনি নিমন্ত্রিতগণের পরিচয় করাইয়া দিতেছেনঃ এই ইনি হ'চ্ছেন বেণুর কাকামণি, বর্ম্মায় ছিলেন, জোর ক'রে এনেছি। ভদ্রলোক কি আসতে চান কিছুতে? যদি না আসতেন, আমাকেই যেতে হ'ত ওঁকে আনতে।

মিঃ স্যানিয়েল বিমর্ষমুখে একপাশে বসিয়া ছিলেন। দেখিয়া মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র যোগ নাই; নিতান্ত জোর করিয়া তাঁহাকে কাঠগড়ায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজেন মিত্র পাশের চেয়ারে বসিয়া এক একবার তীব্র দৃষ্টিতে মিঃ স্যানিয়েলের দিকে তাকাইয়া যেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকটির অন্তরটা ভেদ করিতে চাহিতেছিলেন।

নিমন্ত্রিতদের এক প্রস্থ চা পরিবেশন করা হইলে প্রিয়নাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এইবার আমি আপনাদের কাছে একটা কথা ব'লব—যা গল্পের মত মনে হ'লেও গল্প নয়। এখানে আমি আজ যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রেছি তাঁরা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ। তাঁদের কাছে আমার পারিবারিক কথা ব'লতে কোন বাধা নেই। কারণ আমার জীবন-কাহিনী সকলেরই জানা আছে।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, আপনারা সবাই জানেন—আমার জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। সে কথা আমিও স্বীকার ক'রছি। এই দুঃখময় জীবনে সুখের প্রথম স্পর্শ জাগিয়েছে বেণু, আমার দৌহিত্রী, আমার স্বর্গগতা কন্যার একমাত্র সন্তান। তার মা যখন মারা যায় তখন সামান্য একটা বিষয় নিয়ে মনান্তর হওয়ায় আমার জামাতা দেবতোষ তাকে নিয়ে রেঙ্গুনে চ'লে যায়। আমি আমার কন্যাকে ভুলপথে চালনা ক'রেছিলাম। হ্যাঁ, এ কথাও আজ স্বীকার ক'রছি। পাছে তার মেয়েকে ভুলের পথে নিয়ে যাই, এই ভয়ে দেবতোষ এখান

থেকে গিয়ে—সেই পাঁচ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে একটি আট নয় বৎসরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়।

বিয়ে!!

সকলের মুখ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ এক সঙ্গে বাহির হইল।

প্রিয়নাথ ধীরকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, বিয়ে। বেণুর বিয়ে। এমনি আমার অজ্ঞাতে তা হ'য়ে যায়।

মিঃ দত্ত হাতের চায়ের কাপটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ-রকম করার মানেটা কি?

একটু হাসিয়া প্রিয়নাথ অদূরে উপবিষ্ট ব্যারিষ্টার মিঃ সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বোধ হয় মিঃ সেনের মনে আছে, দেবতোষের সঙ্গে যখন আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেই তখন লেখাপড়া হয়, দেবতোষ এখানেই থাকবে—অবশ্য যখন খুসি বাড়ী গেলেও আবার তাকে এখানে আসতে হবে। আর ওদের যে প্রথম সন্তান হবে, সে-ই হবে আমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী; কাজেই তার ওপর একমাত্র আমারই দাবী থাকবে—তার পিতামাতার নয়। এই লেখাপড়াই ছিল না, মিঃ সেন?

মিঃ সেন উত্তর দিলেন, ঠিক—কিন্তু দেবতোষ তবু কেমন ক'রে এ-রকম কাজ ক'রলে আমি তাই ভাবছি।

প্রিয়নাথ হাসিলেন কিন্তু ইহার বেশী কোন জবাব দিলেন না: যাই হোক, বিয়ের পর বালক-জামাতা তার পিতার সঙ্গে কাশ্মীরে

চ'লে যায়। তার সঙ্গে রেণুর কোনদিনই আর দেখা হয়নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি রাজদ্রোহী দলে যোগ দেয়; আর পিতার মৃত্যুর পর যথেচ্ছভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এখানে ব'লে রাখি, তার মা ছিলেন না, তাকে অতি-শিশু অবস্থায় রেখে তিনি মারা যান।

আমি আমার বন্ধু-পুত্র অমরকে এ দিকে বেণুর যোগ্য পাত্র ঠিক ক'রেছিলাম। তাকে ঠিক বেণুর উপযুক্ত ক'রে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম। বেণুকেও আমার আদর্শানুযায়ী গড়ে' তুলতে বেণুর কাকামণিকে আমি বার বার অনুরোধ ক'রে লিখি। ভবতোষ আমার কথানুযায়ী আমার দিদিমণিকে সত্যিই গড়ে' তুলেছে, আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। একথাও আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে যাব।

এই সময় মিঃ স্যানিয়েল উঠিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, আমি একটু যেতে চাইছি, স্যার। ও-দিকে একটা জরুরী কাজ আছে, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ছি।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আর একটু—একটু অপেক্ষা কর, অমর, আমাদের এ-কথা এখনই শেষ হ'য়ে যাবে। এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়ার পালাও শেষ ক'রে দেব। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

বাধ্য হইয়া মিঃ স্যানিয়েলকে বসিতে হইল।

প্রিয়নাথ বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম যেদিন শুনলাম

বেণুর বিয়ে হ'য়েছে সেদিন আমি অকস্মাৎ যেন বজ্রাহত হ'য়ে পড়ি। তারপর মন্ত্রহীন, বিন-রেজেষ্ট্রীর যে-বিয়ে আমি মানতে চাইনি, বেণু তাকেই নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে আছে। ভয় দেখিয়েছি, সম্পত্তি দেব না ব'লেছি। বেণু তার দিদিমার মত নিজের কর্ত্তব্য পালন ক'রে চলেছে। একজনের পূজো গায়ের জোরে আমি সাঙ্গ ক'রতে চেয়েছিলাম; কিন্তু এক্ষেত্রে কোন জোরের কথাই আমার মনে আসেনি। এরই নাম পূজো? ঠিক তেম্‌নি একদিনকার অনাড়ম্বর উৎসর্গানুষ্ঠানকে সে কিছুতেই মিথ্যে ব'লে ভাব্‌তে দেয় না—বারে বারে তাই যেন সত্যি হ'য়ে উঠতে চায়। এ প্রেমও আমার কাছে দুরভিগম্য হ'য়ে র'য়েছে। শুধু জেনেছি, তার কাছে যা সত্যি তাকে আমি মিথ্যে ক'র্‌ব কিসের জোরে?

দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে ভবতোষ বলিতে গেলেন কিন্তু আপনি তো বেণুর স্বামীর কথা কিছু জানেন না, সে—

তাঁহাকে বাধা দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, আমি সবই জানি, সে যে কি তাও জানতে আমার বাকি নেই। আমার মনে হয়, আমি তোমার চেয়ে তার পরিচয় বেশী জেনেছি।

এই সময় ভিতর দিককার দরজায় বেণু আসিয়া দাঁড়াইল—

ললাটে সিন্দূরবিন্দু ও সিঁথিতে সিন্দূররেখা। পরণে একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ি। সমগ্র মুখখানি যেন ভাস্কর। প্রিয়নাথ ডাকিলেন, এস দিদি, এঁদের সকলকে প্রণাম কর, এঁদের

আশীর্ব্বাদ চেয়ে নাও, তোমাদের জীবনযাত্রার পথ যেন সুগম হয়।

প্রিয়নাথ চোখ বুজিলেন।

বেণু-সকলকে প্রণাম করিল।

ভবতোষ অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু সত্রাজিত—

প্রিয়নাথ বলিলেন, আমি তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, সে'ও আসছে।

মিঃ সেন সবিস্ময়ে বলিলেন, সত্রাজিত! অমনি একটা নাম—আপনার নামে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে যে-ছেলেটা ধরা প'ড়েছিল—

প্রিয়নাথ বলিলেন, আমারই নাত-জামাই, মিঃ সেন, আমিই তাকে দিয়েছিলাম তাই সে নিয়েছিল। দলে প'ড়ে অনেক অপরাধ সে ক'রেছিল তার শাস্তিও সে পেয়েছে। সম্প্রতি সে মুক্তি পেয়ে আমার এখানেই বন্দী আছে।

হাসিমুখে সত্রাজিত প্রবেশ করিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, আপনারা আজ এই দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন। আজকের অনুষ্ঠান তাতেই সার্থক হোক্।

নবদম্পতি ক্রমে ঘুরিয়া একান্ত ক্লান্ত ও বিবর্ণ মিঃ স্যানিয়েলের সম্মুখে দাঁড়াইল। মিঃ স্যানিয়েল ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণু কি যেন বলিল, শোনা গেল না।
রাজেন মিত্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তেমনই সমুৎসুক।
প্রিয়নাথ রুমাল খুঁজিতেছেন।

নিমন্ত্রিতদের সকলেই যেন স্তব্ধতায় কঠিন হইয়া উঠিলেন
মিঃ স্যানিয়েলের দৃষ্টি সিন্দুরবিন্দুতে আবদ্ধ। একাগ্র
দৃষ্টিতেই বুঝিবা চোখ দুইটি স্ফটিকের মত সরস হইয়া উঠিল
তারপর, মনে হইল, মিঃ স্যানিয়েল চেয়ারটিতে যেন ভাঙ্গিয়
পড়িলেন।